চুক্তি আইন, ১৮৭২

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

প্রয়োগ

প্রবর্তন

রহিতকৃত আইন

২। ব্যাখ্যামূলক দফা

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাব প্রদান, গ্রহণ এবং প্রত্যাহার

৩। প্রস্তাব প্রদান, গ্রহণ এবং প্রত্যাহার

৪। প্রস্তাব প্রদান যখন সম্পূর্ণ হয়

৫। প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং গ্রহণ

৬। প্রত্যাহার কীভাবে করা যায়

৭। প্রস্তাব গ্রহণ অবশ্যই নিরঙ্কুশ হইতে হইবে

৮। শর্তাবলি প্রতিপালন, বা প্রতিদান গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাব গ্রহণ

৯। ব্যক্ত বা নিহিত অঙ্গীকার

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুক্তিসমূহ, বাতিলযোগ্য চুক্তিসমূহ ও বাতিল সম্মতিসমূহ

১০। যে সকল সম্মতি চুক্তি

১১। চুক্তি করিবার যোগ্য ব্যক্তি

১২। চুক্তি করিবার উদ্দেশ্যে সুস্থ মানসিকতার অর্থ

১৩। “সম্মতি” এর সংজ্ঞা

১৪। “স্বাধীন সম্মতি” এর সংজ্ঞা

১৫। “বলপ্রয়োগ” এর সংজ্ঞা

১৬। “অনুচিত প্রভাব” এর সংজ্ঞা

১৭। “প্রতারণা” এর সংজ্ঞা

১৮। “মিথ্যা বর্ণনা” এর সংজ্ঞা

১৯। স্বাধীন সম্মতি (free consent) ছাড়া সম্মতির (agreement) বাতিলযোগ্যতা

১৯ক। অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা

২০। ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভুল হইলে সম্মতি বাতিল

২১। আইন সম্পর্কে ভুলের ফলাফল

২২। ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করিয়া একপক্ষ কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন

২৩। কোন প্রতিদান ও উদ্দেশ্য আইনানুগ ও কোনটি আইনানুগ নহে

বাতিল চুক্তিসমূহ

২৪। প্রতিদানসমূহ ও উদ্দেশ্যসমূহ আংশিক অবৈধ হইলে সম্মতি বাতিল

২৫। প্রতিদান বিহীন সম্মতি বাতিল, যদিনা উহা লিখিত ও নিবন্ধিত হয়,

বা কোনো কিছু কৃত হইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার হয়,

বা তামাদি আইনে বারিত ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার হয়

২৬। বিবাহ প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল

২৭। বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল

সুনাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা না করিবার সম্মতির হেফাজত

২৮। আইনগত কার্যধারা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল

সৃষ্ট রিরোধ সালিসে প্রেরণের চুক্তির হেফাজত

এইরূপ চুক্তি দ্বারা বারিত মামলা

ইতিমধ্যে উত্থাপিত প্রশ্ন সালিসে প্রেরণের চুক্তির হেফাজত

২৯। অনিশ্চয়তার জন্য সম্মতি বাতিল

৩০। বাজি সম্পর্কিত চুক্তি বাতিল

ঘোড়দৌড়ের নির্দিষ্ট পুরস্কারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

দণ্ড বিধির ধারা ২৯৪ক কে প্রভাবিত করিবে না

৩০ক। বাজিকরণ সম্মতির সহায়ক সম্মতি বাতিল

৩০খ। বাতিল সম্মতির জন্য অর্থ, কমিশন ইত্যাদি আদায়ের জন্য মামলা করা যাইবে না

৩০গ। অভিবাবক, নির্বাহক ইত্যাদি কর্তৃক বাতিল সম্মতির বিষয়ে পরিশোধিত অর্থ জমা করিতে দেওয়া হইবে না

তৃতীয় অধ্যায়

ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ

৩১। “ঘটনা নির্ভর চুক্তি” এর সংজ্ঞা

৩২। ঘটনা নির্ভর চুক্তি ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষে কার্যকরকরণ

৩৩। ঘটনা নির্ভর চুক্তির ঘটনা সংঘটিত না হওয়া সাপেক্ষে কার্যকরকরণ

৩৪। জীবিত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বলিত ঘটনার সংঘটন সাপেক্ষে চুক্তি যখন অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়

৩৫। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়া সাপেক্ষে ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ কখন বাতিল হয়

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা না ঘটিলে সেই ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ কার্যকর করা যায়

৩৬। অসম্ভব ঘটনার উপর নির্ভরশীল ঘটনা নির্ভর চুক্তি বাতিল

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি প্রতিপালন

যে সকল চুক্তি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে

৩৭। চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের বাধ্যবাধকতা

৩৮। কার্য সম্পাদনের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতির ফলাফল

৩৯। কোনো পক্ষের অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনে অস্বীকৃতির ফলাফল

যাহাদের দ্বারা অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবে

৪০। যাহাদের দ্বারা অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবে

৪১। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিপালন গ্রহণের ফলাফল

৪২। যৌথ দায়িত্ব হস্তান্তর

৪৩। যৌথ অঙ্গীকারকারীদের যে কোনো একজনকে প্রতিপালনে বাধ্য করা যাইবে

প্রত্যেক অঙ্গীকারকারী অংশ গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিবেন।

অংশ গ্রহণে অপারগতার ফলে সৃষ্ট ক্ষতিতে অংশ গ্রহণ।

৪৪। একজন যৌথ অঙ্গীকারকারীর অব্যাহতির ফলাফল।

৪৫। যৌথ অধিকার হস্তান্তর।

প্রতিপালনের জন্য সময় ও স্থান

৪৬। যেক্ষেত্রে আবেদন করা হয় নাই ও সময় নির্দিষ্ট হয় নাই সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের সময়

৪৭। যেক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং আবেদন করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের সময় ও স্থান

৪৮। নির্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য যথাযথ স্থান ও সময়ের আবেদন

৪৯। যেক্ষেত্রে আবেদন করা হয় নাই এবং অঙ্গীকার প্রতিপালনের স্থান নির্দিষ্ট নহে সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের স্থান

৫০। অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত পদ্ধতিতে বা সময়ে প্রতিপালন

পারস্পরিক অঙ্গীকার প্রতিপালন

৫১। অঙ্গীকারগ্রহীতা পারস্পরিক অঙ্গীকার পালনে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারী কার্য সম্পদনে বাধ্য নয়

৫২। পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালনের ক্রম

৫৩। যে ঘটনার উপর চুক্তি কার্যকর হইবে সেই ঘটনায় প্রতিবন্ধতা সৃষ্টিকারীর দায়

৫৪। পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ সমন্বয়ে গঠিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথমে প্রতিপালন করিতে হইবে উহা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ফলাফল

৫৫। যে চুক্তিতে সময় অপরিহার্য সেই চুক্তির কার্য নির্ধারিত সময়ে প্রতিপালন করিবার ব্যর্থতার ফলাফল

সময় অপরিহার্য নয় সেইক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলাফল

সম্মত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কার্য সম্পাদন গ্রহণের ফলাফল

৫৬। অসম্ভব কার্য করিবার সম্মতি

এমন কোনো কার্য করিবার চুক্তি যাহা পরবর্তীতে অসম্ভব বা বেআইনি হয়

অসম্ভব ও বেআইনি বলিয়া মনে করিয়া কোনো কার্য অসম্পাদনের ফলে সাধিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ

৫৭। পারস্পরিক অঙ্গীকারের কিছু করা বৈধ এবং অন্যান্য কিছু অবৈধ

৫৮। বিকল্প অঙ্গীকারের একটি অংশ অবৈধ হইলে

পরিশোধ নির্দিষ্টকরণ

৫৯। যেক্ষেত্রে পরিশোধতব্য কোনো ঋণ নির্দেশিত হয় সেইক্ষেত্রে সেই ঋণ পরিশোধের প্রয়োগ হয়

৬০। যেক্ষেত্রে কোনো ঋণ নির্দেশিত না হয় সেইক্ষেত্রে পরিশোধের প্রয়োগ

৬১। যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষই নির্দিষ্ট করেন নাই সেইক্ষেত্রে পরিশোধের প্রয়োগ

যে সকল চুক্তি প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই

৬২। নূতন, বাতিল ও পরিবর্তিত চুক্তির ফলাফল

৬৩। অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকার পালন পরিত্যাগ বা হ্রাস করিতে পারিবেন

৬৪। বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিলের ফলাফল

৬৫। যে ব্যক্তি বাতিল সম্মতি বা বাতিল হইয়া পড়া কোনো চুক্তির অধীন কোনো সুবিধা গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তির দায়িত্ব

৬৬। বাতিলযোগ্য চুক্তির বাতিলকরণ বা প্রত্যাহারকরণ অবিহতকরণের পদ্ধতি

৬৭। প্রতিপালনের জন্য অঙ্গীকারকারীকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানে অঙ্গীকারগ্রহীতার অবহেলার ফলাফল

পঞ্চম অধ্যায়

চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সম্পর্কসমূহের ন্যায় কিছু সম্পর্ক

৬৮। চুক্তি করিতে অক্ষম ব্যক্তিকে বা তাহাকে সরবরাহকৃত জিনিসের জন্য দাবি

৬৯। অন্যের দেনা পরিশোধকারীর যাহার স্বার্থ উক্ত পরিশোধের সহিত জড়িত খরচের টাকা ফেরত

৭০। বিনামূল্যে নয় এইরূপ কাজের সুফল ভোগকারী ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা

৭১। পণ্য খুঁজিয়া পাওয়া ব্যক্তির দায়িত্ব

৭২। যে ব্যক্তিকে ভুল করিয়া বা বল প্রয়োগের কারণে অর্থ পরিশোধ বা বস্তু সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

চুক্তি ভঙ্গের ফলাফল

৭৩। চুক্তি ভঙ্গের কারণে লোকসান বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ

চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার ন্যায় বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষতিপূরণ

৭৪। জরিমানার শর্তযুক্ত চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ

৭৫। সঠিকভাবে চুক্তি বাতিলকারী পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী

সপ্তম অধ্যায়

পণ্য বিক্রয়

৭৬-১২৩। [*বিলুপ্ত*]

অষ্টম অধ্যায়

দায়মুক্তি এবং জামিন

১২৪। “দায়মুক্তির চুক্তি” এর সংজ্ঞা

১২৫। মামলা করা হইলে দায়মুক্তি গ্রহীতার অধিকার

১২৬। “জামিনের চুক্তি”, “জামিনদার”, “প্রধান দেনাদার” এবং “পাওনাদার”

১২৭। জামিনের প্রতিদান

১২৮। জামিনদারের দায়

১২৯। “ধারাবাহিক জামিন

১৩০। ধারাবাহিক জামিন প্রত্যাহার

১৩১। জামিনদারের মৃত্যুতে ধারাবাহিক জামিন প্রত্যাহার

১৩২। প্রাথমিকভাবে দায়ী দুই ব্যক্তির দায়, একজন অপর জনের ব্যর্থতার জন্য জামিনদার হইবেন তাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা, প্রভাবিত হইবে না

১৩৩। চুক্তির শর্তাবলি পরিবর্তন দ্বারা জামিনদারের অব্যাহতি

১৩৪। প্রধান দেনাদারের অব্যাহতিতে জামিনদারের অব্যাহতি

১৩৫। যখন পাওনাদার প্রধান দেনাদারের সহিত আপস করেন, সময় প্রদান করেন, বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করিতে সম্মত হন তখন জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন

১৩৬। যখন প্রধান দেনাদারকে সময় প্রদানের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা হয় তখন জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন না

১৩৭। মামলা করিবার ক্ষেত্রে পাওনাদারের সহিষ্ণুতা জামিনদারকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না

১৩৮। একজন সহ-জামিনদারের অব্যাহতিতে অন্যেরা অব্যাহতি পাইবেন না

১৩৯। জামিনদারের ফলস্বরূপ প্রতিকারের জন্য ক্ষতিকর পাওনাদারের কোনো কার্য করা বা করা হইতে বিরত থাকা দ্বারা জামিনদারের অব্যাহতি

১৪০। পরিশোধ বা কার্য সম্পাদন করিলে জামিনদারের অধিকার

১৪১। পাওনাদারের জামানতের সুযোগ-সুবিধায় জামিনদারের অধিকার

১৪২। মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা অর্জিত জামিন অবৈধ

১৪৩। গোপন করিয়া অর্জিত জামিন অবৈধ

১৪৪। সহ-জামিনদার যোগ না দেওয়া পর্যন্ত পাওনাদার ইহার উপর কার্য করিবেন না এইরূপ চুক্তিতে জামিন প্রদান

১৪৫। জামিনদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অব্যক্ত অঙ্গীকার

১৪৬। সহ-জামিনদার সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য

১৪৭। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থের জামিনে আবদ্ধ সহ-জামিনদারগণের দায়িত্ব

নবম অধ্যায়

জিম্মা

১৪৮। “জিম্মা”,“জিম্মাদাতা”, এবং “জিম্মাদার” এর সংজ্ঞা

১৪৯। কীভাবে জিম্মাদারকে সরবরাহ করা হয়

১৫০। জিম্মায় প্রদত্ত পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ করা জিম্মাদারের দায়িত্ব

১৫১। জিম্মাদারকে যত্ন নিতে হইবে

১৫২। জিম্মাকৃত পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতি প্রভৃতির জন্য যখন জিম্মাদার দায়ী নহেন

১৫৩। জিম্মাদারের জিম্মার শর্ত বিরোধী কাজের দ্বারা জিম্মার পরিসমাপ্তি

১৫৪। জিম্মাকৃত পণ্যের অননুমোদিত ব্যবহারের জন্য জিম্মাদারের দায়

১৫৫। জিম্মাদাতার সম্মতিতে তাহার পণ্যের সহিত জিম্মাদারের পণ্যের সংমিশ্রণের ফলাফল

১৫৬। জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া মিশ্রণ করিবার ফলাফল, যখন মিশ্রিত পণ্য পৃথক করা যায়

১৫৭। জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া মিশ্রণ করিবার ফলাফল, যখন মিশ্রিত পণ্য পৃথক করা না যায়

১৫৮। জিম্মাদাতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যয় পরিশোধ

১৫৯। বিনামূল্যে ধার দেওয়া পণ্য প্রত্যর্পণ

১৬০। সময় অতিবাহিত হইবার পর বা উদ্দেশ্য পূরণ হইবার পর জিম্মাকৃত পণ্য প্রত্যর্পণ

১৬১। পণ্য যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ না করিবার ক্ষেত্রে জিম্মাদারের দায়-দায়িত্ব

১৬২। মৃত্যুর কারণে বিনামূল্যে প্রদত্ত জিম্মার পরিসমাপ্তি

১৬৩। জিম্মাকৃত পণ্যের বৃদ্ধি বা লাভের অধিকারী জিম্মাদাতা

১৬৪। জিম্মাদারের প্রতি জিম্মাদাতার দায়িত্ব

১৬৫। কতিপয় যৌথ মালিক কর্তৃক জিম্মা

১৬৬। স্বত্বহীন জিম্মাদাতার নিকট পণ্য ফেরতের জন্য জিম্মাদার দায়ী নহেন

১৬৭। জিম্মাকৃত পণ্য দাবি করা তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার

১৬৮। হারানো পণ্যের প্রাপকের অধিকার; প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট পুরস্কারের জন্য মামলা করা যাইবে

১৬৯। সাধারণভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের প্রাপক যখন উহা বিক্রয় করিতে পারেন

১৭০। জিম্মাদারের বিশেষ পূর্বস্বত্ব

১৭১। ব্যাংকার, গোমস্তা, ঘাটোয়াল, অ্যাটর্নি এবং বীমার দালালদের পূর্বস্বত্ব

বন্ধকের জিম্মাসমূহ

১৭২। “অস্থাবর বন্ধক”, “বন্ধকদাতা” এবং “বন্ধকগ্রহীতা” এর সংজ্ঞা

১৭৩। বন্ধকগ্রহীতার পণ্য আটক রাখিবার অধিকার

১৭৪। যে ঋণ বা অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পণ্য বন্ধক দেওয়া হইয়াছে উহা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন না

পরবর্তীতে অগ্রিমের ক্ষেত্রে অনুমান

১৭৫। অস্বাভাবিক ব্যয় সম্পর্কে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

১৭৬। বন্ধকদাতার ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

১৭৭। ঋণ পরিশোধে অক্ষম বন্ধকদাতার বন্ধকী পণ্য বন্ধক মুক্ত করিবার অধিকার

১৭৮। বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কর্তৃক অস্থাবর বন্ধক

১৭৮ক। বাতিলযোগ্য চুক্তির অধীন পণ্যের দখলদার কর্তৃক অস্থাবর বন্ধক

১৭৯। কেবল সীমিত স্বার্থের অধিকারী বন্ধকদাতার অস্থাবর বন্ধক

অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিম্মাদাতা বা জিম্মাদার কর্তৃক মামলা

১৮০। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিম্মাদাতা বা জিম্মাদার কর্তৃক মামলা

১৮১। এইরূপ মামলায় প্রাপ্ত প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের অংশ ভাগ

দশম অধ্যায়

প্রতিনিধিত্ব

প্রতিনিধি নিয়োগ ও তাহার ক্ষমতা

১৮২। “প্রতিনিধি” এবং “নিয়োগকারী” এর সংজ্ঞা

১৮৩। যিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন

১৮৪। যিনি প্রতিনিধি হইতে পারিবেন

১৮৫। প্রতিদান অনাবশ্যক

১৮৬। প্রতিনিধির ক্ষমতা ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে

১৮৭। ব্যক্ত ও নিহিত ক্ষমতার সংজ্ঞা

১৮৮। প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিধি

১৮৯। জরুরি অবস্থায় প্রতিনিধির ক্ষমতা

উপ-প্রতিনিধি

১৯০। যখন প্রতিনিধি ক্ষমতা অর্পণ করিতে পরিবেন না

১৯১। “উপ-প্রতিনিধি” এর সংজ্ঞা

১৯২। যথাযথভাবে নিযুক্ত উপ-প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্বকরণ

উপ-প্রতিনিধির জন্য প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব

উপ-প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব

১৯৩। ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে নিযুক্ত উপ-প্রতিনিধির জন্য প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব

১৯৪। প্রতিনিধিত্ব কারবারে কার্য করিবার জন্য প্রতিনিধি কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি ও নিয়োগকারীর সম্পর্ক

১৯৫। এইরূপ ব্যক্তি মনোনয়ন করিলে প্রতিনিধির দায়িত্ব

অনুমোদন

১৯৬। কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা প্রদান ছাড়া তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদন করা হইলে সেই ব্যক্তির অধিকার, অনুমোদনের ফলাফল

১৯৭। অনুমোদন ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে

১৯৮। বৈধ অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান

১৯৯। কোনো লেনদেনের অংশবিশেষের ক্ষমতাহীন কাজের অনুমোদনের ফলাফল

২০০। ক্ষমতাহীন কাজের অনুমোদন তৃতীয় ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না

ক্ষমতা প্রত্যাহার

২০১। প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি

২০২। বিষয়বস্তুতে প্রতিনিধির স্বার্থ জড়িত থাকিবার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি

২০৩। যখন নিয়োগকারী প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন

২০৪। আংশিকভাবে প্রয়োগ হওয়া ক্ষমতা প্রত্যাহার

২০৫। নিয়োগকারী কর্তৃক প্রত্যাহার বা প্রতিনিধি কর্তৃক পরিত্যাগ করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ

২০৬। প্রত্যাহার বা পরিত্যাগের নোটিশ

২০৭। প্রত্যাহার এবং পরিত্যাগ ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে

২০৮। প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখন কার্যকর হয়

২০৯। নিয়োগকারীর মৃত্যু বা অপ্রকৃতিস্থতার কারণে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তির পর প্রতিনিধির দায়িত্ব

২১০। উপ-প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি

নিয়োগকারীর প্রতি প্রতিনিধির কর্তব্য

২১১। নিয়োগকারীর ব্যবসা পরিচালনা করা প্রতিনিধির কর্তব্য

২১২। প্রতিনিধির নিকট হইতে দক্ষতা ও প্রজ্ঞা আবশ্যক

২১৩। প্রতিনিধির হিসাব

২১৪। নিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ করা প্রতিনিধির কর্তব্য

২১৫। নিয়োগকারীর সম্মতি ব্যতীত প্রতিনিধি নিজের ইচ্ছামত প্রতিনিধিত্বের কার্য করিলে নিয়োগকারীর অধিকার

২১৬। প্রতিনিধিত্বের কর্মে নিজের জন্য কার্য করিয়া প্রতিনিধি কোনো সুবিধা লাভ করিলে নিয়োগকারী উহা লাভ করিবার অধিকারী

২১৭। নিয়োগকারীর প্রাপ্ত অর্থ হইতে প্রতিনিধির অর্থ রাখিবার অধিকার

২১৮। নিয়োগকারীর জন্য গৃহীত অর্থ পরিশোধ করা প্রতিনিধির দায়িত্ব

২১৯। প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কখন প্রাপ্য হয়

২২০। অসদাচরণের জন্য প্রতিনিধি পারিশ্রমিকের অধিকারী নহেন

২২১। নিয়োগকারীর সম্পত্তিতে প্রতিনিধির পূর্বস্বত্ব

প্রতিনিধির প্রতি নিয়োগকারীর কর্তব্য

২২২। প্রতিনিধিকে আইনগত কর্মের ফলাফল হইতে দায়মুক্তি প্রদান করিতে হইবে

২২৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কজের ফলাফলের জন্য প্রতিনিধি দায়মুক্তি পাইবেন

২২৪। প্রতিনিধির ফৌজদারি অপরাধের জন্য নিয়োগকারীর দায়হীনতা

২২৫। নিয়োগকারীর অবহেলার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিনিধির ক্ষতিপূরণ

তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের প্রভাব

২২৬। প্রতিনিধির চুক্তি বলবৎকরণ এবং ফলাফল

২২৭। প্রতিনিধির ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যের জন্য নিয়োগকারী কতটুকুন দায়ী

২২৮। প্রতিনিধির ক্ষমতা বহির্ভূত কার্য যখন পৃথক করিবার যোগ্য নয় তখন নিয়োগকারী উহা মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন

২২৯। প্রতিনিধির প্রতি প্রদত্ত নোটিশের ফলাফল

২৩০। নিয়োগকারীর পক্ষে চুক্তি প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে কার্যকর করিতে পারিবেন না বা উহা দ্বারা তিনি বাধ্য নহেন

বিপরীত কোনো চুক্তির অনুমান

২৩১। অপ্রকাশিত প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে অপরপক্ষের অধিকার

২৩২। প্রতিনিধিকে নিয়োগকারী ভাবিয়া চুক্তি প্রতিপালন

২৩৩। ব্যক্তিগতভাবে দায়ী প্রতিনিধির সহিত লেনদেনে জড়িত ব্যক্তির অধিকার

২৩৪। নিয়োগকারী বা প্রতিনিধি এককভাবে দায়ী হইবেন এই বিশ্বাসে প্ররোচিত করিবার ফলাফল

২৩৫। ভান করা প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব

২৩৬। প্রতিনিধির মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া চুক্তি সম্পাদনকারী চুক্তিটি কার্যকর করিবার অধিকারী নহেন

২৩৭। প্রতিনিধির অননুমোদিত কার্য অনুমোদিত ছিল বিশ্বাসে প্ররোচিত করায় নিয়োগকারীর দায়-দায়িত্ব

২৩৮। সম্মতির উপর প্রতিনিধির মিথ্যা বর্ণনা বা প্রতারণার ফলাফল

একাদশ অধ্যায়

অংশীদারী কারবার

২৩৯-২৬৬। [*বিলুপ্ত*]

তফসিল [*বিলুপ্ত*]

চুক্তি আইন, ১৮৭২

১৮৭২ সনের ৯ নং আইন

[*২৫শে এপ্রিল, ১৮৭২*]

প্রস্তাবনা।- যেহেতু চুক্তি সংক্রান্ত আইনের কতিপয় অংশ সুস্পষ্টকরণ এবং সংশোধন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।-** এই আইন চুক্তি আইন, ১৮৭২ নামে অভিহিত হইবে।♣

প্রয়োগ, প্রবর্তন।- ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; এবং ইহা পহেলা সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ তারিখে কার্যকর হইবে।

রহিতকৃত আইন।-এই আইনের কোনো কিছুই, এতদ্দ্বারা ব্যক্তভাবে রহিত করা না হইলে, কোনো সংবিধি, আইন বা রেগুলেশনের বিধানকে অথবা এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে কোনো ব্যবসায়িক প্রথা বা রীতিকে, বা চুক্তির কোনো অনুষঙ্গকে, প্রভাবিত করিবে না।

২। **ব্যাখ্যামূলক দফা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে নিম্নবর্ণিত শব্দ বা অভিব্যক্তি নিম্নবর্ণিত অর্থে ব্যবহৃত হইবে:-

(ক) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কিছু করা বা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য অপর কোনো ব্যক্তির নিকট এইরূপ করা বা করা হইতে বিরত থাকিবার বিষয়ে তাহার সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি একটি প্রস্তাব করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে:

(খ) যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার সম্মতি প্রদান করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। একটি প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন উহা অঙ্গীকারে পরিণত হয়:

(গ) প্রস্তাব প্রদানকারী ব্যক্তি " অঙ্গীকারকারী" এবং প্রস্তাব গ্রহণকারী ব্যক্তি "অঙ্গীকারগ্রহীতা" মর্মে অভিহিত হইবে:

(ঘ) অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে অঙ্গীকারগ্রহীতা অথবা অপর কোনো ব্যক্তি কিছু করিয়াছেন বা করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন, অথবা করেন বা করা হইতে বিরত থাকেন, অথবা করিবার বা করা হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার করেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ করা বা করা হইতে বিরত থাকা বা অঙ্গীকারকে অঙ্গীকারের প্রতিদান হিসাবে অভিহিত হইবে:

(ঙ) সম্মতি (agreement) বলিতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদান সৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ প্রতিটি অঙ্গীকার ও অঙ্গীকারের সমষ্টিকে বুঝাইবে:

♣ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা আইনের সর্বত্র, ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, “পাকিস্তান” অথবা “পূর্ব পাকিস্তান”, 'রুপি' বা " আরএস" এবং "পাকিস্তান দন্ড বিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে “বাংলাদেশ”, “টাকা” এবং “দন্ড বিধি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(চ) পরস্পরের মধ্যে প্রতিদান বা আংশিক প্রতিদান সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ অঙ্গীকারকে পারস্পরিক অঙ্গীকার মর্মে অভিহিত হইবে:

(ছ) আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না এইরূপ সম্মতি বাতিল মর্মে গণ্য হইবে:

(জ) চুক্তি বলিতে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য সম্মতিকে বুঝাইবে:

(ঝ) যে সম্মতি উহার এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বলবৎ করা যায়, কিন্তু অপর পক্ষ বা পক্ষসমূহের ইচ্ছা অনুসারে বলবৎ করা যায় না, উহা বাতিলযোগ্য চুক্তি:

(ঞ) আইন দ্বারা কোনো চুক্তির বলবৎযোগ্যতার সমাপ্তি ঘটিলে, যখন উহার বলবৎযোগ্যতার সমাপ্তি ঘটিবে তখনই উহা বাতিল হইবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাব প্রদান, গ্রহণ এবং প্রত্যাহার

৩। **প্রস্তাব প্রদান, গ্রহণ এবং প্রত্যাহার**।- কোনো প্রস্তাব প্রদান, প্রস্তাব গ্রহণ, এবং প্রস্তাব প্রত্যাহার ও গ্রহণ, যথাক্রমে, প্রস্তাবদাতা, প্রস্তাবগ্রহীতা বা প্রস্তাব প্রত্যাহারকারী কর্তৃক এইরূপ কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে প্রদান, গ্রহণ বা প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে যাহার দ্বারা তিনি অনুরূপ প্রস্তাব প্রদান, গ্রহণ বা প্রত্যাহার সম্পর্কে অপর পক্ষকে অবহিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, বা যাহার অনুরূপ অবহিত করিবার কার্যকরতা রহিয়াছে।

৪। **প্রস্তাব প্রদান যখন সম্পূর্ণ হয়**।- একটি প্রস্তাবের আদান-প্রদান তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন উহা যে ব্যক্তির নিকট করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির অবগতিতে আসে।

প্রস্তাব গ্রহণের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হয়,-

প্রস্তাবদাতার প্রতিকূলে, যখন উহা তাহার নিকট প্রেরণের প্রক্রিয়ায় এইরূপে দেওয়া হয় যে, উহা গ্রহীতার ক্ষমতা বহির্ভূত হয়;

প্রস্তাবগ্রহীতার প্রতিকূলে, যখন উহা প্রস্তাবদাতার অবগতিতে আসে।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয়,-

যে ব্যক্তি প্রত্যাহার জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার প্রতিকূলে, যখন উহা যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহার নিকট প্রেরণের প্রক্রিয়ায় এইরূপে দেওয়া হয় যে, উহা প্রত্যাহারকারীর ক্ষমতা বহির্ভূত হয়;

যে ব্যক্তির জন্য প্রত্যাহার জ্ঞাপন করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির প্রতিকূলে, যখন উহা তাহার অবগতিতে আসে।

উদাহরণ

(ক) ক একটি পত্রের মাধ্যমে খ এর নিকট একটি বাড়ি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করেন।

খ যখন পত্রটি গ্রহণ করিবেন তখন প্রস্তাব প্রদান সম্পূর্ণ হইবে।

(খ) খ ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে ক এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়,-

ক এর প্রতিকূলে, যখন পত্রটি পোস্ট করা হয়;

খ এর প্রতিকূলে, যখন ক পত্রটি গ্রহণ করেন।

(গ) ক তাহার প্রস্তাব টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যাহার করেন।

ক এর প্রতিকূলে প্রস্তাব প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয় যখন টেলিগ্রামটি প্রেরিত হয়। খ এর প্রতিকূলে উহা সম্পূর্ণ হয় যখন খ উহা গ্রহণ করেন।

খ তাহার প্রস্তাব টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যাহার করেন। খ এর প্রতিকূলে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয় যখন টেলিগ্রামটি প্রেরিত হয়, এবং ক এর প্রতিকূলে উহা সম্পূর্ণ হয় যখন ক এর নিকট পৌঁছায়।

৫। **প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং গ্রহণ**।- প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় প্রস্তাবদাতার প্রতিকূলে একটি প্রস্তাব প্রদান প্রত্যাহার করা যাইবে, কিন্তু পরে নহে।

প্রস্তাবদাতার প্রতিকূলে প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইবে, কিন্তু পরে নহে।

উদাহরণ

ক ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে তাহার বাড়ি বিক্রয়ের জন্য খ এর নিকট একটি প্রস্তাব করেন।

খ ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

খ তাহার প্রস্তাব গ্রহণের পত্র ডাকযোগে প্রেরণের পূর্বে যে কোনো সময় বা প্রেরণের মূহূর্তে ক তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, কিন্তু পরে নহে।

ক এর নিকট প্রস্তাব গ্রহণের পত্র পৌঁছাইবার পূর্বে যে কোনো সময় বা পৌঁছাইবার মুহূর্তে খ তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, কিন্তু পরে নহে।

৬। **প্রত্যাহার কীভাবে করা যায়**।- প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইবে-

(১) প্রস্তাবদাতা কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে;

(২) প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে, অথবা, যদি এইরূপ সময় নির্ধারিত না থাকে, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হইবার পর প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে;

(৩) প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বশর্ত প্রতিপালনে প্রস্তাবগ্রহীতার ব্যর্থতার মাধ্যমে; অথবা

(৪) প্রস্তাবদাতার মৃত্যু বা মস্তিস্ক বিকৃতির মাধ্যমে, যদি মৃত্যু বা মস্তিস্ক বিকৃতির ঘটনা প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে প্রস্তাবগ্রহীতা অবগত হয়।

৭। **প্রস্তাব গ্রহণ অবশ্যই নিরঙ্কুশ হইতে হইবে**।- কোনো প্রস্তাবকে অঙ্গীকারে রূপান্তরিত করিতে হইলে, প্রস্তাব গ্রহণ অবশ্যই-

(১) নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন হইতে হইবে;

(২) প্রচলিত ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে হইবে, যদি না প্রস্তাবটি কী উপায়ে গৃহীত হইবে উহার পদ্ধতির উল্লেখ থাকে। যদি প্রস্তাবটি কী উপায়ে গৃহীত হইবে উহার পদ্ধতি উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং প্রস্তাবটি উক্তরূপে গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রস্তাবদাতা, তাহার নিকট প্রস্তাব গ্রহণের বিষয় অবহিত হইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এবং অন্যভাবে নহে, প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য দৃঢ়ভাবে বলিবেন; কিন্তু যদি তিনি এইরূপ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন।

৮। **শর্তাবলি প্রতিপালন, বা প্রতিদান গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাব গ্রহণ**।-কোনো প্রস্তাবের শর্তাবলি প্রতিপালন, বা প্রস্তাবের সহিত আহ্বানকৃত কোনো পারস্পরিক অঙ্গীকারের জন্য প্রতিদান গ্রহণ করা হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে।

৯। **ব্যক্ত বা নিহিত অঙ্গীকার** ।- কোনো অঙ্গীকারের প্রস্তাব বা গ্রহণ যতদূর সম্ভব উক্তির মাধ্যমে করা হইলে উক্ত অঙ্গীকারকে ব্যক্ত অঙ্গীকার বলে। উক্ত প্রস্তাব বা অঙ্গীকার যতদূর সম্ভব উক্তি ব্যতীত অন্যভাবে করা হইলে, উক্ত অঙ্গীকারকে নিহিত অঙ্গীকার বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুক্তিসমূহ, বাতিলযোগ্য চুক্তিসমূহ ও বাতিল সম্মতিসমূহ

১০। **যে সকল সম্মতি চুক্তি**।- সকল সম্মতি চুক্তি হইবে যদি উহারা চুক্তি করিবার যোগ্য পক্ষগণের স্বাধীন সম্মতিতে, আইনানুগ প্রতিদানের বিনিময়ে ও আইনানুগ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়, এবং এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বাতিল বলিয়া ঘোষিত না হয়।

এই বিধানের কোনো কিছুই বাংলাদেশে বলবৎ, এবং এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বাতিল করা না হইলে, এইরূপ কোনো আইনকে, যাহা দ্বারা কোনো চুক্তি লিখিতভাবে বা সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে করিতে হয়, অথবা দলিল নিবন্ধন সম্পর্কিত কোনো আইনকে, প্রভাবিত করিবে না।

১১। **চুক্তি করিবার যোগ্য ব্যক্তি**।— এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি চুক্তি করিবার যোগ্য হইবেন, যিনি, তাহার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক, এবং সুস্থ মানসিকতার অধিকারী, এবং তাহার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে চুক্তি করিতে অযোগ্য হন নাই।

১২। **চুক্তি করিবার উদ্দেশ্যে সুস্থ মানসিকতার অর্থ**।- কোনো চুক্তি সম্পাদনের সময় যদি কোনো ব্যক্তি উহা বুঝিতে সক্ষম এবং তাহার স্বার্থের উপর উহার যে প্রভাব পড়িবে উহা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অভিমত গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে চুক্তি করিবার ক্ষেত্রে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী বলা হয়।

যে ব্যক্তি সাধারণত অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী, কিন্তু মাঝে মাঝে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হন, তিনি সুস্থ মানসিকতার অধিকারী থাকাবস্থায় চুক্তি করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি সাধারণত সুস্থ মানসিকতার অধিকারী, কিন্তু মাঝে মাঝে অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী হন, তিনি অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী থাকাবস্থায় চুক্তি করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ

(ক) ক মানসিক প্রতিবন্ধি আশ্রমের একজন রোগী, যিনি মাঝে মাঝে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হন, তিনি এইরূপ বিরতির সময় চুক্তি করিতে পারিবেন।

(খ) ক একজন মানসিক সুস্থ ব্যক্তি, যিনি জ্বরে বিকারগ্রস্ত অথবা এইরূপে মাদকাসক্ত যে তিনি চুক্তির শর্তাবলি বুঝিতে পারেন না বা তাহার স্বার্থের উপর উহার যে প্রভাব পড়িবে উহা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অভিমত গ্রহণ করিতে পারেন না, তিনি অনুরূপ বিকারগ্রস্ত বা মাদকাসক্ত থাকাবস্থায় চুক্তি করিতে পারিবেন না।

১৩। **"সম্মতি" এর সংজ্ঞা**।-দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একই বিষয়ে একই অর্থে সম্মত হন তখন তাহারা উহাতে সম্মতি দিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে।

১৪। **"স্বাধীন সম্মতি" এর সংজ্ঞা**।- সম্মতিকে স্বাধীন মর্মে গণ্য হইবে যখন উহা নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদান করা না হয়-

(১) ধারা ১৫ এ সংজ্ঞায়িত বল প্রয়োগ দ্বারা; বা

(২) ধারা ১৬ এ সংজ্ঞায়িত অনুচিত প্রভাব দ্বারা; বা

(৩) ধারা ১৭ এ সংজ্ঞায়িত প্রতারণা দ্বারা; বা

(৪) ধারা ১৮ এ সংজ্ঞায়িত মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা; বা

(৫) ধারা ২০, ২১ এবং ২২ সাপেক্ষে, ভুলক্রমে।

সম্মতি উক্তরূপে প্রদান করা হইয়াছে বলা হইবে যখন বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা ভুল না থাকিলে উহা প্রদত্ত হইত না।

১৫। **"বলপ্রয়োগ" এর সংজ্ঞা**।– "বলপ্রয়োগ" অর্থ কোনো ব্যক্তিকে তাহার স্বার্থের পরিপন্থি কোনো সম্মতিতে আবদ্ধ করিবার জন্য, দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো কার্য সংঘটন করা, বা সংঘটন করিবার ভীতি প্রদর্শন করা, অথবা কোনো সম্পত্তি বেআইনিভাবে আটক করা বা আটক করিবার ভীতি প্রদর্শন করা।

ব্যাখ্যা।- যে স্থানে বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে সেই স্থানে দণ্ডবিধি কার্যকর রহিয়াছে কিনা উহা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উদাহরণ

ক, গভীর সমুদ্রে একটি ইংরেজ জাহাজে থাকাকালে, খ'কে একটি সম্মতিতে আবদ্ধ করিতে এমন একটি কার্য করিল যাহা দণ্ডবিধিতে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করিবার সমতুল্য।

পরবর্তীতে ক, খ এর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য চট্টগ্রামে মামলা করেন।

ক বল প্রয়োগ করিয়াছেন, যদিও তাহার এই কার্য ইংল্যান্ডের আইনে কোনো অপরাধ নয়, এবং যদিও দণ্ডবিধির ধারা ৫০৬ সেই সময়ে বা সেই স্থানে কার্যকর ছিল না।

১৬। **"অনুচিত প্রভাব" এর সংজ্ঞা**।- (১) কোনো চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে যেক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক এইরূপ হয় যে, একপক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার প্রভাব বিস্তার করিবার অবস্থায় থাকেন, এবং সেই অবস্থা ব্যবহার করিয়া অপর পক্ষের নিকট হইতে অনুচিত সুবিধা গ্রহণ করেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং পূর্ববর্তী নীতির সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) যেক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির উপর তিনি প্রকৃত বা দৃশ্যত কর্তৃত্বের অধিকারী হন অথবা যেক্ষেত্রে তিনি অন্যের সহিত বিশ্বাসমূলক সম্পর্কে অবস্থান করেন; বা

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি এমন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করেন যাহার মানসিক সক্ষমতা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বার্ধক্য, ব্যাধি অথবা মানসিক বা শারীরিক দুর্দশাজনিত কারণে নষ্ট হইয়াছে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অবস্থানে থাকেন এবং তাহার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং লেনদেনটি আপাতদৃষ্টিতে বা উত্থাপিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিটি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই উহা প্রমাণের ভার যিনি অপর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অবস্থানে রহিয়াছেন তাহার উপর বর্তাইবে ।

এই উপ-ধারার কোনো কিছুই সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১১১ এর বিধানাবলিকে প্রভাবিত করিবে না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার পুত্র খ'কে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকাবস্থায়, অগ্রিম অর্থ প্রদান করেন, খ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, ক পিতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে খ এর নিকট হইতে অগ্রিম প্রদত্ত প্রাপ্য অর্থের অধিক পরিমাণ অর্থ লাভের জন্য একটি বন্ড গ্রহণ করেন। ক অনুচিত প্রভাব খাটাইয়াছেন।

(খ) ব্যাধি বা বার্ধক্য জনিত অবস্থায় ক তাহার চিকিৎসা সহায়তাকারী খ এর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া খ'কে তাহার পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য অযৌক্তিক অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হন। খ অনুচিত প্রভাব খাটাইয়াছেন।

(গ) ক তাহার গ্রামের মহাজন খ এর নিকট ঋণগ্রস্ত অবস্থায় নতুন ঋণের জন্য এমন শর্তে চুক্তি করেন যাহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই উহা প্রমাণের দায়িত্ব খ এর উপর বর্তাইবে।

(ঘ) অর্থ বাজারে দুষ্প্রাপ্যতার সময় ক একজন ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা অস্বাভাবিক উচ্চ হারে সুদ ব্যতীত ঋণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। ক এইরূপ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যবসায়ের সাধারণ কার্যক্রমের সময় একটি লেনদেন, এবং চুক্তিটি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই।

১৭। **"প্রতারণা" এর সংজ্ঞা**।- প্রতারণা অর্থে চুক্তির একপক্ষ কর্তৃক, বা তাহার নীরব সমর্থনে, বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক, চুক্তির অপর পক্ষ বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে, বা চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য সংঘটন করা:-

(১) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ঘটনা সম্পর্কে অসত্য ধারণা দেওয়া, যিনি উহা দেন তিনি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না;

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেই ঘটনা সক্রিয়ভাবে গোপন করা;

(৩) প্রতিপালনের ইচ্ছা ব্যতীত কোনো অঙ্গীকার করা;

(৪) প্রতারণামূলক যে কোনো কার্য;

(৫) এমন কোনো কার্য করা বা করা হইতে বিরত থাকা যাহা আইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রত্যারণামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা- কোনো ঘটনা সম্পর্কে কেবল মৌনতা কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিবার প্রতারণা হইবে না, যদি না অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরব থাকা ব্যক্তির কথা বলা কর্তব্য হয়, বা যদি না তাহার নিরবতা কথা বলার সামিল হয়।

উদাহরণ

(ক) ক নিলামে খ এর নিকট একটি ঘোড়া বিক্রি করেন, ক যাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া জানেন। ঘোড়ার অপ্রকৃতস্থতা সম্পর্কে ক, খ'কে কিছুই বলেন নাই। ইহা ক এর প্রতারণা নয়।

(খ) খ, ক এর মেয়ে এবং সে সবেমাত্র সাবালিকা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সম্পর্কের কারণে ক এর কর্তব্য হইল ঘোড়াটি অপ্রকৃতিস্থ হইলে খ'কে জানানো।

(গ) খ, ক'কে বলেন, "তুমি যদি অস্বীকার না করো, তাহা হইলে ধরিয়া লইব যে, ঘোড়াটি প্রকৃতিস্থ।" ক কিছুই বলেন নাই। এইক্ষেত্রে ক এর নিরবতা কথা বলার সামিল।

(ঘ) ক ও খ, ব্যবসায়ী হিসাবে, একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মূল্যের পরিবর্তন সম্পর্কে ক এর নিকট ব্যক্তিগত তথ্য রহিয়াছে যাহা চুক্তি অগ্রসর করিবার ক্ষেত্রে খ এর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে পারে। ক, খ'কে জানাইতে বাধ্য নহেন।

১৮। **"মিথ্যা বর্ণনা" এর সংজ্ঞা**।- মিথ্যা বর্ণনা অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(১) কোনো অসত্য তথ্য সম্পর্কে হ্যাঁ-বোধক বিবৃতি এমনভাবে প্রদান করা, যাহা হ্যাঁ-বোধক বিবৃতিকে সমর্থন করে না, যদিও তিনি ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন;

(২) প্রতারণার উদ্দেশ্য ছাড়া কর্তব্য লঙ্ঘন করা, যাহা দ্বারা অপর পক্ষ বা তাহার মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তি ভুল পথে পরিচালিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কর্তব্য লঙ্ঘনকারী পক্ষ বা তাহার মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তির সুবিধা অর্জিত হয়;

(৩) চুক্তির মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে চুক্তির কোনো পক্ষকে ভুল করিতে বাধ্য করা, উহা যত নির্দোষভাবে করা হউক না কেন।

১৯। **স্বাধীন সম্মতি (free consent) ব্যতীত সম্মতির (agreement) বাতিলযোগ্যতা।**— যেক্ষেত্রে কোনো চুক্তিতে বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা সম্মতি আদায় করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে পক্ষের সম্মতি অনুরূপভাবে আদায় করা হইয়াছে, সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হইবে।

প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা চুক্তির কোনো পক্ষের সম্মতি আদায় করা হইলে, সেই পক্ষ যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তিটি প্রতিপালনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারেন এবং বর্ণনা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তিনি যে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেন সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন।

ব্যতিক্রম- উক্তরূপ সম্মতি মিথ্যা বর্ণনা বা মৌনতা, ধারা ১৭ এর সংজ্ঞাধীনে প্রতারণা দ্বারা আদায় করা হইলেও চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হইবে না, যদি যে পক্ষের উক্তরূপে সম্মতি আদায় করা হইয়াছে সেই পক্ষ সাধারণ প্রজ্ঞা দ্বারা সত্য উৎঘাটন করিতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা- চুক্তির কোনো পক্ষের প্রতি প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনা করা সত্ত্বেও, উহা উক্ত পক্ষের সম্মতি প্রদানের কারণ না হইলে উহা কোনো চুক্তিকে বাতিল করিবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ'কে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করেন যে, ক এর কারখানায় বৎসরে পাঁচশত মণ নীল উৎপাদন হয়, এবং উহা দ্বারা খ'কে উক্ত কারখানা ক্রয় করিতে প্ররোচিত করেন। খ এর ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য।

(খ) ক মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা খ'কে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস করাইয়াছেন যে, ক এর কারখানায় বৎসরে পাঁচশত মণ নীল উৎপাদন হয়। খ কারখানার হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উহাতে মাত্র চারশত মণ নীল উৎপাদন হইয়াছে। অতঃপর খ কারখানাটি ক্রয় করেন। ক এর মিথ্যা বর্ণনার জন্য চুক্তিটি বাতিলযোগ্য নয়।

(গ) ক প্রতারণামূলকভাবে খ'কে জানায় যে, ক এর সম্পত্তি দায়মুক্ত। অতঃপর খ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। সম্পত্তিটি রেহেনবদ্ধ। খ চুক্তিটি পরিহার করিতে পারিবেন, বা উহা প্রতিপালন ও রেহেনী অর্থের দায় মোচনের জন্য চাপ দিতে পারেন।

(ঘ) ক এর সম্পত্তিতে খ খনিজ আকরিক এর সন্ধান পাইয়া উহা গোপন করিবার পন্থা অবলম্বন করেন এবং ক এর নিকট উক্ত আকরিকের অস্তিত্ব গোপন করেন। যদিও ক এর অজ্ঞতার জন্য খ উক্ত সম্পত্তি কম মূল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। ক এর ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য।

(ঙ) ক, খ'এর মৃত্যুর পর একটি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন; খ এর মৃত্যু হয়; গ, খ এর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, ক এর নিকট সংবাদটি পৌঁছাইতে বাঁধা প্রদান করেন, এবং এইভাবে ক'কে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ তাহার নিকট বিক্রি করিতে প্ররোচিত করেন। ক এর ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য।

[১][১৯ক। **অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা।-** কোনো চুক্তির সম্মতি যখন অনুচিত প্রভাব দ্বারা আদায় করা হয়, তখন যে পক্ষের সম্মতি এইরূপে আদায় করা হইয়াছে সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য।

এইরূপ কোনো চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইতে পারে, বা ইহা পরিহার করিবার অধিকারী পক্ষ ইহা দ্বারা কোনোরূপ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, এইরূপ শর্তাবলি অনুসারে বাতিল হইতে পারে, যাহা আদালত উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে।

উদাহরণ

(ক) ক এর পুত্র কোনো অঙ্গিকারপত্রে খ এর নাম জাল করেন। ক এর পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা করিবার ভয় দেখাইয়া ক এর নিকট হইতে খ জাল অঙ্গিকারপত্রের অর্থের জন্য একটি মুচলেকা আদায় করেন। খ এই মুচলেকার জন্য যদি মামলা করেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত মুচলেকা বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) ক, একজন মহাজন, খ নামক একজন কৃষককে ১০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করেন এবং অনুচিত প্রভাব দ্বারা খ'কে মাসিক ৬ টাকা হার সুদে ২০০ টাকার একটি মুচলেকা প্রদান করিতে প্রভাবিত করেন। আদালত মুচলেকাটি বাতিল করিয়া খ'কে সঠিক সুদসহ ১০০ টাকা পরিশোধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

২০। **ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভুল হইলে সম্মতি বাতিল।—** যেক্ষেত্রে সম্মতির অপরিহার্য কোনো ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভুল হয়, সেই ক্ষেত্রে সম্মতি বাতিল হইবে।

---

[১] ধারা ১৯ক ভারতীয় চুক্তি (সংশোধন) আইন, ১৮৯৯ (১৮৯৯ সনের ৬নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

ব্যাখ্যা- সম্মতির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুর মূল্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা কোনো ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ভুল হিসাবে গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর নিকট ইংল্যান্ড হইতে [১][চট্টগ্রাম] এর পথে রহিয়াছে বলিয়া ধারণাকৃত নির্দিষ্ট কতিপয় পণ্যের চালান বিক্রয় করিতে সম্মত হন। দেখা গেল যে, চুক্তির দিনের পূর্বেই উক্ত পণ্যবাহী জাহাজটি ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায় এবং পণ্যটি হারাইয়া যায়। কোনো পক্ষই এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এক্ষেত্রে সম্মতিটি বাতিল হইবে।

(খ) ক, খ এর নিকট হইতে একটি বিশেষ ঘোড়া ক্রয় করিতে সম্মত হন। দেখা গেল যে, চুক্তির সময়ে ঘোড়াটি মৃত, যদিও কোনো পক্ষই এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এক্ষেত্রে সম্মতিটি বাতিল হইবে।

(গ) খ এর জীবনকালের জন্য ক কোনো একটি সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইয়া উহা গ এর নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হন। চুক্তির সময় খ মৃত ছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষই সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এক্ষেত্রে সম্মতিটি বাতিল হইবে।

২১। **আইন সম্পর্কে ভুলের ফলাফল।-** বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইন সম্পর্কে ভুল করিয়া কোনো চুক্তি সম্পাদিত হইলে উহা বাতিলযোগ্য হইবে না; কিন্তু বাংলাদেশে কার্যকর নয় এইরূপ কোনো আইন সম্পর্কে ভুলের ফলাফল ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ভুলের ফলাফলের ন্যায় হইবে।

[২][***]

উদাহরণ

ক এবং খ এইরূপ ভুল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া একটি চুক্তি করেন যে, বিশেষ কোনো একটি ঋণ তামাদি আইন দ্বারা বাতিল হইয়াছে। এক্ষেত্রে সম্মতিটি বাতিল হইবে।

২২। **ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করিয়া একপক্ষ কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন।-** চুক্তির কোনো একপক্ষ কেবল ইহার ঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুলের কারণে চুক্তি করিয়া থাকিলে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হইবে না।

২৩। **কোন প্রতিদান ও উদ্দেশ্য আইনানুগ ও কোনটি আইনানুগ নহে।-** কোনো সম্মতির প্রতিদান ও উদ্দেশ্য আইনানুগ হইবে, যদি না উহা-

আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়; বা

এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, অনুমতি প্রদান করা হইলে, উহা কোনো আইনের বিধানাবলিকে ব্যর্থ করে; বা

প্রতারণামূলক হয়; বা

অন্য ব্যক্তি বা অন্যের সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর পরিগণিত হয়; বা আদালত অযৌক্তিক বা জননীতির পরিপন্থি মনে করে।

---

[১] "করাচি" শব্দের পরিবর্তে "চট্টগ্রাম" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ২১ এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে, সম্মতির প্রতিদান ও উদ্দেশ্য বেআইনি হইবে। উদ্দেশ্য ও প্রতিদান বেআইনি হইলে প্রত্যেক সম্মতি বাতিল হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর নিকট তাহার বাড়ি ১০,০০০ টাকায় বিক্রি করিতে সম্মত হন। এইক্ষেত্রে খ এর ১০,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার হইল ক এর বাড়ি বিক্রয়ের প্রতিদান এবং ক এর বাড়ি বিক্রয় করিবার অঙ্গীকার হইল খ এর ১০,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারের প্রতিদান। এইগুলি বৈধ প্রতিদান।

(খ) ক, খ'কে ছয় মাস মেয়াদন্তে ১,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন; যদি গ, যিনি খ এর নিকট হইতে উক্ত অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন। তদনুসারে খ, গ'কে সময় দিতে অঙ্গীকার করেন। এইখানে প্রত্যেক পক্ষের অঙ্গীকার অপরপক্ষের প্রতিদান এবং এইগুলি বৈধ প্রতিদান।

(গ) খ কর্তৃক প্রদত্ত কিছু অর্থের বিনিময়ে ক সমুদ্র যাত্রায় খ এর জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার জাহজের মূল্য পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করেন। এইক্ষেত্রে ক এর অঙ্গীকার হইতেছে খ এর অর্থ প্রদানের প্রতিদান, এবং খ এর অর্থ পরিশোধ হইতেছে ক এর অঙ্গীকারের প্রতিদান এবং এইগুলি আইনসঙ্গত প্রতিদান।

(ঘ) ক, খ এর শিশু প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করেন এবং সেই বাবদ খ, ক'কে বৎসরে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করেন। এইক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষের অঙ্গীকার হইতেছে অন্য পক্ষের অঙ্গীকারের প্রতিদান এবং এইগুলি আইনসঙ্গত প্রতিদান।

(ঙ) প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছে বা হইবে এইরূপ উপার্জন নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নেওয়ার জন্য ক, খ ও গ অঙ্গীকার করেন। উদ্দেশ্য বেআইনি হওয়ায় সম্মতিটি বাতিল হইবে।

(চ) ক, খ'কে একটি সরকারি চাকরি দিতে অঙ্গীকার করেন; এবং খ, ক'কে ১,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। প্রতিদান বেআইনি হওয়ায় সম্মতিটি বাতিল হইবে।

(ছ) ক, ভূ-সম্পত্তির মালিকের প্রতিনিধি হইয়া, তাহার নিয়োগকারীর অজ্ঞাতে নিয়োগকারীর মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তি,অর্থের শর্তে, খ এর জন্য লিজ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ক এবং খ এর মধ্যকার সম্মতি বাতিল হইবে, কেননা নিয়োগকারীর নিকট ক এর গোপন করা প্রতারণার সামিল।

(জ) ক, খ এর সহিত অঙ্গীকার করেন যে, তিনি ডাকাতির মামলা প্রত্যাহার করিবেন যাহা তিনি খ এর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছিলেন; এবং খ ডাকাতি করিয়া নেওয়া বস্তুর মূল্য ফেরত প্রদানের অঙ্গীকার করেন। উদ্দেশ্য বেআইনি হওয়ায় সম্মতিটি বাতিল হইবে।

(ঝ) ক এর সম্পত্তি রাজস্ব বকেয়ার দায়ে কোনো আইনের বিধানমতে বিক্রয় করা হয়, যাহা দ্বারা খেলাপীকে সম্পত্তি ক্রয় করিতে বারিত করা হয়। ক এর সহিত বোঝাপড়া করিয়া খ ক্রেতা হন এবং খ এর প্রদত্ত মূল্য ক এর নিকট হইতে পাইলে ক'কে সেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হয়। সম্মতিটি বাতিল হইবে, কেননা এই ধরনের লেনদেনে ক্রয় মূলত খেলাপী দ্বারাই হইয়া থাকে এবং আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে।

(ঞ) ক, খ'এর মোক্তার, গ এর অনুকূলে খ'কে প্রভাবিত করিবার জন্য তাহার প্রভাব খাটাইবার জন্য অঙ্গীকার করেন এবং গ ক'কে ১,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। সম্মতিটি বাতিল হইবে, কেননা ইহা অনৈতিক।

(ট) ক তাহার মেয়েকে খ এর নিকট উপপত্নী হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ভাড়া দিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল হইবে, কেননা ইহা অনৈতিক, যদিও ভাড়া দেওয়া দন্ডবিধির অধীন শাস্তিযোগ্য নয়।

বাতিল সম্মতি

২৪। **প্রতিদান ও উদ্দেশ্য আংশিক অবৈধ হইলে সম্মতি বাতিল।-** যদি এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের জন্য একক প্রতিদানের কোনো অংশ, বা কোনো একক উদ্দেশ্যের জন্য কতিপয় প্রতিদানের কোনো একটি বা কোনো একটির অংশ বেআইনি হয়, তাহা হইলে সম্মতি বাতিল হইবে।

উদাহরণ

ক, খ' এর পক্ষে, কোনো বৈধ নীল উৎপাদন, ও অন্যান্য পণ্যের অবৈধ পাচার তত্ত্বাবধানের অঙ্গীকার করেন। খ, ক'কে বৎসরে ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ক এর অঙ্গীকার এবং খ এর প্রতিদানের অঙ্গীকার আংশিক বেআইনি হওয়ায় সম্মতিটি বাতিল হইবে।

২৫। **প্রতিদান বিহীন সম্মতি বাতিল, যদি না উহা লিখিত ও নিবন্ধিত হয়, বা কোনো কিছু কৃত হইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার হয়, বা তামাদি আইনে বারিত ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার হয়।-** প্রতিদানবিহীন সম্পাদিত সম্মতি বাতিল হইবে, যদি না-

(১) উহা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন দলিল নিবন্ধনের জন্য লিখিত ও নিবন্ধিত হইয়া থাকে, এবং পক্ষগণের মধ্যে নিকট আত্মীয়তার কারণে পরস্পরের স্বাভাবিক ভালবাসা বা মমতার জন্য করা হইয়া থাকে, বা যদি না

(২) উহা কোনো ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার হয়, যিনি ইতোমধ্যে অঙ্গীকারকারীর জন্য স্বেচ্ছায় কিছু করিয়াছেন অথবা এমন কিছু করিয়াছেন যাহা অঙ্গীকারকারী আইনগতভাবে করিতে বাধ্য ছিলেন, বা যদি না

(৩) উহা সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার হয়, যাহা তামাদি আইন দ্বারা বারিত না হইলে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধ কার্যকর করিতে পারিতেন, যাহা লিখিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা এতদুদ্দেশ্যে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

এইরূপ যে কোনো ক্ষেত্রে, এইরূপ সম্মতি একটি চুক্তি।

ব্যাখ্যা ১- এই ধারার কোনো কিছুই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো দান হইয়া থাকিলে উহার বৈধতাকে প্রভাবিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ২।- কোনো সম্মতিতে অঙ্গীকারকারীর স্বাধীন সম্মতি থাকিলে কেবল উহার প্রতিদান অপর্যাপ্ত হইবার কারণে উহা বাতিল হইবে না; কিন্তু ইহাতে অঙ্গীকারকারীর স্বাধীন সম্মতি ছিল কিনা উহা নিরূপণের জন্য এইরূপ প্রতিদানের অপর্যাপ্ততা আদালত বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক কোনোরূপ প্রতিদান ছাড়াই খ কে ১,০০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ইহা একটি বাতিল সম্মতি।

(খ) ক, স্বাভাবিক ভালবাসা ও মমতার কারণে, তাহার পুত্র খ'কে ১,০০০ টাকা প্রদানেরঅঙ্গীকার করেন। ক, খ'কে প্রদত্ত অঙ্গীকার লিখিতভাবে প্রদান করেন এবং উহা নিবন্ধন করেন। ইহা একটি চুক্তি।

(গ) ক, খ এর টাকার থলে খুঁজিয়া পান এবং তাহাকে ফেরত প্রদান করেন। খ ক'কে ৫০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ইহা একটি চুক্তি।

(ঘ) ক, খ এর শিশুকে লালন-পালন করেন। খ, ক'কে এইরূপ কার্য করিবার জন্য খরচ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। ইহা একটি চুক্তি।

(ঙ) ক, খ এর নিকট ১০০০ টাকা ঋণী, কিন্তু ঋণটি তামাদি আইন দ্বারা বারিত। ক, খ' কে ঋণ বাবদ ৫০০ টাকা দিতে একটি লিখিত অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেন। ইহা একটি চুক্তি।

(চ) ক ১০০০ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়াকে ১০ টাকায় বিক্রি করিতে সম্মত হন। সম্মতিতে ক এর স্বাধীন সম্মতি ছিল। প্রতিদান অপর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্মতিটি একটি চুক্তি।

(ছ) ক ১,০০০ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়া ১০ টাকায় বিক্রি করিতে সম্মত হন। ক অস্বীকার করেন যে, তিনি তাহার সম্মতি স্বাধীনভাবে প্রদান করিয়াছিলেন।

ক এর সম্মতি স্বাধীনভাবে প্রদান করা হইয়াছিল কিনা উহা নিরূপণের সময় আদালত প্রতিদানের অপর্যাপ্ততা বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

২৬। **বিবাহ প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল।-** নাবালক ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির বিবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রতিটি সম্মতি বাতিল।

২৭। **বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল।-** যে সম্মতি দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো আইনানুগ পেশা, বাণিজ্য বা ব্যবসা করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, উহার যতটুকু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে ততটুকু বাতিল।

ব্যতিক্রম-১। সুনাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা না করিবার সম্মতির হেফাজত।- কোনো ব্যবসার সুনাম বিক্রয়কারী ক্রেতার সহিত এই মর্মে সম্মত হইতে পারিবেন যে, যতদিন ক্রেতা বা তাহার নিকট হইতে ব্যবসার সুনামের স্বত্ব অর্জনকারী অন্য কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করিবেন ততদিন সেই সীমানার মধ্যে একই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না: তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে আদালতের নিকট উক্ত সীমানা যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে।

ব্যতিক্রম ২ ও ৩।- *[অংশীদারী কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এর ৭৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]*

২৮। **আইনগত কার্যধারা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতামূলক সম্মতি বাতিল।-** যদি কোনো সম্মতি দ্বারা ইহার কোনো পক্ষকে আদালতে (ordinary tribunals) স্বাভাবিক আইনগত কার্যধারার মাধ্যমে, কোনো চুক্তির অধীন বা চুক্তি সংশ্লিষ্ট তাহার কোনো অধিকার কার্যকর করা হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, বা তিনি যে সময়ের মধ্যে তাহার এইরূপ অধিকার কার্যকর করিতে পারেন সেই সময় সীমিত করা হয়, তাহা হইলে যতটুকু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে ততটুকু বাতিল।

***ব্যতিক্রম* ১। সৃষ্ট বিরোধ সালিসে প্রেরণের চুক্তির হেফাজত।-** এই ধারা এমন কোনো চুক্তিকে অবৈধ করিবে না যাহা দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই মর্মে সম্মত হন যে, কোনো বিষয় বা বিষয়াবলিতে তাহাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে উহা সালিসে প্রেরিত হইবে, এবং এইরূপে প্রেরিত সালিসে শুধু রোয়োদাদপ্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ উক্ত বিরোধের ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য হইবে।

ব্যতিক্রম **২। ইতঅমধ্যে উত্থাপিত প্রশ্ন সালিসে প্রেরণের চুক্তির হেফাজত।-** এই ধারা লিখিত কোনো চুক্তিকে অবৈধ করিবে না, যাহা দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই মর্মে সম্মত হন যে, তাহাদের মধ্যে ইতোমধ্যে উত্থাপিত প্রশ্ন সালিসে প্রেরিত হইবে, বা সালিসে প্রেরণ সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানকে প্রভাবিত করিবে না।

২৯। **অনিশ্চয়তার জন্য সম্মতি বাতিল**।-যে সকল সম্মতির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়, বা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় সেই সকল সম্মতি বাতিল।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর নিকট "একশত টন তৈল" বিক্রয় করিতে সম্মত হন। ইহাতে কোন্ ধরনের তৈল বিক্রয়ের ইচ্ছা করা হইয়াছিল সেই বিষয়টি দেখানো হয় নাই। সম্মতিটি অনির্দিষ্টতার জন্য বাতিল।

(খ) ক, খ এর নিকট বাণিজ্য সামগ্রী হিসাবে পরিচিত নির্দিষ্ট বর্ণনার একশত টন তৈল বিক্রয় করিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল করিবার মতো কোনো অনির্দিষ্টতা নাই।

(গ) ক, যিনি কেবল নারিকেল তৈলের ডিলার, খ এর নিকট "একশত টন তৈল" বিক্রয় করিতে সম্মত হন। ক এর বাণিজ্যের ধরন হইতে উক্ত শব্দগুলির নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং ক একশত টন নারিকেল তৈল বিক্রি করিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

(ঘ) ক, খ এর নিকট "[১][রংপুর] এ আমার শস্য ভাণ্ডারের সকল শস্য" বিক্রয় করিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল করিবার মতো কোনো অনির্দিষ্টতা নাই।

(ঙ) ক, খ এর নিকট "গ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এক হাজার মন চাল" বিক্রয় করিতে সম্মত হন। যেহেতু মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব, সেইজন্য সম্মতিটি বাতিল করিবার মতো কোনো অনির্দিষ্টতা নাই।

(চ) ক, খ এর নিকট "আমার সাদা ঘোড়া পাঁচশত টাকা বা এক হাজার টাকায়" বিক্রয় করিতে সম্মত হন। দুইটি মূল্যের কোনটি দেওয়া হইবে উহা দেখানো হয় নাই। সম্মতিটি অনির্দিষ্টতার জন্য বাতিল।

৩০। **বাজি সম্পর্কিত চুক্তি বাতিল**।-বাজি সম্পর্কিত চুক্তি বাতিল; এবং বাজিতে জেতা হইয়াছে এইরূপ কিছু আদায়ের জন্য, বা কোনো খেলা বা অনিশ্চিত ঘটনা যাহার উপর বাজি ধরা হইয়াছে উহার ফলাফল মানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে কাহারো নিকট গচ্ছিত কোনো কিছু আদায় করিবার জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

ঘোড় দৌড়ের নির্দিষ্ট পুরস্কারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।-এই ধারা কোনো ঘোড়দৌড়ে জয়লাভকারী বা জয়লাভকারীগণকে পুরস্কার হিসাবে পাঁচশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোনো প্লেট, পুরস্কার বা অর্থ প্রদানের জন্য প্রদত্ত চাঁদা বা দান, অথবা চাঁদা বা দান করিবার সম্মতিকে অবৈধ করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না।

দণ্ডবিধির ধারা ২৯৪ক কে প্রভাবিত করিবে না।-এই ধারার কোনো কিছুই, দণ্ডবিধির ধারা ২৯৪ক এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত কোনো লেনদেনকে বৈধ করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না।

[১][৩০ক। **বাজিকরণ সম্মতির সহায়ক সম্মতি বাতিল**।-ধারা ৩০ এর অধীন কোনো বাতিল সম্মতিতে আবদ্ধ হইতে বা আবদ্ধ হইতে অগ্রসর বা সহায়তা করিবার জন্য, কার্যকর বা সম্পাদন করিবার জন্য, বা কার্য সম্পাদনের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তার জন্য জ্ঞাতসারে করা সকল সম্মতি বাতিল।

---

[১] "রহিমইয়ারখান" শব্দের পরিবর্তে "রংপুর" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩০খ। **বাতিল সম্মতির জন্য অর্থ, কমিশন ইত্যাদি আদায়ের জন্য মামলা করা যাইবে না**।-নিম্নবর্ণিত অর্থ আদায়ের জন্য কোনো মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না-

(ক) ধারা ৩০ক এর অধীন বাতিল কোনো সম্মতির জন্য পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য যে কোনো পরিমাণ অর্থ, বা

(খ) এইরূপ কোনো সম্মতি জ্ঞাতসারে কার্যকর বা সম্পন্ন করিবার, বা কার্যকর বা কার্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবার বিষয়ে কোনো কমিশন, দালালি, ফি বা পুরস্কার, বা অন্যভাবে এতৎসংশ্লিষ্ট কোনো দাবিকৃত বা দাবিযোগ্য কোনো পরিমাণ অর্থ, বা

(গ) এইরূপ কোনো সম্মতির বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে কমিশন, দালালি, ফি বা পুরস্কার বা অন্য কোনো দাবি হিসাবে জ্ঞাতসারে প্রদত্ত বা প্রদেয় যে কোনো পরিমাণ অর্থ।

৩০গ। **অভিভাবক, নির্বাহক ইত্যাদি কর্তৃক বাতিল সম্মতির বিষয়ে পরিশোধিত অর্থ জমা করিতে দেওয়া হইবে না**।- কোনো নাবালক বা, ক্ষেত্রমত, মৃত ব্যক্তির অভিভাবক, নির্বাহক, প্রশাসক, উত্তরাধিকারী বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ধারা ৩০ক ও ৩০খ এ বর্ণিত উক্তরূপ কোনো সম্মতি, বা উক্তরূপ কোনো কমিশন, দালালি, ফি বা পুরস্কার বা দাবির বিষয়ে এইরূপ নাবালক বা মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দ্বারা প্রদত্ত কোনো অর্থ নিজ হিসাবে জমা করিবার অধিকারী হইবেন না বা জমা করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।]

তৃতীয় অধ্যায়

ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ

৩১। **"ঘটনা নির্ভর চুক্তি" এর সংজ্ঞা।-** "ঘটনা নির্ভর চুক্তি" হইল এমন একটি চুক্তি যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে কোনো কিছু করিতে হয় বা করা হইতে বিরত থাকিতে হয়।

উদাহরণ

ক, খ এর সহিত এই মর্মে চুক্তি করিল যে, ক, খ-কে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করিবেন যদি খ এর বাড়ি পুড়িয়া যায়। ইহা একটি ঘটনা নির্ভর চুক্তি।

৩২। **ঘটনা নির্ভর চুক্তি ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষে কার্যকরকরণ।-** কোনো কিছু করা বা না করা সংক্রান্ত ঘটনা নির্ভর চুক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট ঘটনা ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আইন দ্বারা কার্যকর করা যাইবে না।

যদি ঘটনা সংঘটন অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এইরূপ চুক্তি বাতিল হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর সহিত একটি চুক্তি করেন যে, গ এর মৃত্যুর পর যদি ক বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি খ এর ঘোড়া ক্রয় করিবেন। এই চুক্তি আইন দ্বারা কার্যকর করা যাইবে না, যদি না ক এর জীবদ্দশায় গ এর মৃত্যু হয়।

(খ) যদি গ তাহাকে দেওয়া ক্রয় করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে ক একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি ঘোড়া খ এর নিকট বিক্রয় করিবেন এইরূপ চুক্তি করেন। এই চুক্তিটি গ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘোড়াটি ক্রয় করিতে অস্বীকার করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুসারে কার্যকর করা যাইবে না।

---

[১] ধারা ৩০ক, ৩০খ এবং ৩০গ চুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের ৪৭নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) খ যখন গ কে বিবাহ করিবেন ক তখন খ-কে কিছু টাকা দিবেন বলিয়া চুক্তি করেন। খ এর সহিত বিবাহ হইবার পূর্বে গ মারা যান। চুক্তিটি বাতিল হইয়া যাইবে।

৩৩। **ঘটনা নির্ভর চুক্তির ঘটনা সংঘটিত না হওয়া সাপেক্ষে কার্যকরকরণ।-** কোনো কিছু করা বা না করা সংক্রান্ত ঘটনা নির্ভর চুক্তি যদি ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট ঘটনা না সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যখন ঐ ঘটনা সংঘটন অসম্ভব হইয়া পড়ে তখন উহা কার্যকর করা যাইবে, এবং ইহার পূর্বে নয়।

উদাহরণ

যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাহাজ ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে ক, খ-কে কিছু টাকা প্রদানের জন্য সম্মত হন। জাহাজটি ডুবিয়া যায়। যখন জাহাজটি ডুবিয়া যায় তখন চুক্তি কার্যকর করা যাইবে।

৩৪। **জীবিত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বলিত ঘটনার সংঘটন সাপেক্ষে চুক্তি যখন অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়।-** যে ভবিষ্যৎ ঘটনা সংঘটনের উপর একটি চুক্তি ঘটনা নির্ভর সেই ভবিষ্যৎ ঘটনা যদি এইরূপ হয় যে, কোনো ব্যক্তি একটি অনির্দিষ্ট সময়ে একটি কার্য করিবে, তাহা হইলে যখন এইরূপ ব্যক্তি এমন কার্য করেন যাহা দিয়া অনুরূপ কার্য করা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে বা অন্য ঘটনা সাপেক্ষ ছাড়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন ঐ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উদাহরণ

খ যদি গ-কে বিয়ে করেন তাহা হইলে ক খ-কে কিছু টাকা দিতে সম্মত হন।গ ঘ-কে বিয়ে করেন। এখন খ এর সহিত গ এর বিয়ে অবশ্যই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদিও ইহা সম্ভব যে, ঘ এর মৃত্যু হইতে পারে এবং তারপর গ খ-কে বিয়ে করিতে পারেন।

৩৫। **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়া সাপেক্ষে ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ কখন বাতিল হয়।-** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া সংক্রান্ত ঘটনা নির্ভর চুক্তি, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর এইরূপ ঘটনা না ঘটিলে, বা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এইরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব হইয়া পড়িলে, বাতিল হইবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা না ঘটিলে সেই ঘটনা নির্ভর চুক্তিসমূহ কার্যকর করা যায়।- কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটিলে, এইরূপ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে এবং সেইরূপ ঘটনা না ঘটিলে, বা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সেইরূপ ঘটিবে না, তাহা হইলে কোনো কিছু করা বা না করা সংক্রান্ত ঘটনা নির্ভর চুক্তি আইন দ্বারা কার্যকর করা যাইবে।

উদাহরণ

(ক) যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাহাজ এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে ক খ-কে কিছু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। যদি জাহাজটি এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে চুক্তিটি কার্যকর করা যাইবে, এবং জাহাজটি যদি এক বৎসরের মধ্যে পুড়িয়া যায় তাহা হইলে ইহা বাতিল।

(খ) যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাহাজ এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে ক খ-কে কিছু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। যদি জাহাজটি এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আসে,বা পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে চুক্তিটি কার্যকর করা যাইবে।

৩৬। **অসম্ভব ঘটনার উপর নির্ভরশীল ঘটনা নির্ভর চুক্তি বাতিল।-** যদি কোনো অসম্ভব ঘটনা নির্ভর করিয়া কোনো কিছু করা বা না করা সংক্রান্ত ঘটনা নির্ভর চুক্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই চুক্তি সম্পাদনকালে চুক্তিভুক্ত পক্ষগণ সেই ঘটনার অসম্ভব্যতা সম্পর্কে অবগত থাকুক বা নাই থাকুক এইরূপ চুক্তি বাতিল।

উদাহরণ

(ক) দুইটি সরলরেখা যদি একটি স্থানে একত্রিত হয় তাহা হইলে ক, খ-কে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল।

(খ) খ যদি ক এর কন্যা গ-কে বিয়ে করেন, তাহা হইলে ক, খ-কে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে সম্মত হন। সম্মতির সময় গ মৃত ছিল। সম্মতিটি বাতিল।

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি প্রতিপালন

যে সকল চুক্তি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে

৩৭। **চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের বাধ্যবাধকতা**।- এই আইন বা অন্য কোনো আইনের বিধানাবলি অনুসারে যদি কোনো চুক্তির কার্য সম্পাদন পরিত্যাগ বা অব্যাহতি প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত চুক্তির পক্ষগণ তাহাদের নিজ নিজ অঙ্গীকার পালন করিবেন বা করিবার জন্য প্রস্তাব করিবেন।

চুক্তি হইতে ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রতীয়মান না হইলে, অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালনের পূর্বে এইরূপ অঙ্গীকারকারীগণের মৃত্যু হইলে অঙ্গীকারকারীগণের প্রতিনিধিগণের উপর উহা বাধ্যকর হইবে।

উদাহরণ

(ক) কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে ক, খ-কে ১,০০০ টাকার বিনিময়ে কিছু পণ্য সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার করেন। ক ঐ তারিখের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। ক এর প্রতিনিধিগণ খ-কে ঐ পণ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য, এবং খ, ক-এর প্রতিনিধিগণকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(খ) ক কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে খএর জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে একটি ছবি অঙ্কন করিবার অঙ্গীকার করেন। ক ঐ তারিখের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। চুক্তিটি ক বা খ এর প্রতিনিধিগণ দ্বারা কার্যকর করা যাইবে না।

৩৮। **কার্য সম্পাদনের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতির ফলাফল**।-যেক্ষেত্রে কোনো অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকারগ্রহীতার নিকট কার্য সম্পাদনের প্রস্তাব করেন, এবং প্রস্তাবটি গৃহীত না হয়, সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকারকারী কার্য সম্পাদন না করিবার জন্য দায়ী হইবেন না, কিংবা ইহার জন্য তিনি চুক্তির অধীন তাহার অধিকার হারাইবেন না।

এইরূপ প্রতিটি প্রস্তাবে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে:-

(১) ইহা শর্তহীন হইতে হইবে;

(২) ইহা সঠিক সময় ও স্থানে, এবং এইরূপ অবস্থায় করিতে হইবে যেন, যে ব্যক্তির নিকট উহা করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির পক্ষে ইহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থাকিতে হইবে যে, উহা যে ব্যক্তি দ্বারা করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী যাহা করিতে বাধ্য উহা অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে করিতে সক্ষম ও করিতে ইচ্ছুক;

(৩) যদি অঙ্গীকারগ্রহীতাকে কোনো কিছু সরবরাহ করিবার প্রস্তাব করা হয়, তাহা হইলে অঙ্গীকারগ্রহীতার ইহা দেখিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থাকিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বস্তুটিই সেই বস্তু, যাহা অঙ্গীকারকারী তাহার অঙ্গীকার দ্বারা প্রদান করিতে বাধ্য।

যৌথ অঙ্গীকারগ্রহীতাদের কোনো একজনের কাছে কোনো প্রস্তাব প্রদান করা হইলে উহার আইনগত ফলাফল সকলের উপর সমানভাবে বর্তাইবে।

উদাহরণ

১ মার্চ, ১৮৭৩ তারিখে ক, খ-কে কোনো বিশেষ মানের ১০০ বেল তুলা খ এর গুদামে সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন। এই ধারায় বর্ণিত চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব কার্যকর করিবার জন্য ক অবশ্যই নির্ধারিত দিনে এইরূপ পরিস্থিতিতে খ এর গুদামে তুলা সরবরাহ করিবেন, যাহাতে খ উহা দেখিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পান যে, সরবরাহকৃত তুলা চুক্তির একই মানের এবং ১০০ বেল তুলা রহিয়াছে।

৩৯। **কোনো পক্ষের অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনে অস্বীকৃতির ফলাফল**।-যখন চুক্তির কোনো পক্ষ তাহার অঙ্গীকার পালনে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন, বা পালন করা হইতে নিজেকে অসমর্থ করিয়াছেন, তখন অঙ্গীকারগ্রহীতা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন, যদিনা তিনি কথা বা আচরণ দ্বারা কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

উদাহরণ

(ক) ক, একজন গায়ক, খ, একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, এর সহিত তাহার থিয়েটারে পরবর্তী দুই মাসের প্রতি সপ্তাহে দুই রাত গান গাইবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং খ প্রতি রাতের অনুষ্ঠানের জন্য তাহাকে ১০০ টাকা করিয়া পরিশোধের চুক্তি করেন। ষষ্ঠ রাতে ক ইচ্ছাকৃতভাবে থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকেন। খ ইচ্ছা করিলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন।

(খ) ক, একজন গায়ক, খ, একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, এর সহিত তাহার থিয়েটারে পরবর্তী দুই মাসের প্রতি সপ্তাহে দুই রাত গান গাইবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং খ প্রতি রাতের অনুষ্ঠানের জন্য তাহাকে ১০০ টাকা করিয়া পরিশোধের চুক্তি করেন। ষষ্ঠ রাতে ক ইচ্ছাকৃতভাবে থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকেন। খ এর সম্মতিক্রমে ক সপ্তম রাতে গান করেন। খ এর মৌন সম্মতি দ্বারা চুক্তিটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন এবং এইক্ষেত্রে তিনি ইহার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন না, কিন্তু ষষ্ঠ রাতে ক এর গান গাইবার ব্যর্থতার জন্য তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তিনি সেই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

যাহার দ্বারা চুক্তি প্রতিপালন করিতে হইবে

৪০। **যাহাদের দ্বারা অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবে।-** যদি কোনো মামলার প্রকৃতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো চুক্তির পক্ষগণের এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, উহার অন্তর্ভুক্ত কোনো অঙ্গীকার স্বয়ং অঙ্গীকারকারী কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে হইবে, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার অঙ্গীকারকারী দ্বারা প্রতিপালিত হইতে হইবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গীকারকারী বা তাহার প্রতিনিধিগণ উহা সম্পাদনের জন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-কে কিছু টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ক, খ-কে ঐ টাকা ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যের মাধ্যমে প্রদান করিয়া এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে পারিবেন এবং টাকা প্রদানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যদি ক মারা যান, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধিগণ ঐ অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন বা এইরূপ করিবার জন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন।

(খ) ক, খ-এর জন্য একটি ছবি অঙ্কন করিবার অঙ্গীকার করেন। ক এই অঙ্গীকার অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে প্রতিপালন করিবেন।

৪১। **তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিপালন গ্রহণের ফলাফল।-** যখন কোনো অঙ্গীকার গ্রহীতা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে অঙ্গীকারের প্রতিপালন গ্রহণ করেন, তখন তিনি পরবর্তীতে অঙ্গীকারকারীর বিরুদ্ধে উহা কার্যকর করিতে পারিবেন না।

৪২। **যৌথ দায়িত্ব হস্তান্তর।-** যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো যৌথ অঙ্গীকার করেন, তখন চুক্তি হইতে ভিন্নরূপ ইচ্ছা প্রতীয়মান না হইলে, তাহাদের সকলের জীবদ্দশায় তাহারা ও তাহাদের কাহারো মৃত্যুর পর তাহার প্রতিনিধি, যিনি বা যাহারা বাঁচিয়া থাকিবেন তাহাদের সহিত যৌথভাবে এবং সর্বশেষ যিনি বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার মৃত্যুর পর, সকলের প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন।

৪৩। **যৌথ অঙ্গীকারকারীদের যে কোনো একজনকে প্রতিপালনে বাধ্য করা যাইবে।-** যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো যৌথ অঙ্গীকার করেন, বিপরীত ব্যক্ত সম্মতির অবর্তমানে, অঙ্গীকারগ্রহীতা যৌথ অঙ্গীকারকারীদের যে কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার প্রতিপালনে বাধ্য করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অঙ্গীকারকারী অংশ গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিবেন।- চুক্তি হইতে ভিন্নরূপ ইচ্ছা প্রতীয়মান না হইলে, দুই বা ততোধিক অঙ্গীকারকারী প্রত্যেকে তাহার নিজের সহিত অন্য প্রত্যেক যৌথ অঙ্গীকারকারীকে অঙ্গীকার প্রতিপালনে সমভাবে অংশ গ্রহণের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন।

অংশ গ্রহণে অপারগতার ফলে সৃষ্ট ক্ষতিতে অংশ গ্রহণ।- দুই বা ততোধিক অঙ্গীকারকারীর কোনো একজন যদি অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যৌথ অঙ্গীকারকারীগণ ঐ বিরত থাকা হইতে উদ্ভূত ক্ষতি অবশ্যই সমভাবে বহন করিবেন।

ব্যাখ্যা- এই ধারার কোনো কিছুই কোনো জামিনদার তাহার প্রধান দেনাদারের পক্ষে কোনো অর্থ প্রদান করিয়া থাকিলে ঐ দেনাদারের নিকট হইতে সেই অর্থ উদ্ধার করা হইতে ব্যাহত করিবে না, বা প্রধান দেনাদারকে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে জামিনদারের নিকট হইতে কোনো কিছু উদ্ধার করা হইতে ব্যাহত করিবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ ও গ যৌথভাবে ঘ-কে ৩,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। ঘ তাহাকে ৩,০০০ টাকা পরিশোধের জন্য ক বা খ বা গ যে কোনো একজনকে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(খ) ক, খ ও গ যৌথভাবে ঘ-কে ৩,০০০ টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। গ-কে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের জন্য বাধ্য করা হয়। ক একজন দেউলিয়া, কিন্তু তহার ঋণের অর্ধাংশ পরিশোধ করিবার মত পর্যাপ্ত সম্পদ রহিয়াছে। ক এর সম্পত্তি হইতে ৫০০ টাকা এবং খ এর নিকট হইতে ১২৫০ টাকা গ পাইবার অধিকারী।

(গ) ক, খ ও গ যৌথ অঙ্গীকারের অধীন ঘ-কে ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করিবেন। গ কোনো কিছু পরিশোধ করিতে অপারগ, এবং ক-কে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের জন্য বাধ্য করা হয়। ক খ এর নিকট হইতে ১৫০০ টাকা পাইবার অধিকারী।

(ঘ) ক, খ ও গ যৌথ অঙ্গীকারের অধীন ঘ-কে ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করিবেন। কেবল ক ও খ গ-এর জামিনদার। গ অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন। ক ও খ সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহারা গ এর নিকট হইতে ইহা আদায় করিবার অধিকারী।

৪৪। **একজন যৌথ অঙ্গীকারকারীর অব্যাহতির ফলাফল।-** যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো যৌথ অঙ্গীকার করেন, সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্তৃক এইরূপ যৌথ অঙ্গীকারকারীদের কোনো একজনকে অব্যাহতি প্রদান অন্য যৌথ অঙ্গীকারকারী বা যৌথ অঙ্গীকারকারীগণকে দায়মুক্ত করিবে না; কিংবা এইরূপে অব্যাহতিপ্রাপ্ত যৌথ অঙ্গীকারকারীগণকে অন্য যৌথ অঙ্গীকারকারী বা যৌথ অঙ্গীকারকারীগণের নিকট দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

৪৫। **যৌথ অধিকার হস্তান্তর।-** যখন কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে অঙ্গীকার করেন, তখন চুক্তি হইতে ভিন্নরূপ ইচ্ছা প্রতীয়মান না হইলে, কার্য সম্পাদনের দাবি করিবার অধিকার তাহার এবং তাহাদের যৌথ জীবদ্দশায় তাহাদের সহিত, এবং তাহাদের কাহারো মৃত্যুর পর জীবিত বা জীবিতগণের সহিত এইরূপ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধির সহিত যৌথভাবে, এবং সর্বশেষ জীবিতদের মৃত্যুর পর সকলের প্রতিনিধিগণের যৌথভাবে থাকিবে।

উদাহরণ

খ ও গ কর্তৃক ক-কে ৫,০০০ টাকা ধার দেওয়ার বিনিময়ে ক অঙ্গীকার করেন যে, ঐ টাকা তিনি খ ও গ কে একত্রে কোনো নির্দিষ্ট দিনে সুদসহ পরিশোধ করিবেন। খ মারা যান। গ এর জীবদ্দশায় ঐ টাকা ফেরত প্রদানের দাবি করিবার অধিকার গ এর সহিত একত্রে খ এর প্রতিনিধিগণের থাকিবে, এবং গ এর মৃত্যুর পর খ ও গ এর প্রতিনিধিগণের একত্রে সেই অধিকার থাকিবে।

অঙ্গীকার প্রতিপালনের সময় এবং স্থান

৪৬। **যেক্ষেত্রে আবেদন করা হয় নাই ও সময় নির্দিষ্ট হয় নাই সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের সময়।-** যেক্ষেত্রে চুক্তি দ্বারা অঙ্গীকারকারীকে অঙ্গীকারগ্রহীতার আবেদন ব্যতীত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে হয়, এবং উহা প্রতিপালনের জন্য সময় নির্দিষ্ট না থাকে, সেইক্ষেত্রে কার্যসম্পাদন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অবশ্যই করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- "যুক্তিসঙ্গত সময় কী" প্রশ্নটি প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি তথ্যগত প্রশ্ন।

৪৭। **যেক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং আবেদন করা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের সময় ও স্থান।-** যখন কোনো নির্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে হয়, এবং অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকারগ্রহীতার আবেদন ব্যতীত উহা করিবার অঙ্গীকার করেন তখন অঙ্গীকারকারী ঐ দিনের সাধারণ কর্মকালের মধ্যে যে কোনো সময়ে এবং ঐ অঙ্গীকার যে স্থানে প্রতিপালন হওয়া উচিত সেই স্থানে উহা প্রতিপালন করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

ক ১ জানুয়ারিতে খ এর গুদামে পণ্য সরবরাহের অঙ্গীকার করেন। ক ঐ দিনই খ এর গুদামে পণ্য আনয়ন করেন, কিন্তু গুদাম যে সময় সাধারণত বন্ধ হয় সেই সময়ের পর, এবং সেইগুলি গৃহীত হয় নাই। ক তাহার অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই।

৪৮। **নির্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য যথাযথ স্থান ও সময়ের আবেদন।-** যখন কোনো নির্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে হয়, এবং অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার গ্রহীতার আবেদন ব্যতীত উহা করিবার অঙ্গীকার না করেন, তখন অঙ্গীকার গ্রহীতার দায়িত্ব হইল যথাযথ স্থানে এবং সাধারণ কর্মকালের মধ্যে কার্য সম্পাদনের আবেদন করা।

ব্যাখ্যা-"যথাযথ সময় ও স্থান কী" প্রশ্নটি প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি তথ্যগত প্রশ্ন।

৪৯। **যেক্ষেত্রে আবেদন করা হয় নাই এবং অঙ্গীকার প্রতিপালনের স্থান নির্দিষ্ট নহে সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের স্থান।-** যখন অঙ্গীকারগ্রহীতার আবেদন ব্যতীত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে হয়, এবং উহা প্রতিপালনের জন্য স্থান নির্দিষ্ট না থাকে, তখন অঙ্গীকারকারীর দায়িত্ব হইবে অঙ্গীকার প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য অঙ্গীকারগ্রহীতার নিকট আবেদন করা, এবং সেই স্থানে উহা প্রতিপালন করা।

উদাহরণ

ক, খ-কে কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখে এক হাজার মণ পাট সরবরাহের অঙ্গীকার করেন। ইহা গ্রহণ করিবার জন্য ক একটি যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য খ এর নিকট অবশ্যই আবেদন করিবেন, এবং অবশ্যই সেই স্থানে তাহাকে উহা সরবরাহ করিবেন।

৫০। **অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত পদ্ধতিতে বা সময়ে প্রতিপালন।-** অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত পদ্ধতিতে বা সময়ে অঙ্গীকার প্রতিপালন করা যাইবে।

উদাহরণ

(ক) ক এর নিকট খ ২,০০০ টাকা ঋণী। ক এর ইচ্ছাতে গ নামক ব্যাংকারের নিকট ক এর হিসাবে খ ঐ টাকা প্রদান করেন। খ যিনিও গ এর ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন, তাহার হিসাব হতে ক এর জমা খাতে ঐ পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরের আদেশ দেন, এবং গ কর্তৃক উহা প্রতিপালিত হয়। পরবর্তীতে ক ঐ স্থানান্তর সম্পর্কে জানিবার পূর্বেই গ দেউলিয়া হন। খ কর্তৃক যথাযথভাবে অর্থ পরিশোধিত হইয়াছে।

(খ) ক ও খ পরস্পরের নিকট ঋণী। ক ও খ একজনের দাবি দ্বারা অন্যজনের দাবি কাটাকাটি করিয়া তাহারা একটি হিসাব মিমাংসার পর অবশিষ্ট পাওনা খ, ক-কে পরিশোধ করেন। এই প্রদত্ত অর্থ যথাক্রমে ক ও খ কর্তৃক পারস্পরিক দেনা পরিশোধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক, খ এর নিকট ২,০০০ টাকা ঋণী। খ ঐ ঋণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ক এর কিছু পণ্য গ্রহণ করেন। সরবরাহকৃত পণ্য আংশিক পরিশোধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(ঘ) ক এর ইচ্ছা খ, যাহার নিকট ১০০ টাকা পান, তাহার নিকট ডাকযোগে ১০০ টাকার একটি নোট পাঠাইবেন। ক এর যথাযথ ঠিকানায় নোটটিসহ চিঠি পোস্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেনা পরিশোধিত হইবে।

পারস্পরিক অঙ্গীকার প্রতিপালন

৫১। **অঙ্গীকারগ্রহীতা পারস্পরিক অঙ্গীকার পালনে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারী কার্য সম্পাদনে বাধ্য নয়।-** যুগপৎভাবে পালনযোগ্য পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যখন চুক্তি করা হয়, তখন অঙ্গীকারকারীকে তাহার অঙ্গীকার প্রতিপালনের প্রয়োজন হইবে না, যদিনা অঙ্গীকারগ্রহীতা তাহার পারস্পরিক অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকেন।

উদাহরণ

(ক) ক ও খ চুক্তি করেন যে, ক, খ-কে পণ্য সরবরাহ করিবেন, যাহার মূল্য খ সরবরাহকালে পরিশোধ করিবেন।

ক এর পণ্য সরবরাহ করিবার প্রয়োজন নাই, যদি না খ সরবরাহকালে পণ্যের জন্য মূল্য পরিশোধ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকেন।

(খ) ক ও খ চুক্তি করেন যে, ক কিস্তিতে প্রদানযোগ্য মূল্যে খ-কে পণ্য সরবরাহ করিবেন, যাহার প্রথম কিস্তি পণ্য সরবরাহকালে পরিশোধ করা হইবে।

ক এর পণ্য সরবরাহ করিবার প্রয়োজন নাই, যদি না খ সরবরাহকালে প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকেন।

খ এর প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিবার প্রয়োজন নাই, যদি না ক প্রথম কিস্তি পরিশোধকালে পণ্য সরবরাহ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকেন।

৫২। **পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালনের ক্রম।-** যেক্ষেত্রে পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ যে ক্রমানুসারে প্রতিপালন করিতে হইবে উহা চুক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, সেইক্ষেত্রে অঙ্গীকারসমূহ সেই ক্রমানুসারে

প্রতিপালন করিতে হইবে; এবং যেক্ষেত্রে চুক্তি দ্বারা ব্যক্তভাবে ক্রমসমূহ নির্ধারিত না থাকে, সেইক্ষেত্রে লেনদেনের প্রকৃতির চাহিদা অনুসারে প্রতিপালন করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক ও খ চুক্তি করেন যে, ক খ-এর জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে একটি বাড়ি তৈরি করিবেন। খ এর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার প্রতিপালনের পূর্বে ক এর বাড়ি তৈরি করিবার অঙ্গীকার অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

(খ) ক ও খ চুক্তি করেন যে, ক, খ-কে নির্দিষ্ট মূল্যে তাহার স্টক-ইন-ট্রেড হস্তান্তর করিবেন, এবং খ অর্থ পরিশাধের জন্য জামানত প্রদানের অঙ্গীকার করেন। জামানত প্রদান না করা পর্যন্ত ক এর অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা লেনদেনের প্রকৃতি এইরূপ যে, ক-কে তাহার স্টক-ইন-ট্রেড হস্তান্তর করিবার পূর্বে তাহার জামানত পাইতে হইবে।

৫৩। **যে ঘটনার উপর চুক্তি কার্যকর হইবে সেই ঘটনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর দায়।-** যখন কোনো চুক্তিতে পারস্পরিক অঙ্গীকারের বিষয় উল্লখ থাকে, এবং চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে তাহার অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তখন এইরূপ প্রতিবন্ধতাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য, এবং চুক্তি প্রতিপালিত না হইবার কারণে যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহার জন্য তিনি অপর পক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী।

উদাহরণ

ক ও খ চুক্তি করেন যে, ক এর জন্য খ একটি নির্দিষ্ট কার্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে সম্পাদন করিবেন। তদনুসারে খ কার্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক, কিন্তু ক তাহাকে এইরূপ করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। খ এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য, এবং যদি তিনি চুক্তিটি বাতিল করেন তাহা হইলে ইহা প্রতিপালিত না হইবার কারণে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য তিনি ক এর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকারী।

৫৪। **পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ সমন্বয়ে গঠিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথমে প্রতিপালন করিতে হইবে উহা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ফলাফল।-** যখন কোনো চুক্তি এইরূপ পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহ সমন্বয়ে গঠিত হয় যে, উহাদের কোনো একটি প্রতিপালিত করা যাইবে না, বা একটি প্রতিপালিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যটির প্রতিপালন দাবি করা যাইবে না, এবং শেষোক্ত অঙ্গীকারের অঙ্গীকারকারী যদি উহা প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত অঙ্গীকারকারী এইরূপ পারস্পরিক অঙ্গীকার প্রতিপালন দাবি করিতে পারিবেন না এবং তিনি এইরূপ চুক্তি প্রতিপালিত না হইবার কারণে অপর পক্ষের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) চট্টগ্রাম হইতে মরৌসাস পর্যন্ত পণ্য বোঝাই ও পরিবহণের জন্য ক, খ-এর জাহাজ ভাড়া করেন। ক পণ্য সরবরাহ করিবেন এবং খ পরিবহণের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া প্রাপ্য হইবেন। ক জাহাজটির জন্য কোনো পণ্য সরবরাহ করেন নাই। ক খএর অঙ্গীকার প্রতিপালনের দাবি করিতে পারিবেন না এবং চুক্তি প্রতিপালিত না হইবার কারণে খ এর যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে ক খ-কে সেই ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রদান করিবেন।

(খ) ক, খ-এর সহিত নির্দিষ্ট মূল্যে একটি নির্মাণ কার্য করিবার জন্য চুক্তি করেন। উক্ত কাজের জন্য খ প্রয়োজনীয় কাঠামো ও কাঠ সরবরাহ করিবেন। খ কোনো কাঠামো ও কাঠ সরবরাহ করিতে অস্বীকৃতি জানান, কার্যটি সম্পাদন করা যায় নাই। ক এর কার্যটি সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন নাই, এবং চুক্তি প্রতিপালিত না হইবার কারণে ক এর কোনো ক্ষতি হইয়া থাকিলে খ তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

(গ) ক, খ-এর সহিত একটি জাহাজ বোঝাই পণ্যদ্রব্য কোনো একটি নির্দিষ্ট মূল্যে তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তি করেন, যাহা এক মাসে পৌঁছাইতে পারে নাই, এবং খ চুক্তির তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করিবেন। খ একসপ্তাহের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করেন নাই। ক এর সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই, এবং খ অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(ঘ) ক, খ এর নিকট একশত বেল পণ্যদ্রব্য বিক্রির অঙ্গীকার করেন, যাহা পরের দিন সরবরাহ করিতে হইবে, এবং খ ক-কে এক মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। ক তাহার অঙ্গীকার অনুসারে সরবরাহ করেন নাই। খ এর মূল্য পরিশোধের অঙ্গীকার প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই, এবং ক অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৫৫। **যে চুক্তিতে সময় অপরিহার্য সেই চুক্তির কার্য নির্ধারিত সময়ে প্রতিপালন করিবার ব্যর্থতার ফলাফল।-** যখন চুক্তির কোনো পক্ষ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা ইহার পূর্বে কোনো বিশেষ কার্য করিবার বা কোনো নির্দিষ্ট সময়সমূহের বা ইহাদের পূর্বে কোনো বিশেষ কার্যসমূহ করিবার অঙ্গীকার করেন, এবং এইরূপ নির্দিষ্ট সময়ে বা ইহার পূর্বে এইরূপ কার্য করিতে ব্যর্থ হন, তখন চুক্তি বা ইহার অসম্পন্ন অংশ অঙ্গীকারগ্রহীতার ইচ্ছানুসারে বাতিলযোগ্য, যদি পক্ষগণের ইচ্ছা এইরূপ হয় যে, সময় চুক্তির মূল উপাদান।

সময় অপরিহার্য নয় সেইক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলাফল।- যদি পক্ষগণের ইচ্ছা এইরূপ না হয় যে, সময় চুক্তির মূল উপাদান, তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ে বা ইহার পূর্বে সেই কার্য ব্যর্থতার দ্বারা চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হইবে না; কিন্তু এইরূপ ব্যর্থতা দ্বারা অঙ্গীকারগ্রহীতার ক্ষতি সাধিত হইলে তাহার জন্য তিনি অঙ্গীকারকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অধিকারী।

সম্মত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কার্য সম্পাদন গ্রহণের ফলাফল।- যদি অঙ্গীকারকারী তাহার অঙ্গীকার সম্মত সময়ে পালনে ব্যর্থতার কারণে চুক্তি বাতিলযোগ্য হয় এবং যদি অঙ্গীকারগ্রহীতা সেই সম্মত সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে অঙ্গীকার প্রতিপালন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অঙ্গীকারগ্রহীতা সম্মত সময়ে অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিবার জন্য কোনো ক্ষতি সাধিত হইলে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না, যদি না তিনি ঐ কার্য সম্পাদন গ্রহণকালে এইরূপ করিবার ইচ্ছা সম্পর্কে অঙ্গীকারকারীকে নোটিশ প্রদান করেন।

৫৬। **অসম্ভব কার্য করিবার সম্মতি।-** অসম্ভব প্রকৃতির কোনো কার্য করিবার সম্মতি বাতিল।

এমন কোনো কার্য করিবার চুক্তি যাহা পরবর্তীতে অসম্ভব বা বেআইনি হয়।- কোনো কার্য করিবার চুক্তি, যাহা চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর, অসম্ভব হইয়া পড়ে, বা, যে ঘটনা অঙ্গীকারকারী প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই সেই ঘটনার কারণে বেআইনি হয়, যখন কার্যটি অসম্ভব ও বেআইনি হয় তখন সেই চুক্তি বাতিল হইবে।

অসম্ভব ও বেআইনি বলিয়া মনে করিয়া কোনো কার্য অসম্পাদনের ফলে সাধিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এমন কিছু করিবার অঙ্গীকার করেন, যাহা তিনি জানিতেন, বা যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা দ্বারা জানিতে পারিতেন, এবং যাহা অঙ্গীকারগ্রহীতা অসম্ভব ও বেআইনি বলিয়া জানিতেন না, সেইক্ষেত্রে এইরূপ অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিবার জন্য এইরূপ অঙ্গীকারগ্রহীতার যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে উহার জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর সহিত যাদুবলে গুপ্তধন আবিষ্কার করিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল।

(খ) ক, খ একে অপরকে বিবাহ করিবার চুক্তি করেন। বিবাহের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ক পাগল হইয়া যান। চুক্তিটি বাতিল হইবে।

(গ) ক, গ এর সহিত ইতিমধ্যে বিবাহিত থাকাবস্থায় খ কে বিবাহ করিবার চুক্তি করেন, এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। ক তাহার অঙ্গীকার পালন না করিয়া খ এর যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন উহার জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(ঘ) ক, খ এর জন্য কোনো বিদেশি বন্দরে পণ্য গ্রহণের চুক্তি করেন। পরবর্তীতে ক এর সরকার যে দেশে বন্দরটি অবস্থিত সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন চুক্তিটি বাতিল হইবে।

(ঙ) ক, খ কর্তৃক প্রতিদান হিসাবে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থের বিনিময়ে ছয় মাসের জন্য কোনো থিয়েটারে অভিনয় করিবার চুক্তি করেন। ক কয়েকবার এমনভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন যে কার্য করিতে পারেন নাই। ঐ সকল কারণে অভিনয়ের চুক্তিটি বাতিল।

৫৭। **পারস্পরিক অঙ্গীকারের কিছু করা বৈধ এবং অন্যান্য কিছু অবৈধ।-** যেক্ষেত্রে ব্যক্তিগণ পারস্পরিক প্রথমত এমন কিছু করিবার অঙ্গীকার করেন যাহা বৈধ, এবং দ্বিতীয়ত বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এমন কিছু করিবার অঙ্গীকার করেন যাহা অবৈধ, সেইক্ষেত্রে প্রথম অঙ্গীকারসমূহ একটি চুক্তি, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাতিল সম্মতি।

উদাহরণ

ক ও খ সম্মত হন যে, ক, খ এর নিকট একটি বাড়ি ১০,০০০ টাকায় বিক্রয় করিবেন, কিন্তু খ যদি ইহাকে জুয়ার আড্ডা হিসাবে ব্যবহার করেন তাহা হইলে এইজন্য তিনি ক-কে ৫০,০০০ টাকা দিবেন।

পারস্পরিক অঙ্গীকারসমূহের প্রথমগুচ্ছ, অর্থাৎ, গৃহ বিক্রয় করা এবং তজ্জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান একটি চুক্তি।

দ্বিতীয় গুচ্ছটি একটি অবৈধ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ, খ বাড়িটি একটি জুয়ার আড্ডা হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন এবং ইহা একটি বাতিল সম্মতি।

৫৮। **বিকল্প অঙ্গীকারের একটি অংশ অবৈধ হইলে।-** বিকল্প অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে একটি শাখা বৈধ এবং অন্যটি অবৈধ হইলে, বৈধ শাখাটি কেবল কার্যকর করা যাইবে।

উদাহরণ

ক ও খ সম্মত হন যে, ক, খ-কে ১,০০০ টাকা প্রদান করিবেন যাহার জন্য খ পরবর্তীতে ক-কে চাউল বা চোরাইকৃত আফিম সরবরাহ করিবেন। চাউল সরবরাহের চুক্তিটি বৈধ এবং আফিম সরবরাহের সম্মতিটি বাতিল।

পরিশোধ নির্দিষ্টকরণ

৫৯। **যেক্ষেত্রে পরিশোধতব্য কোনো ঋণ নির্দেশিত হয় সেইক্ষেত্রে সেই ঋণ পরিশোধের প্রয়োগ হয়।-** যেক্ষেত্রে কোনো ঋণগ্রহীতা, এক ব্যক্তির নিকট কতিপয় স্বতন্ত্র ঋণগ্রস্ত থাকিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানাইয়া, বা এমন অবস্থাধীনে অর্থ পরিশোধ করেন যাহা দ্বারা বুঝানো হয় যে, এইরূপ পরিশোধ কোনো বিশেষ ঋণ পরিশোধের জন্য করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে পরিশোধ যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে তদনুসারে প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ এর নিকট অন্যান্য ঋণের মধ্যে ১ জুন প্রদেয় প্রত্যর্থপত্রের উপর ১,০০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে। তিনি খ এর নিকট হইতে ঐ পরিমাণের আর কোনো ঋণ করেন নাই। ক, খ-কে ১ জুন ১,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। এই পরিশোধ প্রত্যর্থপত্রের দায়মুক্তির জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(খ) ক খ এর নিকট অন্যান্য ঋণের মধ্যে ৫৬৭ টাকার ঋণ রহিয়াছে। খ কএর নিকট চিঠি লিখে এই অর্থ পরিশোধের দাবি করেন। ক খএর নিকট ৫৬৭ টাকা পাঠিয়ে দেন। এই অর্থ পরিশোধ খ যে ঋণ পরিশোধের দাবি করিয়াছেন সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬০। **যেক্ষেত্রে কোনো ঋণ নির্দেশিত না হয় সেইক্ষেত্রে পরিশোধের প্রয়োগ।-** যেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা পরিশোধ কোন্ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে উহা নির্দশ করেন নাই এবং অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে উহা কোন্ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে উহার নির্দেশনা নাই, সেইক্ষেত্রে মামলার তামাদি বিষয়ে বিদ্যমান আইন দ্বারা পুনরুদ্ধার বারিত হউক বা না হউক, ঋণদাতা তাহার ইচ্ছা অনুসারে যে ঋণ প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে তাহার প্রতি প্রদেয় এবং পরিশোধযোগ্য উহার যে কোনো একটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬১। **যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষই নির্দিষ্ট করেন নাই সেইক্ষেত্রে পরিশোধের প্রয়োগ।-** যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষই নির্দিষ্ট করেন নাই, সেইক্ষেত্রে মামলার তামাদি বিষয়ে বিদ্যমান আইন দ্বারা বারিত হউক বা না হউক, ঋণসমূহের দায় মুক্তির ক্ষেত্রে পরিশোধের সময় অনুসারে প্রযোজ্য হইবে। যদি ঋণসমূহ সমান অবস্থানে হয়, তাহা হইলে উহাদের পরিশোধ সমানুপাতিক হারে প্রযোজ্য হইবে।

যে সকল চুক্তি প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই

৬২। **নূতন, বাতিল ও পরিবর্তিত চুক্তির ফলাফল।-** যদি কোনো চুক্তির পক্ষগণ উহার পরিবর্তে কোনো নূতন চুক্তি করেন, বা উহা বাতিল বা পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে মূল চুক্তি প্রতিপালনের প্রয়োজন হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর নিকট কোনো চুক্তির অধীন কিছু টাকা ঋণী আছেন। ক, খ ও গ সম্মত হন যে, ঐ সময় হইতে ক এর পরিবর্তে গ-কে খ তাহার দেনাদার হিসাবে গ্রহণ করিবেন। খ এর নিকট ক এর পুরাতন ঋণের পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং গ হইতে খ বরাবর নূতন ঋণ চুক্তি হইয়াছে।

(খ) ক, খ এর নিকট ১০,০০০ টাকা ঋণী আছেন। ক খএর সহিত একটি ব্যবস্থা করেন এবং তাহার ঋণের ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে তাহার ৫,০০০ টাকার সম্পত্তি খ এর নিকট বন্ধক রাখেন। ইহা একটি নূতন চুক্তি এবং পুরাতন চুক্তিটির পরিসমাপ্তি হইবে।

(গ) ক, খ এর নিকট কোনো চুক্তির অধীন ১,০০০ টাকা ঋণী আছেন। খ গএর নিকট কোনো চুক্তির অধীন ১,০০০ টাকা ঋণী আছেন। খ ক-কে গ এর হিসাব বহিতে ১,০০০ টাকা জমা করিবার নির্দেশ দেন, কিন্তু গ উক্ত ব্যবস্থায় তাহার সম্মতি দেন নাই। গ এর নিকট খ তখনও ১,০০০ টাকা ঋণী থাকিবেন, এবং নূতন কোনো চুক্তি হয় নাই।

৬৩। **অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকার প্রতিপালন পরিত্যাগ বা হ্রাস করিতে পারিবেন।-** অঙ্গীকারগ্রহীতা তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে উহার প্রতিপালন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে পরিত্যাগ বা হ্রাস করিতে পারিবেন, বা প্রতিপালনের সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বা ইহার পরিবর্তে তাহার বিবেচনায় সন্তোষজনক কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর জন্য একটি ছবি আঁকার অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে খ তাহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করেন। ক অঙ্গীকারটি আর পালন করিতে বাধ্য নয়।

(খ) ক, খ এর নিকট ৫,০০০ টাকা ঋণী। ৫,০০০ টাকা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় ও স্থানে ক খ-কে ২,০০০ টাকা পরিশোধ করেন এবং খ উহা সম্পূর্ণ ঋণের ন্যায় সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ ঋণটি পরিশোধিত হইবে।

(গ) ক, খ এর নিকট ৫,০০০ টাকা ঋণী। গ খ-কে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করেন এবং খ কএর প্রতি তাহার দাবির ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হইয়া দাবি পরিশোধের জন্য উহা গ্রহণ করেন। এই পরিশোধ সম্পূর্ণ দাবির দায় মুক্তিস্বরূপ।

(ঘ) ক, খ এর নিকট কোনো চুক্তির অধীন যে পরিমাণ অর্থের ঋণী সেই পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ক খ-কে ঐ অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না করিয়া ২,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং খ উহা সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ ঋণটি পরিশোধিত হইবে ইহার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন।

(ঙ) ক, খ এর নিকট ২,০০০ টাকা ঋণী এবং তিনি আন্যান্য পাওনাদারের নিকট ঋণী। ক, খ-সহ সকল পাওনাদারের সহিত ব্যবস্থা করেন যে, তাহাদের সকলের দাবির উপর টাকা প্রতি পঞ্চাশ পয়সা করিয়া তিনি পরিশোধ করিবেন। ১,০০০ টাকা পরিশোধিত হইলে খ এর দাবির দায় মুক্তি হইবে।

৬৪। **বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিলের ফলাফল।-** যে ব্যক্তির ইচ্ছায় কোনো চুক্তি বাতিলযোগ্য সেই ব্যক্তি ইহাকে বাতিল করিলে, ইহার অপরপক্ষের চুক্তি অনুযায়ী কোনো অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবার প্রয়োজন নাই যাহাতে তিনি একজন অঙ্গীকারকারী। কোনো বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিলকারী পক্ষ এইরূপ চুক্তির অপর পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে যতদূর সম্ভব উহা যে ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

৬৫। **যে ব্যক্তি বাতিল সম্মতি বা বাতিল হইয়া পড়া কোনো চুক্তির অধীন কোনো সুবিধা গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তির দায়িত্ব।-** যখন কোনো সম্মতি বাতিল বলিয়া প্রকাশ পায় বা কোনো চুক্তি বাতিল হইয়া পড়ে, উক্ত সম্মতি বা চুক্তির অধীন কোনো ব্যক্তি কোনো সুবিধা গ্রহণ করিলে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-কে ক এর কন্যা গ-কে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারের প্রতিদান হিসাবে ১,০০০ টাকা প্রদান করেন। অঙ্গীকারের সময় গ মৃত ছিল। সম্মতিটি বাতিল, কিন্তু খ অবশ্যই ক-কে ১,০০০ টাকা ফেরত প্রদান করিবেন।

(খ) ক খ এর সহিত ১ মে তারিখের পূর্বে তাহাকে ২৫০ মণ চাউল সরবরাহের জন্য চুক্তি করেন। ক ঐ তারিখের পূর্বেই ১৩০ মণ চাউল সরবরাহ করেন, তাহার পর আর সরবরাহ করেন নাই। খ ১ মে তারিখের পর ঐ ১৩০ মণ রাখিয়া দেন। তিনি ইহার জন্য ক-কে অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য।

(গ) ক, একজন গায়ক, খ, একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, এর সহিত তাহার থিয়েটারে পরবর্তী দুই মাসের প্রতি সপ্তাহে দুই রাত গান গাইবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং খ প্রতি রাতের অনুষ্ঠানের জন্য তাহাকে একশত টাকা করিয়া প্রদানের চুক্তি করেন। ষষ্ঠ রাতে ক ইচ্ছাকৃতভাবে থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকেন। খ চুক্তিটি বাতিল করেন। ক খ এর থিয়েটারে যে পাঁচ রাত গান করিয়াছিলেন তাহার জন্য খ অবশ্যই তাহাকে অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(ঘ) ক, খ এর জন্য একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে ১,০০০ টাকায় গান গাইবার জন্য চুক্তি করেন যাহা অগ্রিম পরিশোধ করা হইয়াছে। ক এমন অসুস্থ হইয়া পড়েন যে গান গাইতে পারেন নাই। ক গান গাইতে সক্ষম হইলে খ এর যে লাভ হইত সেই লাভের জন্য ক খ-কে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নয়, কিন্তু অগ্রিম প্রদত্ত ১,০০০ টাকা খ-কে অবশ্যই ফেরত প্রদান করিবেন।

৬৬। **বাতিলযোগ্য চুক্তির বাতিল বা প্রত্যাহার অবিহতকরণের পদ্ধতি।-** যে পদ্ধতিতে একটি প্রস্তাব অবহিত করা যায় বা প্রত্যাহার করা যায় সেই একই পদ্ধতিতে, এবং একই বিধি-বিধান সাপেক্ষে, বাতিলযোগ্য চুক্তির বাতিল বা প্রত্যাহার অবিহত করা যাইবে।

৬৭। **প্রতিপালনের জন্য অঙ্গীকারকারীকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানে অঙ্গীকারগ্রহীতার অবহেলার ফলাফল।-** যদি কোনো অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকারকারীকে তাহার অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানে অবহেলা বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অঙ্গীকারকারী এইরূপ অবহেলা বা অস্বীকারের কারণে প্রতিপালন করা না হইলে উহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

উদাহরণ

ক, খ' এর গৃহ মেরামতের জন্য খ এর সহিত চুক্তি করেন।খ তাহার গৃহের কোন্ কোন্ স্থানে মেরামত করিবার প্রয়োজন ক কে উহা দেখাইতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন।যদি এইরূপ অবহেলা বা অস্বীকারের কারণে কার্য সম্পাদন করা না যায়, তাহা হইলে উহা না করিবার জন্য ক অব্যাহতি পাইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সম্পর্কসমূহের ন্যায় কিছু সম্পর্ক

৬৮। **চুক্তি করিতে অক্ষম ব্যক্তিকে বা তাহাকে সরবরাহকৃত জিনিসের জন্য দাবি।-** চুক্তি করিতে অক্ষম ব্যক্তিকে, বা তিনি যাহাকে ভরণ-পোষণ করিতে আইনত বাধ্য তাহাকে যদি কোনো ব্যক্তি তাহার জীবন ধারনের মান অনুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন, তাহা হইলে যিনি এইরূপ সরবরাহ করিয়াছেন তিনি এইরূপ অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে খরচের টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী।

উদহরণ

(ক) ক, খ-কে, যিনি একজন মানসিক প্রতিবন্ধী, তাহার জীবন ধারনের মান অনুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন। খ এর সম্পত্তি হইতে ক খরচের টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী।

(খ) ক, খ, যিনি একজন মানসিক প্রতিবন্ধী, এর স্ত্রী ও সন্তানদের তাহাদের জীবন ধারনের মান অনুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন। খ এর সম্পত্তি হইতে ক খরচের টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী।

৬৯। **অন্যের দেনা পরিশোধকারীর যাহার স্বার্থ উক্ত পরিশোধের সহিত জড়িত খরচের টাকা ফেরত।-** কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো অর্থ প্রদান করিতে ইচ্ছুক যাহা আইনগতভাবে অন্য ব্যক্তি পরিশাধ করিতে বাধ্য, এবং অতঃপর তিনি উহা পরিশোধ করিলে, তিনি খরচের টাকা অপর ব্যক্তি কর্তৃক ফেরত পাইবার অধিকারী।

উদাহরণ

খ, ক নামক জমিদার হইতে ইজারামূলে বাংলাদেশে জমি রাখেন। ক কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় রাজস্ব বকেয়া থাকিবার কারণে সরকার কর্তৃক জমি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। রাজস্ব আইন অনুযায়ী এইরূপ বিক্রয়ের ফলাফল হইবে খ এর ইজারা বাতিল। খ বিক্রয় ও ফলশ্রুতিতে তাহার লিজ বাতিল প্রতিরোধের জন্য ক এর নিকট প্রাপ্য অর্থ সরকারকে প্রদান করেন। ক এইরূপ পরিশোধিত অর্থ খ-কে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য।

৭০। **বিনামূল্যে নয় এইরূপ কাজের সুফল ভোগকারী ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা।-** যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে করেছেন এইরূপ মানসিকতা ব্যতীত, আইনগতভাবে কিছু করেন বা তাহাকে কিছু সরবরাহ

করেন এবং এইরূপ অপর ব্যক্তি উহার সুফল ভোগ করেন, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে সেইরূপ কৃত কার্য বা সরবরাহের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক একজন ব্যবসায়ী ভুলক্রমে খ এর বাড়িতে কিছু পণ্য রাখিয়া যান। পণ্যগুলিকে খ নিজের পণ্য মনে করেন। তিনি ক-কে ইহার মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(খ) ক, খ-এর সম্পত্তি আগুণ হইতে রক্ষা করেন। ক খ হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী নহেন, যদি অবস্থা হইতে দেখা যায় যে, তিনি বিনামূল্যে-মানসিকতায় কার্য করিয়াছেন।

৭১। **পণ্য খুঁজিয়া পাওয়া ব্যক্তির দায়িত্ব।-** যে ব্যক্তি অন্যের পণ্য খুঁজিয়া পান এবং তাহার জিম্মায় রাখেন সেই ব্যক্তি একজন জিম্মাদারের ন্যায় একই দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭২। **যে ব্যক্তিকে ভুল করিয়া বা বল প্রয়োগের কারণে অর্থ পরিশোধ বা বস্তু সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব।-** যে ব্যক্তিকে ভুল করিয়া বা বল প্রয়োগের অধীন অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে বা পণ্য সরবরাহ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি উহা অবশ্যই পুনঃপরিশোধ বা ফেরত প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক ও খ যৌথভাবে গ এর নিকট ১০০ টাকা ঋণী। ক একাই গ কে ঐ অর্থ প্রদান করেন এবং খ উহা না জানিয়া গ কে পুনরায় ১০০ টাকা প্রদান করেন। গ খকে ঐ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য।

(খ) একটি রেলওয়ে কোম্পানি পরিবহন বাবদ কিছু অবৈধ চার্জ ব্যতীত পণ্যের প্রাপককে পণ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন। পণ্য পাইবার জন্য পণ্যের প্রাপক দাবিকৃত চার্জ পরিশোধ করেন। তিনি ততটুকু পরিমাণ চার্জ আদায় করিবার অধিকারী যতটুকু পরিমাণ অবৈধভাবে অতিরিক্ত ছিল।

ষষ্ট অধ্যায়

চুক্তি ভঙ্গের ফলাফল

৭৩। **চুক্তি ভঙ্গের কারণে লোকসান বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ।-** যখন কোনো চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, এইরূপ ভঙ্গের কারণে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই পক্ষ চুক্তি ভঙ্গকারী পক্ষের নিকট হইতে এইরূপ ভঙ্গের ফলে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত বা তাহারা যখন চুক্তি করেছিলেন তখন তাহারা যাহা জানিতেন সেইরূপ লোকসান বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

চুক্তি ভঙ্গের কারণে দূরবর্তী ও পরোক্ষ কোনো লোকসান বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার ন্যায় বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষতিপূরণ।- যখন চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার ন্যায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা প্রতিপালিত হয় নাই, তখন উহা প্রতিপালনে ব্যর্থতার জন্য যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, সেই ব্যক্তি উহা প্রতিপালনে ব্যর্থ পক্ষের নিকট এইরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী, যেন এইরূপ ব্যক্তি উহা প্রতিপালনের জন্য চুক্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা- চুক্তি ভঙ্গ হইতে লোকসান বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের সময় চুক্তি প্রতিপালন না হইবার কারণে সৃষ্ট অসুবিধা নিরসনকল্পে যে উপায় বিদ্যমান ছিল উহা অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) সরবরাহের সময় প্রদেয় কোনো নির্দিষ্ট মূল্যে ক খ'এর সহিত ৫০ মণ শোরা বিক্রয় ও সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন। ক তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। যে সময়ে শোরা সরবরাহের কথা ছিল সেই সময়ে সমমানের ৫০ মণ শোরা খ যে মূল্যে লাভ করিতে পারিতেন সেই মূল্য হইতে চুক্তি মূল্য যে পরিমাণ কম, যদি হয়, সেই পরিমাণ অর্থ ক এর নিকট হইতে খ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইবার অধিকারী।

(খ) ক, খ এর জাহাজ এই মর্মে ভাড়া করেন যে, উহা [1][চালনা] যাইবে, এবং ক যে পণ্য সরবরাহ করিবে উহা পহেলা জানুয়ারি সেইখানে বোঝাই করা হইবে, এবং চট্টগ্রামে আনয়ন করা হইবে, আয় হইতে ভাড়া পরিশোধ করা হইবে। খ এর জাহাজ [চালনা] গমন করে নাই, কিন্তু ক যে অনুকূল শর্তে জাহাজটি ভাড়া করিয়াছিলেন সেইরূপ শর্তে পণ্যের জন্য উপযুক্ত পরিবহন সংগ্রহ করিবার সুযোগ ক এর রহিয়াছে। ক নিজেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু এইরূপ করিবার কারণে তাহাকে অসুবিধা ও ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এইরূপ অসুবিধা ও ব্যয়ের জন্য ক, খ এর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

(গ) সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট না করিয়া ক, খ এর সহিত কোনো নির্দিষ্ট মূল্যে ৫০ মণ চাউল ক্রয়ের চুক্তি করেন। পরবর্তীতে ক, খ-কে জানায় যে, তাহাকে চাউল দেওয়া হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিবেন না। ক যে সময়ে খ কে জানায় যে, তিনি উহা গ্রহণ করিবেন না তখন চাউল যে মূল্যে লাভ করিতে পারিতেন সেই মূল্য হইতে চুক্তি মূল্য যে পরিমাণ বেশি, যদি হয়, সেই পরিমাণ অর্থ খ ক এর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইবার অধিকারী।

(ঘ) ক ৬০,০০০ টাকা মূল্যে খ এর জাহাজ ক্রয় করিবার চুক্তি করেন, কিন্তু তিনি তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। অঙ্গীকার ভঙ্গের সময়ে খ জাহাজের জন্য যে মূল্য লাভ করিতে পারিতেন সেই মূল্য হইতে চুক্তি মূল্য অধিক হইলে, সেই অতিরিক্ত অর্থ, যদি হয়, ক, খকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অবশ্যই প্রদান করিবেন।

(ঙ) ক, একজন নৌকার মালিক, খ এর সহিত চুক্তি করেন যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করিয়া পাটের পণ্যসম্ভার ময়মনসিংহে বহন করিয়া আনিবেন সেখানে বিক্রয় করিবার জন্য। পরিহার করা যাইত এইরূপ কোনো কারণে নৌকা নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করে নাই, যাহার ফলে চুক্তি অনুযায়ী নৌকা ছাড়িলে পণ্য যখন পৌছাইত তাহার চাইতে বিলম্বে ময়মনসিংহে পৌঁছায়। ঐ তারিখের পরে, এবং পণ্য পৌঁছাইবার পূর্বে পাটের মূল্য হ্রাস পায়। ক কর্তৃক খ-কে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইল- সঠিক সময়ে নৌকা ছাড়িলে যখন উহা আসিয়া পৌঁছাইত তখন খ ময়মনসিংহে পণ্যের যে মূল্য লাভ করিতে পারিতেন, এবং যখন উহা কার্যত আসিয়া পৌঁছাইল তখন উহার বাজার মূল্য- এই দুই এর ব্যবধান।

(চ) ক, খ এর বাড়ি বিশেষ ধরনের মেরামত করিবার চুক্তি করেন, এবং অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন। ক বাড়িটি মেরামত করেন, কিন্তু চুক্তি অনুসারে করেন নাই। ক এর নিকট হইতে খ চুক্তি অনুসারে মেরামত করিবার ব্যয় আদায় করিবার অধিকারী।

(ছ) পহেলা জানুয়ারি হইতে বিশেষ মূল্যে ক খ এর নিকট তাহার জাহাজ এক বৎসরের জন্য ভাড়া দেওয়ার চুক্তি করেন। ভাড়া বৃদ্ধি পায়, এবং পহেলা জানুয়ারি জাহাজের জন্য যে ভাড়া পাওয়া যায় উহা চুক্তিমূল্য হইতে অধিক। ক তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। খকে তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ চুক্তিমূল্য এবং যে মূল্যে খ পহেলা জানুয়ারি হইতে এক বৎসরের জন্য একটি একই ধরনের জাহাজ ভাড়া করিতে পারিতেন সেই ভাড়া মূল্যের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান অর্থ অবশ্যই প্রদান করিবেন।

---

[1] "করাচি" শব্দটির পরিবর্তে "চালনা" শব্দটি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(জ) ক নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ লোহা খ কে সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন; ক যে মূল্যে লোহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে পারেন তাহা অপেক্ষা ঐ মূল্য অনেক বেশি। খ ভুলক্রমে লোহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। লোহার চুক্তিমূল্য এবং ক যে মূল্যে উহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে পারিতেন উহার মধ্যবর্তী ব্যবধানের অর্থ খ ক'কে ক্ষতিপূরণ বাবাদ অবশ্যই প্রদান করিবেন।

(ঝ) ক তাহার কারখানায় অবিলম্বে পৌঁছাইবার জন্য খ নামক একটি সাধারণ বাহককে একটি যন্ত্র সরবরাহ করেন এই বলে যে, যন্ত্রটির অভাবে তাহার কারখানা বন্ধ রহিয়াছে। খ অযৌক্তিকভাকে যন্ত্রটি সরবরাহ করিতে বিলম্ব করেন এবং ফলে ক সরকারের সহিত একটি লাভজনক চুক্তি হারান। খ এর নিকট হইতে ক ক্ষতিপূরণ হিসাবে যন্ত্রটি সরবরাহ করিতে যে বিলম্ব হইয়াছে সেই সময় কারখানা চালু থাকিলে যে লাভ হইত উহার গড় পরিমাণ পাইবার অধিকারী, কিন্তু সরকারের সহিত হারানো চুক্তির জন্য সাধিত ক্ষতির জন্য নয়।

(ঞ) ক কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহযোগ্য প্রতি টন ১০০ টাকা মূল্যে ১,০০০ টন লোহা খ কে সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন; গ এর সহিত প্রতি টন ৮০ টাকা মূল্যে ১০০০ টন লোহা ক্রয় করিবার চুক্তি করেন এবং ক গ কে বলেন যে, তিনি খ এর চুক্তির কার্য সম্পাদনের জন্য এইরূপ করিয়াছেন। ক এর সহিত গ তাহার চুক্তির কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। ক অন্য লোহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং ফলশ্রুতিতে খ চুক্তি বাতিল করেন। খ এর সহিত চুক্তির কার্য সম্পাদন দ্বারা ক যে ২০,০০০ টাকা মুনাফা করিতে পারিতেন উহা গ ক-কে অবশ্যই প্রদান করিবেন।

(ট) ক, খ এর সহিত কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট মূল্যে, নির্দিষ্ট দিনে প্রস্তুত এবং খকে সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন। ক নির্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করিতে পারেন নাই, এবং ইহার ফলে খ যে মূল্য ক-কে প্রদান করিতেন উহা অপেক্ষা অধিক বেশি মূল্যে অন্য একটি সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন, এবং চুক্তিটির কার্য সম্পাদন করিতে বাঁধাগ্রস্ত হন, যাহা ক এর সহিত খ তাহার চুক্তির সময় কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সহিত করিয়াছিলেন (কিন্তু তখন উহা ক-কে জানানো হয় নাই), এবং চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। ক যন্ত্রাংশটির চুক্তিমূল্য এবং অন্যটির জন্য খ যে মূল্য প্রদান করিয়াছেন উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য উহা ক্ষতিপূরণ হিসাবে খ কে অবশ্যই প্রদান করিবেন, কিন্তু খ কর্তৃক তৃতীয় ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া অর্থ নয়।

(ঠ) ক, একজন নির্মাণকারী, পহেলা জানুয়ায়ির মধ্যে একটি বাড়ি নির্মাণ ও শেষ করিবার চুক্তি করেন, যাহাতে খ ঐ সময় গ-কে উহার দখল প্রদান করিতে পারেন, যাহার সহিত খ ভাড়া প্রদানের চুক্তি করেন। খ ও গ এর মধ্যে চুক্তি সম্পর্কে ক অবগত ছিলেন। ক এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে বাড়িটি নির্মাণ করেন যে, পহেলা জানুয়ায়ির পূর্বে উহা ধ্বসিয়া পড়ে এবং খ-কে উহা পুনঃনির্মাণ করিতে হয়, ফলশ্রুতিতে গ এর নিকট হইতে খ যে ভাড়া গ্রহণ করিতেন উহা হারান এবং তাহার চুক্তি ভঙ্গের জন্য গ-কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হন। ক, খ-কে বাড়ি পুনঃনির্মাণের খরচ, হারানো ভাড়া ও গ-কে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ অবশ্যই প্রদান করিবেন।

(ড) ক কোনো বিশেষ মানের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া খ এর নিকট কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, এবং খ, এই নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া, গ এর নিকট একই নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া উহা বিক্রয় করেন। পণ্যদ্রব্যটি নিশ্চয়তা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় নাই, এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ খ গ-কে কিছু অর্থ প্রদান করিতে দায়ী হন। ক দ্বারা খ এইরূপ খরচের অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী।

(ঢ) ক, খ-কে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে কিছু অর্থ পরিশোধ করিবার চুক্তি করেন। ক ঐ দিন সেই অর্থ পরিশাধ করেন নাই; খ সেই অর্থ না পাওয়ার ফলে তাহার ঋণ পরিশাধ করিতে ব্যর্থ হন, এবং সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হন। ক খ-কে অর্থ পরিশোধের দিন পর্যন্ত সুদসহ আসল অর্থ, যাহা তিনি পরিশাধ করিবার চুক্তি করিয়াছিলেন, উহা ব্যতীত কোনো কিছু দিতে দায়ী নয়।

(ণ) ক, খ-কে নির্দিষ্ট মূল্যে পহেলা জানুয়ারি ৫০ মণ শোরা সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন। খ পরবর্তীতে, গ এর সহিত পহেলা জানুয়ারির পূর্বে, পহেলা জানুয়ারির বাজার মূল্যের অধিক মূল্যে শোরা বিক্রির চুক্তি করেন। ক তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। ক কর্তৃক খ-কে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের জন্য পহেলা জানুয়ারির বাজার মূল্য বিবেচনা করিতে হইবে, এবং গ এর নিকট বিক্রি হইলে খ এর যে মুনাফা হইত উহা নয়।

(ত) ক একটি নির্দিষ্ট দিনে ৫০০ বেল তুলা খ এর নিকট বিক্রি ও সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন, ক খ-এর ব্যবসা পরিচালনার ধরন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ক তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, এবং তুলা না থাকায় খ তাহার কারখানা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ক কারখানা বন্ধের ফলে খ এর ক্ষতির জন্য খ এর নিকট দায়ী নয়।

(থ) ক, খ-কে পহেলা জানুয়ারি কোনো নির্দিষ্ট কাপড় বিক্রি ও সরবরাহ করিবার চুক্তি করেন, খ যাহা দ্বারা বিশেষ এক ধরনের টুপি তৈরির ইচ্ছা করেন, যাহার জন্য ঐ মৌসুম ছাড়া কোনো চাহিদা নাই। কাপড় নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় নাই এবং যাহার জন্য ঐ বৎসর টুপি তৈরিতে অনেক বিলম্ব হয়। খ, ক-এর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কাপড়ের চুক্তিমূল্য এবং সরবরাহকালে উহার বাজার মূল্যের ব্যবধান গ্রহণের অধিকারী, কিন্তু টুপি তৈরি দ্বারা তিনি যে মুনাফা করিতে পারিতেন উহা নয়, তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে তাহার যে খরচ হইয়াছে উহাও নয়।

(দ) ক, একজন জাহাজের মালিক, খ এর সহিত চুক্তি করেন যে, ক এর জাহাজ পহেলা জানুয়ারি যাত্রা করিয়া তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে সিডনি বহন করিবেন, এবং খ অগ্রিম জমা হিসাবে ককে ভাড়ার অর্ধেক পরিশাধ করেন। জাহাজ পহেলা জানুয়ায়ি যাত্রা করে নাই, এবং ইহার ফলে খকে চট্টগ্রামে কিছুদিন আটকা পড়িয়া থাকিতে হয়, এবং ইহা দ্বারা কিছু খরচ হইবার পর অন্য জাহাজে তিনি সিডনি রওয়ানা হন, এবং সিডনিতে এতো বিলম্বে পৌঁছান যে তাহার কিছু অর্থের ক্ষতি হয়। খ-কে সুদসহ অগ্রিম জমা এবং চট্টগ্রাম আটক থাকাবস্থায় তাহার যে খরচ হইয়াছিল উহা এবং প্রথম জাহাজের স্বীকৃত ভাড়া হইতে দ্বিতীয় জাহাজের জন্য প্রদত্ত ভাড়ার অতিরিক্ত অংশ, যদি থাকে, ফেরত প্রদান করিতে ক দায়ী, কিন্তু খ সিডনিতে বিলম্বে পৌঁছাইবার জন্য যে ক্ষতি হয় উহা নয়।

৭৪। **জরিমানার শর্তযুক্ত চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ।-** যখন একটি চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, চুক্তিতে যদি এইরূপ ভঙ্গের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকে, অথবা জরিমানা স্বরূপ অন্য কোনো শর্ত যদি চুক্তিতে উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগকারী পক্ষ, ইহা দ্বারা তাহার প্রকৃত কোনো ক্ষতি বা লোকসান প্রমাণিত হউক বা না হউক, চুক্তির যে পক্ষ উহা ভঙ্গ করিয়াছেন তাহার নিকট হইতে এইভাবে উল্লিখিত পরিমাণের অনধিক যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ বা, ক্ষেত্রমত, শর্তযুক্ত জরিমানা গ্রহণ করিবার অধিকারী।

ব্যাখ্যা- পরিশোধের ব্যর্থতার তারিখ হইতে বর্ধিত সুদের কোনো শর্ত জরিমানার শর্ত হইতে পারিবে।

ব্যতিক্রম।- যখন কোনো ব্যক্তি জামিননামা, মুচলেকা বা একই ধরনের কোনো দলিলে আবদ্ধ হন, বা কোনো আইনের কোনো বিধানের অধীন বা, [১][সরকার] এর আদেশের অধীন কোনো সরকারি দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদনের জন্য মুচলেকা প্রদান করেন যাহাতে জনগণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, তখন তিনি এইরূপ দলিলের শর্ত ভঙ্গের জন্য উহাতে উল্লিখিত সমুদয় অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ব্যাখ্যা- কোনো ব্যক্তি সরকারের সহিত কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে উহা দ্বারা অপরিহার্যভাবে কোনো সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ, বা জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কার্য করিবার অঙ্গীকার করেন নাই।

---

[১] "কেন্দ্রিয় সরকার বা কোনো প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এর সহিত চুক্তি করেন যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট দিনে খ-কে ৫০০ টাকা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে ১,০০০ টাকা দিবেন। ক ঐ দিন ৫০০ টাকা দিতে ব্যর্থ হন। খ, ক-এর নিকট হইতে অনধিক ১,০০০ টাকা পরিমাণের কোনো ক্ষতিপূরণ, যাহা আদালত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবে, পাইবার অধিকারী।

(খ) ক, খ এর সহিত চুক্তি করেন যে, ক যদি চট্টগ্রামে সার্জন হিসাবে কার্য করেন তাহা হইলে তিনি খ-কে ৫,০০০ টাকা দিবেন। ক চট্টগ্রামে সার্জন হিসাবে কার্য করেন। খ অনধিক ৫,০০০ টাকা পরিমাণের কোনো ক্ষতিপূরণ, যাহা আদালত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবে, পাইবার অধিকারী।

(গ) কোনো নির্দিষ্ট দিনে ক আদালতে হাজির হইবার জন্য ৫০০ টাকার জরিমানার মুচলেকায় নিজেকে আবদ্ধ করেন। তিনি মুচলেকা বাতিল করেন। তিনি সম্পূর্ণ জরিমানা পরিশোধের জন্য দায়ী।

(ঘ) ক, খ-কে ছয় মাস শেষে ১২ শতাংশ হারে সুদসহ ১,০০০ টাকা পরিশোধের বন্ড প্রদান করেন এই শর্তে যে, পরিশোধের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সুদ আদায়ের তারিখ হইতে ৭৫ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধযোগ্য হইবে। ইহা শাস্তিস্বরূপ একটি শর্ত এবং ক এর নিকট হইতে খ কেবল ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে যাহা আদালত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(ঙ) ক, খ নামক একজন মহাজনের নিকট ঋণী কোনো নির্দিষ্ট তারিখে তাহাকে ১০ মণ শস্য সরবরাহের অঙ্গীকার করেন, এবং শর্ত আরোপ করেন যে, নির্দিষ্ট তারিখে পরিমাণমত শস্য সরবরাহ করিতে না পারিলে তিনি ২০ মণ শস্য সরবরাহের জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহা শাস্তিস্বরূপ একটি শর্ত, এবং ভঙ্গের ক্ষেত্রে খ শুধুমাত্র যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

(চ) ক, খ-কে এই শর্তে পাঁচটি সমান কিস্তিতে ১,০০০ টাকার ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করেন যে, কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবে। এই শর্ত শাস্তিস্বরূপ নয়, এবং চুক্তি উহার শর্ত অনুসারে কার্যকর করা যাইবে।

(ছ) ক খ এর নিকট হইতে ১০০ টাকা ধার করেন এবং তাহাকে ৪০ টাকার পাঁচটি বাৎসরিক কিস্তিতে প্রদেয় ২০০ টাকা পরিশোধের একটি মুচলেকা প্রদান করেন যে, কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সম্পূর্ণ পরিশোধযোগ্য হইবে। ইহা একটি শাস্তিস্বরূপ শর্ত।

৭৫। **সঠিকভাবে চুক্তি বাতিলকারী পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।-** সঠিকভাবে চুক্তি বাতিলকারী পক্ষ চুক্তি পালন না করিবার জন্য তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী।

উদাহরণ

ক, একজন গায়ক, খ, একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, এর সহিত তাহার থিয়েটারে পরবর্তী দুই মাসের প্রতি সপ্তাহে দুই রাত গান গাইবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং খ প্রতি রাতের অনুষ্ঠানের জন্য তাহাকে ১০০ টাকা করিয়া প্রদানের চুক্তি করেন। ষষ্ঠ রাতে ক ইচ্ছাকৃতভাবে থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকেন, এবং ফলশ্রুতিতে খ চুক্তিটি বাতিল করেন। চুক্তি পালন না করিবার জন্য খ এর যে ক্ষতি হইয়াছে উহার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার অধিকারী।

সপ্তম অধ্যায়।-*[পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ৩নং আইন) এর ৬৫ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]*

অষ্টম অধ্যায়

দায়মুক্তি এবং জামিন

১২৪। **"দায়মুক্তির চুক্তি" এর সংজ্ঞা।-** যে চুক্তির মাধ্যমে একপক্ষ অপরপক্ষকে অঙ্গীকারকারীর আচরণ বা অন্য কোনো ব্যক্তির আচরণ দ্বারা সাধিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করেন উহাকে "দায়মুক্তির চুক্তি" বলে।

উদাহরণ

ক কোনো বিশেষ ২০০ টাকা সম্পর্কে খ এর বিরুদ্ধে গ এর সম্ভাব্য আইনগত কার্যধারা পরিচালনার বিরুদ্ধে খকে দায়মুক্তি প্রদানের চুক্তি করেন। ইহা একটি দায়মুক্তি চুক্তি।

১২৫। **মামলা করা হইলে দায়মুক্তি গ্রহীতার অধিকার।-** কোনো দায়মুক্তির চুক্তিতে অঙ্গীকারগ্রহীতা, তাহার ক্ষমতার আওতায় কার্য করিয়া, অঙ্গীকারকারীর নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবেন-

(১) দায়মুক্তি প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো অঙ্গীকার সংশ্লিষ্ট কোনো মামলায় তিনি যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন সেই সকল অর্থ;

(২) এইরূপ মামলায় তিনি যে খরচ করিতে বাধ্য হন সেই সকল খরচ, যদি তিনি উহা দায়ের করিতে বা পক্ষাবলম্বন করিতে অঙ্গীকারকারীর নির্দেশ লঙ্ঘন না করেন, এবং দায়মুক্তির চুক্তি না থাকিলে যে বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিতেন সেইরূপ করিয়া থাকেন, বা অঙ্গীকারকারী তাহাকে মামলাটি দায়ের করিতে বা পক্ষাবলম্বন করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন;

(৩) এইরূপ মামলায় আপোসের শর্তের অধীন তিনি যে অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য সেই সকল অর্থ, যদি আপোসটি অঙ্গীকারকারীর আদেশের বিরুদ্ধে না হইয়া থাকে, এবং এমন হয় যে, দায়মুক্তির চুক্তি না থাকিলে অঙ্গীকারগ্রহীতার জন্য উহাই করা যুক্তিযুক্ত হইত, বা অঙ্গীকারকারী তাহাকে মামলাটি আপোস করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন।

১২৬। **"জামিনের চুক্তি", "জামিনদার", "প্রধান দেনাদার" এবং "পাওনাদার"।- "জামিনের চুক্তি"** হইল কোনো তৃতীয় ব্যক্তির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তাহার অঙ্গীকার পালন বা দায় পরিশোধ করিবার চুক্তি। যিনি এইরূপ অঙ্গীকার করেন তাহাকে "**জামিনদার**" বলা হয়; যে ব্যক্তির ব্যর্থতার জন্য জামিন প্রদান করা হয় তাহাকে **"প্রধান দেনাদার"**বলে, এবং যে ব্যক্তির নিকট এইরূপ জামিন প্রদান করা হয় তাহাকে **"পাওনাদার"**বলা হয়। জামিন মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে।

১২৭। **জামিনের প্রতিদান**।- প্রধান দেনাদারের কল্যাণার্থে কোনো কিছু করা, বা কোনো অঙ্গীকার করা জামিনদারের জামিন প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিদান হইবে।

উদাহরণ

(ক) খ, ক-কে বাকীতে তাহার নিকট পণ্য বিক্রি ও সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন। ক এইরূপ করিতে সম্মত হন এই শর্তে যে, গ পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিন প্রদান করিবেন। ক এর পণ্য সরবরাহের অঙ্গীকারের প্রতিদান হিসাবে গ মূল্য পরিশোধের জামিন প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ইহা গ এর অঙ্গীকারের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিদান।

(খ) ক, খ-এর নিকট পণ্য বিক্রি ও সরবরাহ করেন। গ পরবর্তীতে এক বৎসরকাল খ এর ঋণের জন্য মামলা না করিবার জন্য ক কে অনুরোধ করেন, এবং অঙ্গীকার করেন যে, যদি তিনি এইরূপ করেন তাহা হইলে খ এর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গ ইহা পরিশোধ করিবেন। অনুরোধ অনুসারে ক নিবৃত্ত থাকিতে সম্মত হন। ইহা গ এর অঙ্গীকারের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিদান।

(গ) ক, খ-এর নিকট পণ্য বিক্রয় ও সরবরাহ করেন। গ পরবর্তীতে প্রতিদান ছাড়াই খ এর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উহার জন্য পরিশোধ করিতে সম্মত হন। সম্মতিটি বাতিল।

১২৮। **জামিনদারের দায়**।- চুক্তি দ্বারা ভিন্নরূপ কোনো কিছুর ব্যবস্থা না করা হইলে, জামিনদারের দায় প্রধান দেনাদারের দায়ের সহিত সহব্যাপী (co-extensive) থাকিবে।

উদাহরণ

ক, খ-কে গ নামক একজন গ্রহীতার কোনো বিনিময় বিল পরিশোধের জামিন প্রদান করেন। গ কর্তৃক বিলটি প্রত্যাখাত হয়। ক কেবল বিলের পরিমাণের অর্থের জন্যই দায়ী নয়, বরং তাহার উপর কোনো সুদ ও চার্জ বাকী হইয়া থাকিলে সেইজন্যও দায়ী থাকিবেন।

১২৯। **"ধারাবাহিক জামিন"**।- যে জামিন ধারাবাহিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহাকে "ধারাবাহিক জামিন" বলা হয়।

উদাহরণ

(ক) খ, গ-কে তাহার জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগ করিবেন এই বিবেচনায় ক খ-এর সহিত অঙ্গীকার করেন যে, গ এর বকেয়া রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় ও পরিশোধের জন্য তিনি ৫,০০০ টাকার পরিমাণ দায়ী থাকিবেন। ইহা একটি ধারবাহিক জামিন।

(খ) খ নামক একজন চা বিক্রেতাকে ক এমন কোনো চায়ের জন্য, যাহা খ সময় সময় গ-কে সরবরাহ করিতে পারেন, ১০০ পাউন্ড পরিমাণ পরিশোধের জামিন প্রদান করেন। খ গ-কে ১০০ পাউন্ডের অধিক মূল্যের চা সরবরাহ করেন এবং গ উহার জন্য খ-কে মূল্য পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে খ গ-কে ২০০ পাউন্ড মূল্যের চা সরবরাহ করেন। গ মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন। ক এর দেওয়া জামিন একটি ধারাবাহিক জামিন, এবং সে অনুসারে তিনি ১০০ পাউন্ড পর্যন্ত খ এর নিকট দায়ী।

(গ) খ কর্তৃক গ কে সরবরাহ করা হইবে এমন পাঁচ বস্তা ময়দার মূল্য ক খ-কে এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জামিন প্রদান করেন। খ গ-কে পাঁচ বস্তা ময়দা সরবরাহ করেন। গ উহার জন্য মূল্য পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে খ গ-কে চার বস্তা সরবরাহ করেন যাহার মূল্য গ পরিশোধ করেন নাই। ক এর দেওয়া জামিন ধারাবাহিক ছিল না, এবং সে অনুসারে তিনি চার বস্তার মূল্যের জন্য দায়ী নহেন।

১৩০। **ধারাবাহিক জামিন প্রত্যাহার**।- ভবিষ্যৎ লেনদেনের বিষয়ে ধারাবাহিক জামিন, যে কোনো সময়, জামিনদার কর্তৃক পাওনাদারকে নোটিশ প্রদান করিয়া প্রত্যাহার করা যাইবে।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার নিজের অনুরোধে গ এর জন্য বিল অব এক্সচেঞ্জ খ এর পরিশোধের বিবেচনায় খ-কে বারো মাসের জন্য ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঐ সকল বিলের বকেয়া আদায়ের জন্য জামিন প্রদান করেন। খ গ-এর ২,০০০ টাকার বিল পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে তিন মাস শেষে ক জামিন প্রত্যাহার করেন। এই বাতিলকরণ ক-কে খ এর পরবর্তী সকল পরিশোধের দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। কিন্তু ক ২,০০০ টাকার জন্য গ এর ব্যর্থতার কারণে খ এর নিকট দায়ী থাকিবেন।

(খ) ক, খ-কে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত এইরূপ জামিন প্রদান করেন যে, খ এর আদিষ্ট সকল বিল গ পরিশোধ করিবেন। গ-কে খ আদেশ করেন। গ বিল গ্রহণ করেন। ক প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান

করেন। গ বিল পরিশোধের সময় টাকা দিতে অস্বীকার করেন। ক তাহার জামিনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৩১। **জামিনদারের মৃত্যুতে ধারাবাহিক জামিন প্রত্যাহার**।- চুক্তিতে বিপরীত কোনো কিছুর অবর্তমানে, জামিনদারের মৃত্যুতে ভবিষ্যৎ লেনদেনের বিষয়ে ধারাবাহিক জামিন প্রত্যাহার হইবে।

১৩২। **প্রাথমিকভাবে দায়ী দুই ব্যক্তির দায়, একজন অপর জনের ব্যর্থতার জন্য জামিনদার হইবেন তাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা, প্রভাবিত হইবে না**।- যেক্ষেত্রে দুই ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির সহিত বিশেষ কোনো দায় গ্রহণের চুক্তি করেন, এবং একজন অপরজনের সহিত চুক্তি করেন যে, তাহাদের একজন শুধুমাত্র অপরজনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকিবেন, তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ চুক্তিতে কোনো পক্ষ না হইলে সেইক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির প্রথম চুক্তির অধীন ঐ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের দায় দ্বিতীয় চুক্তির বর্তমানে প্রভাবিত হইবে না, যদিও তৃতীয় ব্যক্তি ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নহেন।

উদাহরণ

ক ও খ একত্রে এবং পৃথকভাবে গ-কে প্রত্যর্থপত্র প্রদান করেন। ক প্রকৃতপক্ষে উহা খ এর জামিন স্বরূপ প্রদান করেন, এবং পত্রটি যখন প্রদান করা হয় তখন গ ইহা জানিতেন। পত্রটির বিষয়ে গ কর্তৃক ক এর বিরুদ্ধে আনীত মামলায়, গ এর জ্ঞাতসারে ক পত্রটি খ এর জামিন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, উত্তর হইবে না।

১৩৩। **চুক্তির শর্তাবলি পরিবর্তন দ্বারা জামিনদারের অব্যাহতি**।- প্রধান দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যকার চুক্তির শর্তাবলিতে জামিনদারের সম্মতি ছাড়া কোনো পরিবর্তন করা হইলে, পরিবর্তন পরবর্তী লেনদেনের ক্ষেত্রে জামিনদারকে অব্যাহতি প্রদান করিবে।

উদাহরণ

(ক) গ এর ব্যাংকে ম্যানেজার হিসাবে খ এর আচরণের জন্য ক গ-এর নিকট জামিনদার হন। পরবর্তীতে, খ ও গ, ক এর সম্মতি ছাড়া, চুক্তি করেন যে, খ এর বেতন বাড়ানো হইবে, এবং তিনি ওভারড্রাফটের ক্ষতির জন্য এক-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী হইবেন। খ একজন গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেন, এবং ব্যাংকের কিছু অর্থের ক্ষতি হয়। ক তাহার সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন দ্বারা জামিনদারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবেন না।

(খ) গ কর্তৃক খ-কে এমন একটি দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার অসদাচরণের জন্য ক জামিন প্রদান করেন, এবং দপ্তরের দায়িত্বসমূহ কোনো সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত। পরবর্তীতে একটি আইন দ্বারা দপ্তরের প্রকৃতি মৌলিকভাবে পরিবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে খ অসদাচরণ করেন। পরিবর্তন দ্বারা ক তাহার জামিনের অধীন ভবিষ্যৎ দায় হইতে অব্যাহিত পাইবেন, যদিও খ এর অসদাচরণ এমন এক দায়িত্ব সম্পর্কিত যাহা পরবর্তী আইন দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই।

(গ) গ, খ-কে, কেরানি হিসাবে তাহার প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব প্রদানের জন্য গ এর নিকট ক জামিনদার হওয়ায়, তাহার পণ্য বিক্রয়ের জন্য বার্ষিক বেতনে কেরানি হিসাবে নিয়োগ প্রদানে সম্মত হন। পরবর্তীতে, ক এর অজ্ঞাতসারে বা সম্মতি ছাড়া, গ ও খ সম্মত হন যে, খ-কে বিক্রিত পণ্যের উপর কমিশন প্রদান করা হইবে এবং কোনো নির্দিষ্ট বেতন পাইবেন না। খ এর পরবর্তী আসদাচরণের জন্য ক দায়ী হইবেন না।

(ঘ) গ কর্তৃক খ-কে বাকীতে তৈল সরবরাহের জন্য ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ক গ-কে একটি ধারাবাহিক জামিন প্রদান করেন। পরবর্তীতে খ দেনাগ্রস্ত হন, এবং,ক এর অজ্ঞাতসারে, গ ও খ চুক্তি করেন যে, গ, খ-কে নগদ মূল্যে তৈল সরবরাহ করিতে থাকিবেন, এবং পরিশোধিত অর্থ খ ও গ এর

মধ্যকার তখনকার ঋণ পরিশোধের জন্য প্রযোজ্য হইবে। এই নূতন ব্যবস্থার পর সরবরাহকৃত কোনো পণ্যের জন্য ক তাহার জামিনের জন্য দায়ী হইবেন না।

(ঙ) গ, খ-কে ১লা মার্চ তারিখে ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদানের চুক্তি করেন। ক পরিশোধের জামিন প্রদান করেন। গ খ-কে ১লা জানুয়ারি তারিখে ৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। ক তাহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন, কেননা চুক্তিতে এতখানি পরিবর্তন হইয়াছে যে, গ অর্থের জন্য খ এর বিরুদ্ধে ১লা মার্চের পূর্বেই মামলা করিতে পারেন।

১৩৪। **প্রধান দেনাদারের অব্যাহতিতে জামিনদারের অব্যাহতি**।- পাওনাদার ও প্রধান দেনাদারের মধ্যকার কোনো চুক্তি দ্বারা প্রধান দেনাদার অব্যাহতি পাইলে, বা পাওনাদারের কোনো কার্য করা বা করা হইতে বিরত থাকিবার আইনগত পরিণতিতে প্রধান দেনাদার অব্যাহতি পাইলে, জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন।

উদাহরণ

(ক) গ কর্তৃক খ কে সরবরাহকৃত পণ্যের জন্য ক গ-কে জামিন প্রদান করেন। গ, খ-কে পণ্য সরবরাহ করেন,এবং পরে খ দেনাগ্রস্ত হন এবং তাহার পাওনাদারের সহিত (গ-সহ) তাহাদের দাবি হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদানের প্রতিদানে তাহার সম্পত্তি তাহাদেরকে হস্তান্তর করিবার চুক্তি করেন। এইখানে গ এর সহিত চুক্তি দ্বারা খ তাহার ঋণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত এবং ক তাহার জামিনদারী হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত।

(খ) ক, খ এর সহিত ক এর জমিতে নীল উৎপাদন ও একটি নির্দিষ্ট হারে উহা খ কে সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তি করেন, এবং ক এর এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য গ জামিন প্রদান করেন। ক এর জমিতে সেচের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি পানির ধারা খ অন্যদিকে পরিবর্তন করেন এবং ইহা দ্বারা তাহাকে নীল চাষে বাঁধা প্রদান করেন। গ তাহার জামিনের জন্য দায়ী নহেন।

(গ) ক, খ এর সহিত খ এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য একটি চুক্তি করেন, খ প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করিবেন। ক এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য গ জামিন প্রদান করেন। খ কাঠ সরবরাহ করিতে বিরত থাকেন। গ তাহার জামিনদারী হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত।

১৩৫। **যখন পাওনাদার প্রধান দেনাদারের সহিত আপস করেন, সময় প্রদান করেন, বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করিতে সম্মত হন তখন জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন**।- যদি পাওনাদার এবং প্রধান দেনাদারের মধ্যকার চুক্তি দ্বারা পাওনাদার প্রধান দেনাদারের সহিত আপস করেন, বা তাহাকে সময় প্রদান বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করিবার বিষয়ে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে প্রধান দেনাদার জামিনদারকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন, যদি না জামিনদার এইরূপ চুক্তিতে সম্মতি প্রদান করেন।

১৩৬। **যখন প্রধান দেনাদারকে সময় প্রদানের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা হয় তখন জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন না**।-যেক্ষেত্রে প্রধান দেনাদারকে সময় প্রদানের জন্য পাওনাদার প্রধান দেনাদারের সহিত চুক্তি না করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি করেন, সেইক্ষেত্রে জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন না।

উদাহরণ

খ এর জন্য জামিনদার হিসাবে, এবং খ কর্তৃক উহা গৃহীত অবস্থায় ক এর দেওয়া একটি বকেয়া হুন্ডির অধিকারী গ, ম এর সহিত খ কে সময় প্রদানের চুক্তি করেন। ক অব্যাহতি পাইবেন না।

১৩৭। **মামলা করিবার ক্ষেত্রে পাওনাদারের সহিষ্ণুতা জামিনদারকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না**।- পাওনাদারের পক্ষে প্রধান দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রতিকার কার্যকর করিবার বিষয়ে কেবল সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, জামিনে ভিন্নরূপ কোনো বিধানের অবর্তমানে, জামিনদারকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

উদাহরণ

ক কর্তৃক জামিনের অধীন গ এর নিকট খ ঋণী আছেন। দেনাটি পরিশোধযোগ্য হয়। দেনাটি পরিশোধযোগ্য হইবার পরে গ এক বৎসর পর্যন্ত খ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন নাই। ক তাহার জামিনের জন্য অব্যাহতি পাইবেন না।

১৩৮। **একজন সহ-জামিনদারের অব্যাহতিতে অন্যেরা অব্যাহতি পাইবেন না**।- যেক্ষেত্রে সহ-জামিনদার থাকেন, সেইক্ষেত্রে পাওনাদার কর্তৃক একজনকে অব্যাহতি প্রদান করায় অন্যরা অব্যাহতি পাইবেন না; কিংবা ইহা অব্যাহতিপ্রাপ্ত জামিনদারকে অন্যান্য জামিনদারের প্রতি তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

১৩৯। **জামিনদারের ফলস্বরূপ প্রতিকারের জন্য ক্ষতিকর পাওনাদারের কোনো কার্য করা বা করা হইতে বিরত থাকা দ্বারা জামিনদারের অব্যাহতি**।- যদি জামিনদার এমন কোনো কার্য করেন যাহা জামিনদারের অধিকারের পরিপন্থি, বা তিনি এমন কোনো কার্য করা হইতে বিরত থাকেন যাহা জামিনদারের প্রতি তাহার দায়িত্ব স্বরূপ অবশ্য করণীয়, এবং ইহা দ্বারা যদি প্রধান দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের নিজের ফলস্বরূপ প্রতিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে জামিনদার অব্যাহতি পাইবেন।

উদাহরণ

(ক) খ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গ এর জন্য একটি জাহাজ নির্মাণের চুক্তি করেন এই শর্তে যে, চুক্তির কার্য বিশেষ স্তরে পৌঁছাইলে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করা হইবে। খ কর্তৃক চুক্তিটি যথাযথভাবে পালনের জন্য ক গ এর নিকট জামিনদার হন। ক এর অজ্ঞাতসারে গ খ-কে শেষ দুই কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করেন। এই অগ্রিম প্রদানের কারণে ক অব্যাহতি পাইবেন।

(খ) খ এর দ্বারা গ এর জামিনদার হিসাবে ক কর্তৃক গ এর অনুকূলে প্রদত্ত একটি যৌথ ও পৃথক অঙ্গীকারপত্রের জামিনে, এবং খ এর আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া উহা হইতে লাভ করা অর্থ উক্ত অঙ্গীকারপত্রের দায়মুক্তির জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রদানকারী একটি বিক্রয় বিল গ কে প্রদানে খ-কে গ ঋণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে গ আসবাবপত্র বিক্রি করেন, কিন্তু তাহার অসদাচরণ ও ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে শুধু অল্প পরিমাণ মূল্য আদায় হয়। অঙ্গীকারপত্রের দায় হইতে ক অব্যাহতি পাইবেন।

(গ) ম-কে শিক্ষানবিস হিসাবে ক খ-এর নিকট প্রদান করেন, এবং ম এর বিশ্বস্ততার জন্য খ-কে জামিন প্রদান করেন। খ তাহার পক্ষে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি কমপক্ষে মাসে একবার দেখিবেন যেন ম অর্থ ঠিক রাখেন। খ তাহার অঙ্গীকার অনুযায়ী উহা দেখা হইতে বিরত থাকেন, এবং ম অর্থ আত্মসাৎ করেন। ক তাহার জামিনের জন্য খ এর নিকট দায়ী নহেন।

১৪০। **পরিশোধ বা কার্য সম্পাদন করিলে জামিনদারের অধিকার**।-যেক্ষেত্রে কোনো জামিনকৃত ঋণ বকেয়া হয়, বা জামিনকৃত কোনো কর্তব্য পালনে প্রধান দেনাদার ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে জামিনদার, তাহার সকল দায় পরিশোধ করিলে কিংবা সম্পাদন করিলে, প্রধান দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদারের সকল অধিকার অর্জন করিবেন।

১৪১। **পাওনাদারের জামানতের সুযোগ-সুবিধায় জামিনদারের অধিকার**।- জামিনদারী চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রধান দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদার প্রত্যেক জামানতের যে সুযোগ-সুবিধার অধিকারী একজন জামিনদারও ঐরূপ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, জামিনদার এইরূপ জামানতের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানুক বা না জানুক; এবং পাওনাদার যদি সেই জামানত হারান, বা জামিনদারের বিনা অনুমতিতে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে জামিনদার ঐ জামানতের মূল্য পরিমাণ অব্যাহতি লাভ করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক এর জামিনে গ, খ-কে, তাহার ভাড়াটিয়া, ২,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করেন। খ এর আসবাবপত্র বন্ধকের জন্য গ এর আরও একটি ২,০০০ টাকার জামানত রহিয়াছে। গ বন্ধক বাতিল করেন। খ দেউলিয়া হন, এবং গ ক এর বিরুদ্ধে তাহার জামিনের জন্য মামলা করেন। আসবাবপত্রের মূল্য পরিমাণ হইতে ক অব্যাহতি লাভ করিবেন।

(খ) গ, একজন পাওনাদার, যাহার খ-কে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ একটি ডিক্রি দ্বারা জামিনকৃত, ক এর নিকট হইতে সেই অগ্রিম অর্থের জন্য একটি জামিনও গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গ ডিক্রি অনুযায়ী খ এর পণ্য গ্রহণ করেন, এবং ক এর অজ্ঞাতসারে ডিক্রি জারি পরিত্যাগ করেন। ইহাতে ক অব্যাহতি পাইবেন।

(গ) গ এর নিকট হইতে খ এর জন্য কোনো ঋণ লাভের উদ্দেশ্যে গ-কে ক নিজে এবং খ এর জামিনদার হিসাবে যৌথভাবে ক একটি মুচলেকা লাভ করেন। পরবর্তীতে গ একই ঋণের জন্য খ এর নিকট হইতে আরও একটি জামানত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গ সেই অতিরিক্ত জামানতটি পরিত্যাগ করেন। ইহাতে ক অব্যাহতি লাভ করিবেন না।

১৪২। **মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা অর্জিত জামিন অবৈধ**।-পাওনাদার কর্তৃক, বা তাহার জ্ঞাতসারে বা সম্মতিতে, মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা কোনো লেনদেনের মৌলিক অংশ সম্পর্কে কোনো জামিন অর্জিত হইয়া থাকিলে উহা অবৈধ হইবে।

১৪৩। **গোপন করিয়া অর্জিত জামিন অবৈধ**।-প্রাসঙ্গিক অবস্থা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়া পাওনাদার কোনো জামিন অর্জন করিলে উহা অবৈধ হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-কে তাহার অর্থ সংগ্রহের জন্য কেরানি হিসাবে নিয়োগ করেন। খ তাহার কিছু হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হন, এবং ফলে, ক তাহাকে যথাযথ হিসাব প্রদানের জন্য জামানত দিতে আহ্বান করেন। খ এর যথাযথ হিসাব প্রদানের জন্য গ জামিন প্রদান করেন। খ এর পূর্ব আচরণ সম্পর্কে ক গ-কে অজ্ঞাত রাখেন। খ পরে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। জামিনটি অবৈধ।

(খ) খ-কে ২,০০০ টন লোহা সরবরাহের মূল্য পরিশোধের জন্য ক গ-কে জামিন প্রদান করেন। খ ও গ নিজেদের মধ্যে সম্মত হন যে, খ বাজার দর হইতে টন প্রতি পাঁচ টাকা বেশি দিবেন, এবং এইরূপ অতিরিক্ত অর্থ একটি পুরাতন ঋণ পরিশোধের বিষয়ে প্রযোজ্য হইবে। এই সম্মতি ক এর নিকট গোপন রাখা হয়। ক জামিনদার হিসাবে দায়ী নয়।

১৪৪। **সহ-জামিনদার যোগ না দেওয়া পর্যন্ত পাওনাদার ইহার উপর কার্য করিবেন না এইরূপ চুক্তিতে জামিন প্রদান**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি একই চুক্তির ক্ষেত্রে জামিন প্রদান করেন এই শর্তে যে, অপর এক ব্যক্তি সহ-জামিনদার হিসাবে ইহাতে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত পাওনাদার ইহার উপর কার্য করিবেন না, সেইক্ষেত্রে সেই অপর ব্যক্তি যদি যোগ না দেন, তাহা হইলে জামিন বৈধ নয়।

১৪৫। **জামিনদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অব্যক্ত অঙ্গীকার**।- প্রত্যেকটি জামিনের চুক্তিতে প্রধান দেনাদার কর্তৃক জামিনদারের দায়মুক্তি প্রদানের একটি পরোক্ষ অঙ্গীকার থাকে; এবং জামিনদার জামিনের অধীন যে অর্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যয় করিয়াছেন সেই অর্থ প্রধান দেনাদারের নিকট হইতে আদায় করিবার অধিকারী, কিন্তু যে অর্থ ভুলভাবে পরিশোধিত হইয়াছে উহা নহে।

উদাহরণ

(ক) খ, গ-এর নিকট ঋণী, এবং ক এই ঋণের জামিনদার। গ ক-এর নিকট হইতে পরিশোধের দাবি করেন, এবং তাহার অস্বীকৃতিতে তাহার বিরুদ্ধে ঐ অর্থের জন্য মামলা করেন। ক এর যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকায় মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু খরচসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ

করিতে বাধ্য হন। তিনি খ এর নিকট হইতে খরচ ও মূল ঋণ বাবদ প্রদান করা অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

(খ) গ, খ-কে কিছু অর্থ ধার দেন, এবং ক, খ এর অনুরোধে, সেই অর্থের নিশ্চয়তা লাভের জন্য ক এর নামে খ এর প্রদত্ত একটি হুন্ডি গ্রহণ করেন। গ, হুন্ডির মালিক, ক এর নিকট হইতে অর্থ পরিশোধের দাবি করেন, এবং ক পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহার বিরুদ্ধে হুন্ডির উপর মামলা করেন। ক, যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও, মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এবং খরচসহ হুন্ডির অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য হন। তিনি খ এর নিকট হইতে হুন্ডির টাকা আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু খরচ বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না, কেননা মামলায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার কোনো প্রকৃত ভিত্তি ছিল না।

(গ) গ কর্তৃক খ কে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য ইহার মূল্য বাবদ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ক গ-কে জামিন প্রদান করেন। গ খ-কে ২,০০০ টাকার কম মূল্যের চাউল সরবরাহ করেন, কিন্তু ক এর নিকট হইতে সরবরাহকৃত চাউলের জন্য ২,০০০ টাকা অর্থ লাভ করেন। খ এর নিকট হইতে ক প্রকৃতপক্ষে সরবরাহকৃত চাউলের দামের অধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

১৪৬। **সহ-জামিনদার সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য**।- যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই ঋণ বা দায়িত্বের জন্য, যৌথভাবে বা পৃথকভাবে, এবং উহা একই বা ভিন্ন ভিন্ন চুক্তির অধীন হউক বা না হউক, এবং পরস্পরের জ্ঞাতসারে হউক বা না হউক, সহ-জামিনদার, সেইক্ষেত্রে সহ-জামিনদারগণ, ভিন্নরূপ চুক্তির অবর্তমানে, প্রত্যেকে, নিজেদের মধ্যে, সম্পূর্ণ ঋণের বা যে পরিমাণ ঋণ প্রধান দেনাদার কর্তৃক অপরিশোধিত থাকে সেই পরিমাণ ঋণের সমান অংশ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

উদাহরণ

(ক) ঙ কে ৩,০০০ টাকা ঋণ প্রদানের জন্য ক, খ ও গ ঘ এর নিকট জামিনদার। ঙ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ক, খ ও গ নিজেদের মধ্যে প্রত্যেকে ১,০০০ টাকা করিয়া দিতে বাধ্য।

(খ) ঙ কে ১,০০০ টাকা ঋণ প্রদানের জন্য ক, খ ও গ ঘ-এর নিকট জামিনদার, এবং ক, খ ও গ এর মধ্যে চুক্তি হইয়াছে যে, ক এক-চতুর্থাংশের জন্য, খ এক-চতুর্থাংশের জন্য এবং গ অর্ধেকের জন্য দায়ী থাকিবেন। ঙ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। জামিনদারদের মধ্যে ক ২৫০ টাকা, খ ২৫০ টাকা এবং গ ৫০০ টাকা দিতে বাধ্য।

১৪৭। **ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থের জামিনে আবদ্ধ সহ-জামিনদারগণের দায়িত্ব**।- যে সকল সহ-জামিনদার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থের জামিনে আবদ্ধ তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্বের সীমা সাপেক্ষে, সম-পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।

উদাহরণ

(ক) ঙ এর নিকট যথাযথ হিসাব প্রদানের শর্তে ঘ এর জামিনদার হিসাবে ক,খ ও গ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দন্ডের তিনটি পৃথক মুচলেকায় অংশগ্রহণ করেন, যেমন- ক ১০,০০০ টাকার, খ ২০,০০০ টাকার এবং গ ৪০,০০০ টাকার। ঘ ৩০,০০০ টাকা পরিমাণ অর্থের হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হন। ক, খ ও গ প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(খ) ঙ এর নিকট যথাযথ হিসাব প্রদানের শর্তে ঘ এর জামিনদার হিসাবে ক, খ ও গ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দন্ডের তিনটি পৃথক মুচলেকায় অংশগ্রহণ করেন, যেমন- ক ১০,০০০ টাকার, খ ২০,০০০ টাকার এবং গ ৪০,০০০ টাকার। ঘ ৪০,০০০ টাকা পরিমাণ অর্থের হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হন। ক ১০,০০০ টাকা এবং খ ও গ প্রত্যেকে ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(গ) ঙ এর নিকট যথাযথ হিসাব প্রদানের শর্তে ঘ এর জামিনদার হিসাবে ক, খ ও গ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দন্ডের তিনটি পৃথক মুচলেকায় অংশগ্রহণ করেন, যেমন- ক ১০,০০০ টাকার, খ ২০,০০০ টাকার এবং গ ৪০,০০০ টাকার। ঘ ৭০,০০০ টাকা পরিমাণ অর্থের হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হন। ক, খ ও গ প্রত্যেককে তাহাদের মুচলেকার সম্পূর্ণ অর্থ দন্ড প্রদান করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

জিম্মা

১৪৮।**"জিম্মা", "জিম্মাদাতা", এবং "জিম্মাদার" এর সংজ্ঞা**।-"জিম্মা" হইল চুক্তির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে কতিপয় উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য এমনভবে প্রদান করা যে, যখন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তখন পণ্য সরবরাহকারীর নির্দেশ অনুসারে উহা ফেরত দিতে বা অন্যভাবে বিলি-বন্দেজ করিতে হইবে। পণ্য সরবরাহকারী ব্যক্তিকে "জিম্মাদাতা", এবং যে ব্যক্তির নিকট এইগুলি সরবরাহ করা হয় তাহাকে"জিম্মাদার"বলা হয়।

ব্যাখ্যা- যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির পণ্য তাহার দখলে ইতিমধ্যে থাকাকালে জিম্মাদার হিসাবে উহাদের রাখিবার জন্য চুক্তি করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা তিনি এইরূপ পণ্যের একজন জিম্মাদার হইবেন, এবং মালিক জিম্মাদাতা হইবেন, যদিও উহাদেরকে জিম্মা হিসাবে সরবরাহ করিতে হয় নাই।

১৪৯। **কীভাবে জিম্মাদারকে সরবরাহ করা হয়**।— জিম্মাদারের নিকট কোনো পণ্য এমন কিছু দ্বারা সরবরাহ করা যায়, যাহার ফলে উহা কাঙ্ক্ষিত জিম্মাদার বা তাহার পক্ষে পণ্য গ্রহণের জন্য তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে আসে।

১৫০। **জিম্মায় প্রদত্ত পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ করা জিম্মাদারের দায়িত্ব**।- জিম্মাদাতা জিম্মার পণ্যের যে সকল ত্রুটিসম্পর্কে জানেন সেইগুলি, এবং সেইগুলি উহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেইগুলি, বা জিম্মাদারকে বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে ফেলিয়া দেয় সেইগুলি জিম্মাদারের নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য; এবং যদি তিনি এইরূপ ত্রুটিসমূহ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ ত্রুটিসমূহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত জিম্মাদারের ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন।

যদি কোনো জিনিস ভাড়ায় জিম্মা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে জিম্মাদাতা এইরূপ ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, তিনি জিম্মাকৃত জিনিসের ত্রুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেন বা না জানেন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-কে একটি ঘোড়া ধার দেন, যাহাকে তিনি বদমেজাজী বলিয়া জানেন। ঘোড়াটি যে বদমেজাজী উহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। ঘোড়াটি দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়। খ ছিটকাইয়া পড়িয়া আহত হন। সংঘটিত ক্ষতির জন্য ক খ এর নিকট দায়ী হইবেন।

(খ) ক, খ এর গাড়ি ভাড়া করেন। গাড়িটি অনিরাপদ, যদিও খ ইহা সম্পর্কে অবগত নন, এবং ক আহত হন। খ, ক-এর নিকট আহত হইবার জন্য দায়ী হইবেন।

১৫১। **জিম্মাদারকে যত্ন নিতে হইবে**।- জিম্মার সকল ক্ষেত্রে একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহার নিজের একই পরিমাণ, গুণ ও মূল্য বিশিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে, একই পরিস্থিতিতে, যে যত্ন নিতেন জিম্মাদার জিম্মাকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ঠিক একই যত্ন নিবেন।

১৫২। **জিম্মাকৃত পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতি প্রভৃতির জন্য যখন জিম্মাদার দায়ী নহেন**।- জিম্মাদার, কোনো বিশেষ চুক্তির অবর্তমানে, যদি জিম্মাকৃত পণ্যের বিষয়ে ধারা ১৫১ এ বর্ণিত পরিমাণ যত্ন নিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জিম্মাকৃত পণ্যের ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনতির জন্য দায়ী হইবেন না।

১৫৩। **জিম্মাদারের জিম্মার শর্ত বিরোধী কাজের দ্বারা জিম্মার পরিসমাপ্তি**।- জিম্মাকৃত পণ্য সম্পর্কে জিম্মাদার যদি এমন কোনো কার্য করেন যাহা জিম্মার শর্তাবলির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ, তাহা হইলে জিম্মাদাতার ইচ্ছানুযায়ী জিম্মা চুক্তি বাতিলযোগ্য।

উদাহরণ

ক, খ-কে তাহার নিজের চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া ভাড়ায় প্রদান করেন। খ ঘোড়াটি দ্বারা গাড়ি চালায়। ক এর ইচ্ছা অনুসারে জিম্মার সমাপ্তি ঘটিবে।

১৫৪। **জিম্মাকৃত পণ্যের অননুমোদিত ব্যবহারের জন্য জিম্মাদারের** দায়।- জিম্মাদার যদি জিম্মাকৃত পণ্য এমনভাবে ব্যবহার করেন, যাহা জিম্মার শর্ত অনুসারে নয়, তাহা হইলে তিনি এইরূপ ব্যবহার বা ব্যবহারকালে যে কোনো ক্ষতির জন্য জিম্মাদাতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবেন।

উদাহরণ

(ক) খ-কে কেবল নিজে চড়িবার জন্য ক একটি ঘোড়া ধার দেন। খ তাহা পরিবারের সদস্য গ-কে ঐ ঘোড়ায় চড়িবার অনুমতি প্রদান করেন। গ সতর্কভাবে চড়েন, কিন্তু ঘোড়াটি দুর্ঘটনাক্রমে পড়িয়া যায় এবং ঘোড়াটি আহত হয়। ঘোড়াটি আহত হওয়ার জন্য খ, ক-কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

(খ) ক দ্রুত [১][টাঙ্গাইল] যাওয়ার জন্য [২][ঢাকা] তে খ এর নিকট হইতে একটি ঘোড়া ভাড়া করেন। ক যথাযথ সতর্কতার সহিত ঘোড়ায় চড়েন , কিন্তু ইহার পরিবর্তে [৩][নারায়নগঞ্জ] এর দিকে অগ্রসর হন। ঘোড়াটি দুর্ঘটনাক্রমে পড়িয়া যায় এবং ঘোড়াটি আহত হয়। ঘোড়াটি আহত হওয়ার জন্য ক খ-কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

১৫৫। **জিম্মাদাতার সম্মতিতে তাহার পণ্যের সহিত জিম্মাদারের পণ্যের সংমিশ্রণের ফলাফল**।- যদি জিম্মাদার, জিম্মাদাতার সম্মতিতে, জিম্মাদাতার পণ্যের সহিত নিজের পণ্য মিশ্রণ করেন, তাহা হইলে এইরূপ সংমিশ্রিত পণ্যে জিম্মাদাতা ও জিম্মাদার তাহাদের নিজ নিজ অংশসমূহের আনুপাতিক হারে স্বার্থ থাকিবে।

১৫৬। **জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া মিশ্রণ করিবার ফলাফল, যখন মিশ্রিত পণ্য পৃথক করা যায়**।-যদি জিম্মাদার, জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া, জিম্মাদাতার পণ্যের সহিত নিজের পণ্য মিশ্রণ করেন, এবং পণ্য যদি পৃথক বা আলাদা করা যায়, তাহা হইলে পণ্যের স্বত্ব যথাক্রমে পক্ষগণের থাকিবে; কিন্তু জিম্মাদার এই মিশ্রণ পৃথকীকরণ বা বিভক্তিকরণের খরচ, এবং মিশ্রণ হইতে কোনো ক্ষতির ব্যয় বহন করিতে বাধ্য।

উদাহরণ

ক নির্দিষ্ট চিহ্ন বিশিষ্ট ১০০ গাইট সুতা খ এর জিম্মায় রাখেন। ক এর সম্মতি ছাড়া খ তাহার নিজের ভিন্ন চিহ্ন বিশিষ্ট অন্যান্য গাইটের সহিত ১০০ গাইট মিশ্রণ করেন। ক তাহার ১০০ গাইট ফেরত পাইবার অধিকারী এবং গাইটগুলি পৃথক করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষতিজনিত সকল ব্যয় খ-কে বহন করিতে হইবে।

---

১ "হায়দ্রাবাদ" শব্দের পরিবর্তে "টাঙ্গাইল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "করাচি" শব্দের পরিবর্তে "ঢাকা" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "খাইরপুর" শব্দের পরিবর্তে "নারায়নগঞ্জ" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৫৭। **জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া মিশ্রণ করিবার ফলাফল, যখন মিশ্রিত পণ্য পৃথক করা না যায়**।- যদি জিম্মাদার, জিম্মাদাতার সম্মতি ছাড়া, জিম্মাদাতার পণ্যের সহিত নিজের পণ্য এমনভাবে মিশ্রিত করেন যে, জিম্মার পণ্য অন্যান্য পণ্য হইতে পৃথক করা যায় না, এবং উহা ফেরত প্রদান করা অসম্ভব, তাহা হইলে ঐ পণ্যের ক্ষতির জন্য জিম্মাদারের নিকট হইতে জিম্মাদাতা ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী।

উদাহরণ

ক ৪৫ টাকা মূল্যের এক ব্যারেল কেপ ময়দা খ এর জিম্মায় রাখেন। ক এর সম্মতি ছাড়া খ ব্যারেল প্রতি মাত্র ২৫ টাকা মূল্যের দেশি ময়দার সহিত এই ময়দা মিশ্রণ করেন। খ কে অবশ্যই ক এর ময়দার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

১৫৮। **জিম্মাদাতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যয় পরিশোধ**।- যেক্ষেত্রে, জিম্মার শর্তানুসারে, জিম্মাদাতার জন্য জিম্মাদার পণ্য হেফাজতে রাখেন বা বহন করেন, বা সেগুলির উপর কার্য করেন, এবং জিম্মাদার কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, সেইক্ষেত্রে জিম্মার পণ্যের জন্য জিম্মাদার যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় করেন, জিম্মাদাতা উহা পরিশোধ করিবেন।

১৫৯। **বিনামূল্যে ধার দেওয়া পণ্য প্রত্যর্পণ**।- কোনো বস্তু যদি ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে ধার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধার প্রদানকারী যে কোনো সময় উহা ফেরত চাইতে পারিবেন, এমনকি যদিও তিনি ইহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ধার দিয়াছিলেন। কিন্তু, যদি, নির্দিষ্ট সময় বা উদ্দেশ্যে এইরূপ ধার দেওয়ার বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধারগ্রহীতা এইরূপ কার্য করেন যে, সম্মত সময়ের পূর্বে ধার দেওয়া বস্তু ফেরত প্রদান করিলে ঐ বস্তু হইতে প্রাপ্য প্রকৃত লাভের পরিমাণ হইতে লোকসানের পরিমাণ বেশি হয়, তাহা হইলে ধার প্রদানকারী যদি বস্তুটি ফেরতদানে বাধ্য করেন তাহা হইলে উহা হইতে যে লাভ হইত উহার পরিবর্তে ফেরত দেওয়ার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে ধার প্রদানকারী ধারগ্রহীতাকে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৬০। **সময় অতিবাহিত হইবার পর বা উদ্দেশ্য পূরণ হইবার পর জিম্মাকৃত পণ্য প্রত্যর্পণ**।- জিম্মাদারের দায়িত্ব হইবে, জিম্মাকৃত পণ্য যে মেয়াদের জন্য জিম্মায় রাখা হইয়াছিল সেই মেয়াদ অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বা যে উদ্দেশ্যে জিম্মায় রাখা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য পূরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিনা দাবিতে, ফেরত প্রদান করা, বা জিম্মাদাতার নির্দেশ অনুসারে অর্পণ করা।

১৬১। **পণ্য যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ না করিবার ক্ষেত্রে জিম্মাদারের দায়-দায়িত্ব**।- জিম্মাদারের ব্যর্থতার কারণে, যদি জিম্মাকৃত পণ্য যথাসময়ে ফেরত প্রদান, অর্পণ বা পেশ করা না যায়, তাহা হইলে তিনি ঐ সময় হইতে পণ্যের যে কোনো ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনতির জন্য জিম্মাদাতার নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৬২। **মৃত্যুর কারণে বিনামূল্যে প্রদত্ত জিম্মার পরিসমাপ্তি**।- জিম্মাদাতা বা জিম্মাদারের মৃত্যুতে বিনামূল্যে প্রদত্ত জিম্মার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

১৬৩। **জিম্মাকৃত পণ্যের বৃদ্ধি বা লাভের অধিকারী জিম্মাদাতা**।- বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, জিম্মাকৃত পণ্যের কোনো বৃদ্ধি বা লাভ জিম্মাদার জিম্মাদাতাকে বা জিম্মাদাতার নির্দেশ অনুসারে অর্পণ করিতে বাধ্য।

উদাহরণ

ক একটি গাভী যত্ন নেওয়ার জন্য খ এর হেফাজতে রাখেন। গাভীটির একটি বাছুর হয়। খ গাভীটির সহিত বাছুরটিকেও ক এর নিকট অর্পণ করিতে বাধ্য।

১৬৪। **জিম্মাদারের প্রতি জিম্মাদাতার দায়িত্ব**।- জিম্মাদাতা জিম্মা প্রদান করিবার পণ্য ফেরত গ্রহণ করিবার বা উহা সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের অধিকারী ছিলেন না, এমন কোনো কারণে জিম্মাদারের কোনো প্রকারের ক্ষতি হইলে ইহার জন্য জিম্মাদাতা জিম্মাদারের নিকট দায়ী হইবেন।

১৬৫। **কতিপয় যৌথ মালিক কর্তৃক জিম্মা**।- বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, পণ্যের কতিপয় যৌথ মালিক যদি পণ্য জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে জিম্মাদার, সকল যৌথ মালিকের সম্মতি ব্যতীত, তাহাদের একজন যৌথ মালিকের নিকট বা তাহার নির্দেশ অনুসারে সেইগুলি ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

১৬৬। **স্বত্বহীন জিম্মাদাতার নিকট পণ্য ফেরতের জন্য জিম্মাদার দায়ী নহেন**।- যদি পণ্যে জিম্মাদাতার স্বত্ব না থাকে, এবং জিম্মাদার, সরল বিশ্বাসে, জিম্মাদাতার নিকট বা তাহার নির্দেশ অনুসারে সেইগুলি ফেরত প্রদান করেন, তাহা হইলে পণ্যের এইরূপ ফেরতের জন্য জিম্মাদার পণ্যের মালিকের নিকট দায়ী নহেন।

১৬৭। **জিম্মাকৃত পণ্য দাবি করা তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার**।- জিম্মাদাতা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যদি জিম্মাকৃত পণ্য দাবি করেন, তাহা হইলে তিনি জিম্মাদাতাকে সেই পণ্য অর্পণ করা স্থগিত রাখিবার জন্য এবং পণ্যের স্বত্ব নির্ধারণের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

১৬৮। **হারানো পণ্যের প্রাপকের অধিকার; প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট পুরস্কারের জন্য মামলা করা যাইবে**।- হারানো পণ্যের প্রাপকের পণ্য সংরক্ষণ ও মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নিজের স্বেচ্ছাকৃত কষ্ট ও খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করিবার অধিকার নাই; কিন্তু তিনি এইরূপ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন; এবং যেক্ষেত্রে মালিক হারানো পণ্য ফেরত পাওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করেন, সেইক্ষেত্রে হারানো পণ্যের প্রাপক এইরূপ পুরস্কারের জন্য মামলা করিতে পারিবেন, এবং পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন।

১৬৯। **সাধারণভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের প্রাপক যখন উহা বিক্রয় করিতে পারেন**।- সাধারণভাবে বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য হারাইয়া গেলে, যদি যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা করা সত্ত্বেও পণ্যের মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, বা মালিক হারানো পণ্যের প্রাপককে আইনগত খরচের দাবি পূরণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন প্রাপক উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন-

(১) যখন পণ্য পঁচিয়া যাইবার বা ইহার মূল্যের বৃহত্তর অংশ হ্রাস পাইবার আশঙ্কা থাকে; বা

(২) যখন প্রাপকের আইনগত দাবি, খুঁজিয়া পাওয়া পণ্যের মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমান হয়।

১৭০। **জিম্মাদারের বিশেষ পূর্বস্বত্ব**।- যেক্ষেত্রে জিম্মাদার, জিম্মার উদ্দেশ্য অনুসারে, জিম্মাকৃত পণ্য সম্পর্কে শ্রম বা দক্ষতা জনিত কার্য করেন, সেইক্ষেত্রে, বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, তাহার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত, উক্ত পণ্য আটক রাখিবার অধিকার থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ নামক এক স্বর্ণকারকে একখানা অমসৃণ হীরককে কর্তন ও মসৃণ করিতে দেন, যাহা তদনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। খ তাহার কাজের পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত হীরকটি আটক রাখিবার অধিকারী।

(খ) ক একটি কোট তৈরির জন্য খ নামক একজন দর্জিকে কাপড় প্রদান করেন। খ উহা সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক কে সরবরাহ করিবার এবং মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য তিন মাস সময় প্রদানের অঙ্গীকার করেন। মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খ কোটটি আটক রাখিবার অধিকারী নহেন।

১৭১। **ব্যাংকার, গোমস্তা, ঘাটোয়াল, অ্যাটর্নি এবং বীমার দালালদের পূর্বস্বত্ব**।- ব্যাংকার, গোমস্তা, ঘাটোয়াল, [১][সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট] এবং বীমার দালালগণ, বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, তাহাদের নিকট জিম্মায়

---

[১] "হাইকোর্টের অ্যাটর্নিগণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

রাখা পণ্যসমূহ সাধারণ হিসাব নিকাশের জামানত হিসাবে আটক রাখিতে পারিবেন; কিন্তু এই বিষয়ে ব্যক্ত কোনো চুক্তি ছাড়া অনুরূপ হিসাব নিকাশের জামানত হিসাবে অন্য কোনো ব্যক্তি জিম্মাকৃত পণ্যসমূহ আটক রাখিবার অধিকারী নহেন।

বন্ধকের জিম্মাসমূহ

১৭২। **"অস্থাবর বন্ধক", "বন্ধকদাতা" এবং "বন্ধকগ্রহীতা" এর সংজ্ঞা**।- কোনো ঋণ পরিশোধের বা অঙ্গীকার পালনের জামানত হিসাবে কোনো পণ্য জিম্মায় রাখাকে "অস্থাবর বন্ধক"বলা হয়। এইক্ষেত্রে জিম্মাদাতাকে "বন্ধকদাতা"বলা হয়। জিম্মাদারকে "বন্ধকগ্রহীতা" বলা হয়।

১৭৩। **বন্ধকগ্রহীতার পণ্য আটক রাখিবার অধিকার**।- কেবল ঋণ পরিশোধ বা অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্যই নয়, বরং ঋণের সুদ, এবং বন্ধকী পণ্য দখলে রাখিবার বা সংরক্ষণ করিবার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধের জন্য বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন।

১৭৪। **যে ঋণ বা অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পণ্য বন্ধক দেওয়া হইয়াছে উহা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন না। পরবর্তীতে অগ্রিমের ক্ষেত্রে অনুমান**।- যে ঋণ বা অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পণ্য বন্ধক রাখা হইয়াছে উহা ব্যতীত, এই উদ্দেশ্যে কোনো চুক্তি না হইয়া থাকিলে, অন্য কোনো ঋণ বা অঙ্গীকারের জন্য বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্যআটক রাখিতে পারিবেন না; কিন্তু বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, পরবর্তী অগ্রিম অর্থের ক্ষেত্রে এইরূপ চুক্তি ধরিয়া লইতে হইবে।

১৭৫। **অস্বাভাবিক ব্যয় সম্পর্কে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার**।- বন্ধকী পণ্য সংরক্ষণের জন্য বন্ধকগ্রহীতার কোনো অস্বাভাবিক ব্যয় হইলে তিনি উহা বন্ধকদাতার নিকট হইতে পাইবার অধিকারী।

১৭৬। **বন্ধকদাতার ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার**।- যদি বন্ধকদাতা, পণ্য সম্পর্কিত অস্থাবর বন্ধক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে, বা অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বন্ধকগ্রহীতা ঋণ বা অঙ্গীকার সম্পর্কে বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন, আনুষঙ্গিক জামিন হিসাবে বন্ধকী পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন; অথবা বন্ধকদাতাকে, বিক্রয়ের যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করিয়া বন্ধকী পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

যদি এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ বা অঙ্গীকারের অর্থের পরিমাণ হইতে কম হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিক্রয়ের পরও বন্ধকদাতা অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যদি এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে বন্ধকগ্রহীতা অবশিষ্ট অর্থ বন্ধকদাতাকে ফেরত প্রদান করিবেন।

১৭৭। **ঋণ পরিশোধে অক্ষম বন্ধকদাতার বন্ধকী পণ্য বন্ধক মুক্ত করিবার অধিকার**।- অস্থাবর বন্ধক করা হইয়াছে এইরূপ ঋণ পরিশোধ, বা অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য যদি একটি সময় নির্ধারণ করা হইয়া থাকে, এবং বন্ধকদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে বা অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী যে কোনো সময়ে বন্ধকী পণ্য প্রকৃত বিক্রয়ের পূর্বে অর্থের বিনিময়ে বন্ধক মুক্ত করিতে পারিবেন; কিন্তু তিনি, এইক্ষেত্রে, তাহার অনুরূপ অক্ষমতার জন্য অতিরিক্ত যে খরচ হইয়াছে উহা বহন করিবেন।

[১][১৭৮।**বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কর্তৃক অস্থাবর বন্ধক**।-যেক্ষেত্রে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিনিধি, মালিকের সম্মতিক্রমে, পণ্য বা পণ্যের মালিকানা স্বত্বের দলিল দখলে রাখেন, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ কার্য করিবার সময় তৎকর্তৃক কোনো অস্থাবর বন্ধক প্রদান করা হইলে, উহা এমনভাবে বৈধ হইবে যেন তিনি পণ্যের মালিক কর্তৃক উহা বন্ধক রাখিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; তবে, বন্ধকগ্রহীতাকে সরল বিশ্বাসে কার্য করিতে হইবে এবং বন্ধক রাখিবার সময় তিনি অবগত হন নাই যে, বন্ধকদাতার বন্ধক প্রদানের ক্ষমতা ছিল না।

[১] ধারা ১৭৮ এবং ধারা ১৭৮ক ভারতীয় চুক্তি (সংশোধন) আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ৪নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় ‘বাণিজ্যিক প্রতিনিধি’ এবং ‘মালিকানা স্বত্বের দলিল’ অভিব্যক্তিগুলি পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ হইবে।

১৭৮ক। **বাতিলযোগ্য চুক্তির অধীন পণ্যের দখলদার কর্তৃক অস্থাবর বন্ধক**।— যখন বন্ধকদাতা তৎকর্তৃক প্রদত্ত অস্থাবর বন্ধকী পণ্যের দখল ধারা ১৯ বা ধারা ১৯ক এর অধীন বাতিলযোগ্য কোনো চুক্তির অধীন লাভ করেন, কিন্তু অস্থাবর বন্ধক প্রদানের সময় চুক্তিটি বাতিল হয় নাই, তখন বন্ধকগ্রহীতা পণ্যের উত্তম স্বত্ব অর্জন করিবেন, তবে, তাহাকে সরল বিশ্বাসে এবং বন্ধকদাতার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হইয়া কার্য করিতে হইবে।]

১৭৯। **কেবল সীমিত স্বার্থের অধিকারী বন্ধকদাতার অস্থাবর বন্ধক**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এমন পণ্যের অস্থাবরবন্ধক প্রদান করেন যাহাতে তাহার কেবল সীমিত স্বার্থ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে অস্থাবর বন্ধকটি উক্ত স্বার্থের সীমা পর্যন্ত বৈধ।

অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিম্মাদাতা বা জিম্মাদার কর্তৃক মামলা

১৮০। **অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিম্মাদাতা বা জিম্মাদার কর্তৃক মামলা**।- কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে জিম্মাদারকে জিম্মাকৃত পণ্য ব্যবহার বা দখল হইতে বঞ্চিত করেন, বা উহাদের কোনো ক্ষতি করেন, তাহা হইলে পণ্য জিম্মা প্রদান করা না হইলে পণ্যের মালিক যেরূপ প্রতিবিধান গ্রহণের অধিকারী হইত জিম্মাদারও সেইরূপ প্রতিবিধান গ্রহণের অধিকারী; এবং জিম্মাদাতা বা জিম্মাদার তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ বঞ্চনা বা ক্ষতির জন্য মামলা করিতে পরিবেন।

১৮১। **এইরূপ মামলায় প্রাপ্ত প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের অংশ ভাগ**।- এইরূপ কোনো মামলায় প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহাই পাওয়া যাক না কেন, উহা জিম্মাদাতা ও জিম্মাদারের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের অনুপাতে ভাগ করা হইবে।

দশম অধ্যায়

প্রতিনিধিত্ব

প্রতিনিধি নিয়োগ ও ক্ষমতা

১৮২। **“প্রতিনিধি” এবং “নিয়োগকারী” এর সংজ্ঞা**।— প্রতিনিধি বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তির পক্ষে কার্য করিবার বা কোনো তৃতীয় পক্ষের সহিত লেনদেন করিবার নিমিত্ত অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করা হয়। যে ব্যক্তির পক্ষে কার্য করা হয়, বা যে ব্যক্তির এইরূপ প্রতিনিধিত্ব করা হয় সেই ব্যক্তিকে “নিয়োগকারী”বলা হয়।

১৮৩। **যিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন**।- কোনো ব্যক্তি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক এবং মানসিক সুস্থ হইলে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৮৪। **যিনি প্রতিনিধি হইতে পারিবেন**।- যে কোনো ব্যক্তি নিয়োগকারী ও তৃতীয় ব্যক্তির প্রতিনিধি হইতে পারিবেন, কিন্তু এই বিষয়ে এই আইনে বর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে নিয়োগকারীর নিকট দায়বদ্ধ হইবার ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না যিনি প্রাপ্ত বয়স্ক নহেন এবং মানসিকভাবে সুস্থ নহেন।

১৮৫। **প্রতিদান অনাবশ্যক**।- প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির জন্য প্রতিদান আবশ্যক নহে।

১৮৬। **প্রতিনিধির ক্ষমতা ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে**।- প্রতিনিধির ক্ষমতা ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে।

১৮৭। **ব্যক্ত এবং নিহিত ক্ষমতার সংজ্ঞা**।—ব্যক্ত ক্ষমতা বলিতে সেই ক্ষমতাকে বুঝাইবে যখন উহা কথায় বা লিখিতভাবে প্রদান করা হয়। ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে ধারনাকৃত ক্ষমতাকে নিহিত ক্ষমতা বলা হয়; এবং কথা বা লিখিত কোনো কিছু, বা লেনদেনের সাধারণ প্রকৃতি হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা হইবে।

উদাহরণ

ক, ঢাকায় বসবাসকারী, ময়মনসিংহে একটি দোকানের মালিক, এবং মাঝে মাঝে দোকান পরিদর্শন করেন। দোকানটি খ দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং তিনি দোকানের জন্য স্বাভাবিকভাবে ক এর নামে গ এর নিকট হইতে পণ্যের আদেশ দেন, এবং ক এর জানামতে ক এর তহবিল হইতে ইহার মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন। ক এর নামে গ এর নিকট হইতে দোকানের জন্য পণ্যের আদেশ দানে ক এর নিকট হইতে খ নিহিত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

১৮৮। **প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিধি**।- যে প্রতিনিধির কোনো কার্য করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে সেই প্রতিনিধির সেই কার্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ প্রত্যেক কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে প্রতিনিধির কোনো ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা রহিয়াছে সেই প্রতিনিধির ইহার জন্য প্রয়োজন এমন, বা ব্যবসা পরিচালনাকালে সাধারণত করা হইয়া থাকে এমন, বৈধ প্রত্যেক কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) ক লন্ডনে বসবাসরত খ এর বকেয়া ঋণ [১][চট্টগ্রাম] এ আদায় করিবার জন্য খ কর্তৃক নিযুক্ত হন। ক বকেয়া ঋণ আদায় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং ইহার জন্য বৈধ দায়মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) ক তাহার জাহাজ নির্মাণ কার্য পরিচালনার জন্য খ কে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এই কার্য পরিচালনার জন্য খ কাঠ ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় এবং শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৮৯। **জরুরি অবস্থায় প্রতিনিধির ক্ষমতা**।- কোনো জরুরি অবস্থায় প্রতিনিধির তাহার নিয়োগকারীকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এইরূপ একই অবস্থায়, কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার নিজের জন্য যে সকল কার্য করিতেন সেই একই ধরনের কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

উদাহরণ

(ক) বিক্রয়ের প্রতিনিধি প্রয়োজন হইলে পণ্য মেরামত করাইতে পারিবেন।

(খ) ক চট্টগ্রামে খ এর নিকট খাদ্য সামগ্রী এই নির্দেশ সহকারে সমর্পণ করেন যে, উহা অবিলম্বে ঢাকায় গ এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ঢাকা পৌঁছাইবার পূর্বেই যদি উহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে খ উহা চট্টগ্রামে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

উপ-প্রতিনিধি

১৯০। **যখন প্রতিনিধি ক্ষমতা অর্পণ করিতে পরিবেন না**।- একজন প্রতিনিধি ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যে সকল কার্য ব্যক্তিগতভাবে করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই সকল কার্য করিবার জন্য তিনি আইনতগভাবে অপর কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পরিবেন না, যদি না ব্যবসার সাধারণ প্রথা অনুসারে উপ-প্রতিনিধি নিয়োগ হইতে পারে, বা প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি অনুসারে উপ-প্রতিনিধি অবশ্যই নিয়োগ হইতে পারে।

---

[১] "করাচি" শব্দের পরিবর্তে "চট্টগ্রাম" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৯১।**"উপ-প্রতিনিধি" এর সংজ্ঞা**।- "উপ-প্রতিনিধি"হইতেছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি প্রতিনিধিত্বের কাজে মূল প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাহার নিয়ন্ত্রণে কার্য করেন।

১৯২। **যথাযথভাবে নিযুক্ত উপ-প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্বকরণ**।- যেক্ষেত্রে কোনো উপ-প্রতিনিধি যথাযথভাবে নিযুক্ত হন, সেইক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, উপ-প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং তিনি নিয়োগকারী কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি হইলে তাহার কাজের জন্য যেরূপ বাধ্য ও দায়ী হইতেন সেইরূপ বাধ্য ও দায়ী হইবেন।

উপ-প্রতিনিধির জন্য প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব।- উপ-প্রতিনিধির কাজের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগকারীর নিকট দায়ী হইবেন।

উপ-প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব।- উপ-প্রতিনিধি, প্রতারণা বা ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যতীত, তাহার কাজের জন্য প্রতিনিধির নিকট দায়ী হইবেন, নিয়োগকারীর নিকট নহে।

১৯৩। **ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে নিযুক্ত উপ-প্রতিনিধির জন্য প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব**।- যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিনিধির উপ-প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো উপ-প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়োগকারী ও প্রতিনিধি সম্পর্কে পরিণত হয়, এবং তাহার কাজের জন্য তিনি নিয়োগকারী ও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দায়ী হইবেন; এইরূপভবে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা নিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্ব করা যাইবে না বা নিয়োগকারী দায়ী হইবেন না, কিংবা ঐ ব্যক্তি নিয়োগকারীর নিকট দায়ী হইবেন না।

১৯৪। **প্রতিনিধিত্ব কারবারে কার্য করিবার জন্য প্রতিনিধি কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি ও নিয়োগকারীর সম্পর্ক**।-যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিনিধি, প্রতিনিধিত্ব কারবারে নিয়োগকারীর কার্য করিবার জন্য অপর কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার ব্যক্ত বা নিহিত ক্ষমতা রাখেন, এবং অনুরূপভাবে তিনি অপর কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি উপ-প্রতিনিধি নহেন, বরং প্রতিনিধিত্ব কারবারের যে অংশ তাহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে সেই অংশের জন্য তিনি হইতেছেন নিয়োগকারীর প্রতিনিধি।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার আইনজীবী খ-কে তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করিবার, এবং তজ্জন্য একজন নিলামকারী নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেন। খ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ কে নিলামকারী মনোনীত করেন। গ উপ-প্রতিনিধি নয়, বরং বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক এর প্রতিনিধি।

(খ) গ এন্ড কোং এর নিকট হইতে ক এর পাওনা অর্থ আদায় করিবার জন্য ক চট্টগ্রামে খ নামক একজন ব্যবসায়ীকে ক্ষমতা প্রদান করেন। খ ঘ নামক আইনজীবীকে গ এন্ড কোং এর বিরুদ্ধে অর্থ আদায়ের জন্য আইনগত কার্যধারা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘ উপ-প্রতিনিধি নয়, বরং ক এর আইনজীবী।

১৯৫। **এইরূপ ব্যক্তি মনোনয়ন করিলে প্রতিনিধির দায়িত্ব**।- কোনো প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারীর জন্য এইরূপ প্রতিনিধিকে মনোনয়নের সময় সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহার নিজের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রজ্ঞা প্রয়োগ করিতেন সেই একই পরিমাণ প্রজ্ঞা প্রয়োগ করিতে বাধ্য; এবং, যদি তিনি ইহা করেন, তাহা হইলে এইরূপ মনোনীত প্রতিনিধির কোনো কাজের বা অবহেলার জন্য নিয়োগকারীর নিকট দায়ী হইবেন না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ নামক একজন ব্যবসায়ীকে তাহার জন্য একটি জাহাজ ক্রয় করিবার নির্দেশনা প্রদান করেন। ক এর জন্য একটি জাহাজ পছন্দ করিবার জন্য খ খ্যাতিমান একজন জাহাজ সার্ভেয়ারকে নিয়োগ করেন। সার্ভেয়ার অবহেলার সহিত জাহাজটি পছন্দ করেন এবং জাহাজটি

সমুদ্র পথে চলিবার অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক এর নিকট খ নয়, বরং সার্ভেয়ার দায়ী হইবেন।

(খ) ক খ নামক একজন ব্যবসায়ীকে বিক্রয়ের জন্য কিছু পণ্য সমর্পণ করেন। খ যথাসময়ে, ক এর পণ্য বিক্রয়ের জন্য একজন সুনামের অধিকারী নিলামকারীকে নিয়োগ করেন, এবং নিলামকারীকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে নিলামকারী বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব প্রদান না করিয়া দেউলিয়া হইয়া যান। খ বিক্রয়লব্ধ অর্থের জন্য ক এর নিকট দায়ী হইবেন না।

অনুমোদন

১৯৬। **কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা প্রদান ছাড়া তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদন করা হইলে, উক্ত ব্যক্তির অধিকার, অনুমোদনের ফলাফল**।— যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির পক্ষে, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতে বা ক্ষমতা প্রদান ছাড়া, কার্য সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে তিনি এইরূপ কার্য সম্পাদনের অনুমোদন বা অস্বীকার করিতে পারিবেন। যদি তিনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে উহা তাহার ক্ষমতাবলে সম্পাদিত হইলে যেরূপ ফলাফল হইত সেই একইরূপ ফলাফল হইবে।

১৯৭। **অনুমোদন ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে**।- যে ব্যক্তির পক্ষে কার্য সম্পাদন করা হয়, তাহার আচরণের মাধ্যমে অনুমোদন ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক, ক্ষমতা ব্যতীত, খ এর জন্য পণ্য ক্রয় করেন। পরবর্তীতে খ তাহার নিজের পণ্য মনে করিয়া গ এর নিকট বিক্রি করেন; খ এর আচরণ হইতে ক এর দ্বারা তাহার জন্য পণ্য ক্রয় অনুমোদন বুঝায়।

(খ) ক, ক্ষমতা ব্যতীত, খ এর অর্থ গ-কে ঋণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে খ, গ এর নিকট হইতে ঐ অর্থের জন্য সুদ গ্রহণ করেন। খ এর আচরণ হইতে ঋণে তাহার অনুমোদন বুঝায়।

১৯৮। **বৈধ অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান**।- যদি ঘটনা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি দ্বারা কোনো বৈধ অনুমোদন করা যাইবে না।

১৯৯। **কোনো লেনদেনের অংশবিশেষের ক্ষমতাহীন কাজের অনুমোদনের ফলাফল**।- কোনো ব্যক্তি তাহার পক্ষে ক্ষমতাহীনভাবে সম্পাদিত কার্য অনুমোদন করিলে সেই কার্য যে লেনদেনের অংশবিশেষ সেই লেনদেনকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন।

২০০। **ক্ষমতাহীন কাজের অনুমোদন তৃতীয় ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির পক্ষে, এইরূপ ব্যক্তির ক্ষমতা ব্যতীত, কোনো কার্য সম্পাদন করা হয়, যদি, ক্ষমতাবলে উহা সম্পাদন করা হইত, তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইত, বা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কোনো অধিকার বা স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে অনুমোদনের মাধ্যমে সেইরূপ ফলাফল লাভ করিতে দেওয়া যাইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক, খ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া, গ এর দখলে থাকা খ এর কোনো অস্থাবর সম্পত্তি গ এর নিকট হইতে, খ এর পক্ষে, সমর্পণ করিবার দাবি করেন। খ কর্তৃক এই দাবি অনুমোদন করা যাইবে না, যাহাতে সমপর্ণে অস্বীকৃতির জন্য লোকসানের কারণে গ-কে দায়ী করা যায়।

(খ) ক, খ এর নিকট হইতে তিন মাসের নোটিশে অবসানযোগ্য একটি লিজ গ্রহণ করেন। গ, একজন অননুমোদিত ব্যক্তি, অবসানের জন্য ক-কে নোটিশ প্রদান করেন। খ কর্তৃক নোটিশটি অনুমোদন করা যাইবে না, যাহাতে ক এর উপর বাধ্যকর হয়।

ক্ষমতা প্রত্যাহার

২০১। **প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি**।- প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয় নিয়োগকারী কর্তৃক তাহার ক্ষমতা প্রত্যাহারের মাধ্যমে; বা প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিনিধিত্বের কার্য পরিহারের মাধ্যমে; বা প্রতিনিধিত্বের কার্য সমাপ্তির মাধ্যমে; বা নিয়োগকারী বা প্রতিনিধির মধ্যে কাহারো মৃত্যু বা অপ্রকৃতিস্থ হইবার মাধ্যমে; বা আপাতত বলবৎ আইনের বিধানের অধীন দেউলিয়া দেনাদারদের প্রতিকারের জন্য নিয়োগকারীর দেউলিয়া হইবার মাধ্যমে।

২০২। **বিষয়বস্তুতে প্রতিনিধির স্বার্থ জড়িত থাকিবার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি**।- যেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্তু যে সম্পত্তি উহাতে প্রতিনিধির নিজের স্বার্থ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ব্যক্ত চুক্তি না থাকিলে, এইরূপ স্বার্থ বিপন্ন করিয়া প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটানো যাইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার জমি বিক্রি করিবার এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ক এর কাছে খ এর পাওনা ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য খ কে ক্ষমতা প্রদান করেন। ক এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না, কিংবা তাহার মৃত্যু বা মস্তিস্ক বিকৃতি দ্বারা ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না।

(খ) ক, খ-কে ১,০০০ বেল তুলা সমর্পণ করেন, যিনি এই তুলার জন্য তাহাকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, খ এই তুলা বিক্রি করিবেন, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ নিজেই পরিশোধ করিবেন। ক এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না, কিংবা তাহার মৃত্যু বা মস্তিস্ক বিকৃতি দ্বারা ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না।

২০৩। **যখন নিয়োগকারী প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন**।- পূর্ববর্তী ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিনিধি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিয়োগকারীকে বাধ্য করিবার পূর্বে যে কোনো সময় নিয়োগকারী ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২০৪। **আংশিকভাবে প্রয়োগ হওয়া ক্ষমতা প্রত্যাহার**।- ক্ষমতা আংশিকভাবে প্রয়োগ হইবার পর প্রতিনিধিত্বের কৃত কার্য ও দায়িত্বের যে পর্যন্ত করা হইয়াছে নিয়োগকারী তাহার প্রতিনিধিকে প্রদত্ত ক্ষমতার সেই অংশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ

(ক) ক এর জন্য ১,০০০ বেল তুলা ক্রয় এবং খ এর কাছে থাকা ক এর অর্থ হইতে ইহার মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য খ কে ক্ষমতা অর্পণ করেন। খ ১,০০০ বেল তুলা নিজ নামে ক্রয় করেন যাহাতে মূল্যের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হন। তুলার মূল্য পরিশোধের বিষয়ে ক খ-এর ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(খ) ক এর জন্য ১,০০০ বেল তুলা ক্রয় এবং খ এর কাছে থাকা ক এর অর্থ হইতে ইহার মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য খ কে ক্ষমতা অর্পণ করেন। খ ১,০০০ বেল তুলা ক এর নামে ক্রয় করেন, যাহাতে মূল্যের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করেন নাই। ক তুলার মূল্য পরিশোধ করিবার খ-এর ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২০৫। **নিয়োগকারী কর্তৃক প্রত্যাহার বা প্রতিনিধি কর্তৃক পরিত্যাগ করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ**।- যেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চলমান থাকিবার জন্য কোনো ব্যক্ত বা নিহিত চুক্তি থাকে, সেইক্ষেত্রে ঐ

সময়ের পূর্বেই যথাযথ নোটিশ ব্যতীত প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার বা পরিত্যাগ করা হইলে, নিয়োগকারী প্রতিনিধিকে বা,ক্ষেত্রমত, প্রতিনিধি নিয়োগকারীকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২০৬। **প্রত্যাহার বা পরিত্যাগের নোটিশ**।- এইরূপ প্রত্যাহার বা পরিত্যাগের জন্য অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; অন্যথায় ইহার ফলে নিয়োগকারী বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিনিধির ক্ষতি সাধিত হইলে, একজন অপরজনকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২০৭। **প্রত্যাহার এবং পরিত্যাগ ব্যক্ত বা নিহিত হইতে পারিবে**।- প্রত্যাহার এবং পরিত্যাগ ব্যক্ত হইতে পারিবে বা নিয়োগকারী বা প্রতিনিধির পারস্পরিক আচরণের মাধ্যমে নিহিত হইতে পারিবে।

উদাহরণ

ক তাহার বাড়ি ভাড়া প্রদান করিবার জন্য খ কে ক্ষমতা প্রদান করেন। পরে ক নিজেই ভাড়া প্রদান করেন। ইহা খ এর ক্ষমতার নিহিত প্রত্যাহার।

২০৮। **প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখন কার্যকর হয়**।- প্রতিনিধির অবগতিতে না আসা পর্যন্ত প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে না বা তৃতীয় ব্যক্তির অবগতিতে না আসা পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য খ কে নির্দেশ প্রদান করেন, এবং পণ্যের বিক্রয়কৃত অর্থের পাঁচ শতাংশ খ কে কমিশন হিসাবে প্রদান করিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে ক চিঠির মাধ্যমে খ এর ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন। চিঠি পাঠাইবার পর, কিন্তু ইহা পাইবার পূর্বে খ সেই পণ্য ১০০ টাকায় বিক্রি করেন। বিক্রয়টি ক এর উপর বাধ্যকর, এবং খ তাহার কমিশন হিসাবে পাঁচ টাকা প্রাপ্য হইবেন।

(খ) ক ঢাকা হইতে চিঠির মাধ্যমে [১][রাজশাহী] তে খ-কে গুদামে রাখা তাহার কিছু তুলা বিক্রয় করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, এবং পরবর্তীতে ক চিঠির মাধ্যমে তাহার বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন, এবং তুলা ঢাকায় পাঠাইবার জন্য খ কে নির্দেশ প্রদান করেন। খ দ্বিতীয় চিঠি পাঠাইবার পর, গ এর সহিত যিনি প্রথম চিঠি সম্পর্কে অবগত, কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পর্কে অবগত নহেন, তাহার নিকট তুলা বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তি আবদ্ধ হন। গ, খ-কে অর্থ প্রদান করেন, যাহা লইয়া খ পলাতক হন। ক এর অনুকূলে গ এর অর্থ প্রদান সঠিক হইয়াছে।

(গ) গ কে কিছু অর্থ প্রদান করিবার জন্য ক তাহার প্রতিনিধি খ কে নির্দেশ প্রদান করেন। ক এর মৃত্যু হয় এবং ঘ তাহার উইলের প্রবেট গ্রহণ করেন। ক এর মৃত্যুর পরে, কিন্তু খ উহা শুনিবার পূর্বে খ গ-কে ঐ অর্থ প্রদান করেন। নির্বাহক ঘ এর প্রতিকূলে পরিশোধ যথাযথ হইবে।

২০৯। **নিয়োগকারীর মৃত্যু বা অপ্রকৃতিস্থতার কারণে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তির পর প্রতিনিধির দায়িত্ব**।- যখন নিয়োগকারীর মৃত্যু বা অপ্রকৃতিস্থতার কারণে কোনো প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয় তখন প্রতিনিধি তাহার মৃত নিয়োগকারীর উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে তাহার প্রতি অর্পিত স্বার্থসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধ্য।

২১০। **উপ-প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি**।- প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তির কারণে (প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি সংক্রান্ত বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে) তাহার দ্বারা নিযুক্ত উপ-প্রতিনিধির ক্ষমতারও পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

---

[১] "করাচি" শব্দের পরিবর্তে "রাজশাহী" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

নিয়োগকারীর প্রতি প্রতিনিধির কর্তব্য

২১১। **নিয়োগকারীর ব্যবসা পরিচালনা করা প্রতিনিধির কর্তব্য**।- প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী, বা, এইরূপ নির্দেশনার অবর্তমানে প্রতিনিধি যে স্থানে ব্যবসা পরিচালনা করেন সেই স্থানে একই ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে যে রীতি প্রচলিত রহিয়াছে সেই রীতি অনুসারে ব্যবসা পরিচালনা করিতে বাধ্য। প্রতিনিধি অন্যরূপ করিলে, যদি কোনো ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার নিয়োগকারীকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন, এবং যদি কোনো লাভ হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ইহার হিসাব প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক নামক একজন প্রতিনিধি খ এর ব্যবসা পরিচালনার কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন, যেখানে ব্যবসার নিয়ম হইতেছে, হাতে যখন যে টাকা থাকিবে উহা সময় সময় সুদে খাটানো। ক এইরূপ টাকা বিনিয়োগ করা হইতে বিরত থাকেন। খ কে এইরূপ টাকা বিনিয়োগ দ্বারা সাধারণভাবে প্রাপ্ত সুদ ক অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(খ) খ, একজন দালাল, যাহার ব্যবসায় বাকিতে বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, ক এর পণ্য সামগ্রী গ এর নিকট বাকীতে বিক্রয় করেন; যাহার ঋণ তখন অনেক বেশি ছিল। বাকি আদায়ের পূর্বে গ দেউলিয়া হইয়া পড়েন। খ, ক-কে এই ক্ষতির জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২১২। **প্রতিনিধির নিকট হইতে দক্ষতা ও প্রজ্ঞা আবশ্যক**।- প্রতিনিধির দক্ষতার অভাব সম্পর্কে নিয়োগকারী অবগত না থাকিলে, এইরূপ ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত যে পরিমাণ দক্ষতার অধিকারী হন একজন প্রতিনিধি সেই পরিমাণ দক্ষতার সহিত প্রতিনিধিত্ব ব্যবসা পরিচালনা করিতে বাধ্য। প্রতিনিধি সব সময় যুক্তিসঙ্গত প্রজ্ঞার সহিত কার্য করিবেন, এবং তিনি যে দক্ষতার অধিকারী উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য; এবং নিজের অবহেলা, অদক্ষতা বা অসদাচরণের প্রত্যক্ষ ফলাফল সম্পর্কে তিনি তাহার নিয়োগকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য, কিন্তু অবহেলা, অদক্ষতা বা অসদাচরণের পরোক্ষ বা দূরবর্তী কারণে সংঘটিত লোকসান বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নহেন।

উদাহরণ

(ক) ক, চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ী, এর লন্ডনে খ নামক একজন প্রতিনিধি আছেন, যাহার নিকট ক এর হিসাব ক-কে প্রদান করিবার নির্দেশনাসহ কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। খ উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ঐ অর্থ নিজের কাছে রাখিয়া দেন। ক অর্থ না পাইবার কারণে দেউলিয়া হন। খ ঐ অর্থ এবং যেইদিন উহা পরিশোধ করিতে হইত, সেইদিন হইতে স্বাভাবিক হারে সুদ এবং আরও কোনো ক্ষতি যেমন- বিনিময় হারের পরিবর্তনের জন্য দায়ী হইবেন, কিন্তু আর কিছুর জন্য দায়ী হইবেন না।

(খ) বাকীতে বিক্রয় করিবার ক্ষমতার অধিকারী ক নামক একজন প্রতিনিধি খ এর আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে যথাযথ ও স্বাভাবিক অনুসন্ধান না করিয়াই খ এর নিকট বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেন। খ এইরূপ বিক্রয়ের সময় দেউলিয়া ছিলেন। ইহার জন্য কোনো ক্ষতি হইয়া থাকিলে ক অবশ্যই তাহার নিয়োগকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(গ) ক নামক একজন বীমার দালাল একটি জাহাজ বীমা করিবার জন্য খ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পলিসিতে সাধারণ দফাসমূহ সন্নিবেশিত হইল কিনা উহা দেখা হইতে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে জাহাজটি ধ্বংস হইয়া যায়। দফাগুলি বাদ যাইবার কারণে বীমাকারীর নিকট হইতে কিছুই আদায় করা যায় নাই। ক, খ-কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

(ঘ) ক, ইংল্যান্ডের একজন ব্যবসায়ী, [১][চট্টগ্রাম] এ তাহার প্রিতিনিধি খ-কে, যিনি প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন, কোনো জাহাজযোগে তাহার নিকট ১০০ বেল তুলা পাঠাইবার নির্দেশ প্রদান করেন। তুলা পাঠাইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খ উহা করা হইতে বিরত থাকেন। জাহাজটি নিরাপদে ইংল্যান্ডে পৌঁছায়। জাহাজ আগমনের পরই তুলার দাম বৃদ্ধি পায়। জাহাজ আগমনের সময় ১০০ বেল তুলার মাধ্যমে ক যে মুনাফা অর্জন করিতে পারিতেন ক খ-কে উহা প্রদান করিতে বাধ্য, কিন্তু উহার পরবর্তীতে বৃদ্ধির দ্বারা কোনো মুনাফার জন্য নয়।

২১৩। **প্রতিনিধির হিসাব**।- প্রতিনিধি চাহিবামাত্র তাহার নিয়োগকারীকে যথাযথ হিসাব প্রদান করিতে বাধ্য।

২১৪। **নিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ করা প্রতিনিধির কর্তব্য**।- কোনো অসুবিধার ক্ষেত্রে, নিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ করা এবং তাহার নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা চালানো প্রতিনিধির কর্তব্য।

২১৫। **নিয়োগকারীর সম্মতি ব্যতীত প্রতিনিধি নিজের ইচ্ছামত প্রতিনিধিত্বের কার্য করিলে নিয়োগকারীর অধিকার**।- কোনো প্রতিনিধি যদি প্রথমে তাহার নিয়োগকারীর পূর্ব সম্মতি গ্রহণ না করিয়া এবং বিষয় সম্পর্কে তাহার জানা সকল বাস্তব অবস্থা নিয়োগকারীকে অবগত না করিয়া, প্রতিনিধিত্বের কার্যকে নিজের বলিয়া চালু রাখেন, তাহা হইলে যদি দেখা যায় যে, কোনো প্রকৃত ঘটনা প্রতিনিধি কর্তৃক তাহার নিকট অসৎভাবে গোপন রাখা হইয়াছে বা প্রতিনিধির লেনদেন নিয়োগকারীর পক্ষে অসুবিধাজনক, তাহা হইলে নিয়োগকারী লেনদেন বাতিল করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার ভূ-সম্পত্তি খ-কে বিক্রয় করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। খ ভূ-সম্পত্তিটি গ এর নামে নিজে ক্রয় করেন। নিজের জন্য খ সম্পত্তিটি ক্রয় করিয়াছেন ক উহা উৎঘাটনের পর যদি দেখাইতে পারেন যে, খ কোনো প্রকৃত ঘটনা অসৎভাবে গোপন রাখিয়াছেন বা তাহার জন্য অসুবিধাজনক হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি বিক্রয়টি অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(খ) ক তাহার ভূ-সম্পত্তি খ-কে বিক্রয় করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। খ সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার পূর্বে পর্যবেক্ষণ করিয়া সম্পত্তিতে একটি খনি খুঁজিয়া পান, যাহা ক এর অজানা ছিল। খ ক-কে জানান যে, ভূ-সম্পত্তিটি তিনি নিজ নামে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু খনি আবিষ্কারের কথা গোপন রাখেন। ক খনির অস্তিত্ব সম্পর্কে না জানিয়া খ-কে ক্রয় করিবার অনুমিতি প্রদান করেন। খ যে সময় সম্পত্তিটি ক্রয় করেন তখন খনির বিষয়টি জানিতেন ইহা উৎঘাটনের পর ক নিজের ইচ্ছামত বিক্রয়টি অস্বীকার করিতে বা মানিয়া লইতে পারিবেন।

২১৬। **প্রতিনিধিত্বের কর্মে নিজের জন্য কার্য করিয়া প্রতিনিধি কোনো সুবিধা লাভ করিলে নিয়োগকারী উহা লাভ করিবার অধিকারী**।- যদি কোনো প্রতিনিধি, নিয়োগকারীর অজ্ঞাতে, প্রতিনিধিত্বের কর্মে নিয়োগকারীর পক্ষে কার্য না করিয়া নিজের পক্ষে কার্য করেন, তাহা হইলে নিয়োগকারী লেনদেন হইতে সৃষ্ট ফলাফলের সুবিধা প্রতিনিধির নিকট হইতে দাবি করিবার অধিকারী।

উদাহরণ

ক তাহার প্রতিনিধি খ কে তাহার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাড়ি ক্রয় করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। খ ক-কে বলেন যে, বাড়িটি ক্রয় করা যাইবে না, এবং তিনি ইহা নিজের জন্য ক্রয় করেন। খ বাড়িটি ক্রয় করিয়াছেন উহা উৎঘাটনের পর খ যে মূল্যে উহা ক্রয় করিয়াছেন সেই মূল্যে ক এর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

---

[১] "করাচি" শব্দের পরিবর্তে "চট্টগ্রাম" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২১৭। **নিয়োগকারীর প্রাপ্ত অর্থ হইতে প্রতিনিধির অর্থ রাখিবার অধিকার**।- প্রতিনিধি, প্রতিনিধিত্বের ব্যবসা পরিচালনায় তাহার দেওয়া অগ্রিম টাকা বা যথাযথভাবে ব্যয়িত অর্থ, এবং প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিবার জন্য তাহাকে প্রদেয় পারিশ্রমিক বাবদ তাহার প্রাপ্য অর্থ, প্রতিনিধিত্বের ব্যবসায়ে নিয়োগকারীর পক্ষে প্রাপ্ত অর্থ হইতে রাখিতে পারিবেন।

২১৮। **নিয়োগকারীর জন্য গৃহীত অর্থ পরিশোধ করা প্রতিনিধির দায়িত্ব**।- এইরূপ কর্তন সাপেক্ষে, প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারীর জন্য গৃহীত সকল অর্থ তাহাকে পরিশোধ করিতে বাধ্য।

২১৯। **প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কখন প্রাপ্য হয়**।- কোনো বিশেষ চুক্তির অবর্তমানে, কোনো কার্য পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সেই কার্য সম্পাদনের অর্থ প্রতিনিধির প্রাপ্য হয় না; তবে একজন প্রতিনিধি বিক্রিত পণ্য হইতে প্রাপ্ত অর্থ আটক রাখিতে পারিবেন যদিও বিক্রয়ের জন্য তাহার নিকট প্রেরিত সকল পণ্য বিক্রয় না হইয়া থাকে, বা প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে।

২২০। **অসদাচরণের জন্য প্রতিনিধি পারিশ্রমিকের অধিকারী নহেন**।- প্রতিনিধিত্ব কর্মে অসদাচরণের দোষে দোষী প্রতিনিধি ব্যবসায়ের যে অংশে অসদাচরণ করিয়াছেন সেই অংশে তিনি কোনো পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী নহেন।

উদাহরণ

(ক) গ এর নিকট হইতে ১,০০,০০০ টাকা আদায় ও ভালো জামানতে খাটাইবার জন্য ক খ-কে নিয়োগ করেন। খ ১,০০,০০০ টাকা আদায় করেন এবং ৯০,০০০ টাকা ভালো জামানতে খাটান। কিন্তু ১০,০০০ টাকা এমন জামানতে খাটান, যাহা তাহার খারাপ বলে জানা উচিত ছিল এবং সেইখানে ক এর ২,০০০ টাকা ক্ষতি হয়। খ ১০,০০০ টাকা আদায় এবং ৯০,০০০ টাকা খাটানোর জন্য পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী।তিনি ১০,০০০ টাকা খাটানোর জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী নহেন, এবং তিনি অবশ্যই খ-কে ২,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(খ) গ এর নিকট হইতে ১,০০০ টাকা আদায় করিবার জন্য ক, খ-কে নিয়োগ করেন। খ এর অসদাচরণের জন্য অর্থ আদায় হয় না। খ তাহার কোনো কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী নহেন, এবং অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২২১। **নিয়োগকারীর সম্পত্তিতে প্রতিনিধির পূর্বস্বত্ব**।- ভিন্নরূপ কোনো চুক্তির অবর্তমানে, প্রতিনিধি, তৎকর্তৃক গৃহীত নিয়োগকারীর পণ্য, কাগজপত্র ও অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে প্রদেয় কমিশন, খরচ ও এতৎসংক্রান্ত সেবা বাবদ তাহার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বা হিসাব না দেওয়া পর্যন্ত, আটক রাখিতে পারিবেন।

প্রতিনিধির প্রতি নিয়োগকারীর কর্তব্য

২২২। **প্রতিনিধিকে আইনগত কর্মের ফলাফল হইতে দায়মুক্তি প্রদান করিতে হইবে**।- নিয়োগকারী প্রতিনিধিকে তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে সম্পাদিত সকল আইনগত কর্মের ফলাফল হইতে দায়মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য।

উদাহরণ

(ক) চট্টগ্রামের ক এর নির্দেশনা অনুসারে সিঙ্গাপুরে খ গ-এর সহিত তাহার নিকট কতিপয় পণ্য সরবরাহের জন্য চুক্তি করেন। ক, খ-এর নিকট পণ্য প্রেরণ করেন নাই, এবং গ চুক্তিভঙ্গের জন্য খ এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। খ, ক-কে মামলা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ক তাহাকে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন। খ সে অনুসারে কার্য করেন এবং ক্ষতি

ও খরচাদি প্রদান করিতে বাধ্য হন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সম্মুখীন হন। এইরূপ ক্ষতি, খরচ ও ব্যয়ের জন্য ক, খ এর নিকট দায়ী।

(খ) খ নামক চট্টগ্রামের একজন দালাল ক নামক সেখানকার একজন ব্যবসায়ীর আদেশে ক এর জন্য ১০ পিপা তৈল ক্রয় করিবার জন্য গ এর সহিত চুক্তি করেন। পরবর্তীতে ক তৈল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, এবং গ, খ এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। খ, ক-কে উহা অবহিত করেন, যিনি চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। খ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন, এবং ক্ষতি ও খরচাদি প্রদান করিতে বাধ্য হন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সম্মুখীন হন। এইরূপ ক্ষতি, খরচ ও ব্যয়ের জন্য ক, খ এর নিকট দায়ী।

২২৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের ফলাফলের জন্য প্রতিনিধি দায়মুক্তি পাইবেন**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, এবং প্রতিনিধি সেই কার্য সরল বিশ্বাসের সহিত সম্পাদন করেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী ঐ কার্যের ফলাফলের জন্য প্রতিনিধিকে দায়মুক্তি প্রদানে বাধ্য, যদিও উহা তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করে।

উদাহরণ

(ক) ক ডিক্রিধারী ও খ এর পণ্য ক্রোক করিবার অধিকারী, খ এর পণ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া আদালতে জনৈক কর্মকর্তাকে ক কিছু পণ্য আটক করিবার দাবি জানান। কর্মকর্তা পণ্যগুলি আটক করেন, এবং পণ্যের প্রকৃত মালিক গ দ্বারা মামলায় অভিযুক্ত হন। ক এর নির্দেশনা পালন করিবার জন্য কর্মকর্তাটি যে পরিমাণ অর্থ গ কে প্রদান করিতে বাধ্য হন, উহা ক পরিশোধ করিতে বাধ্য।

(খ) ক এর অনুরোধে খ, ক-এর দখলে থাকা পণ্য বিক্রি করেন, কিন্তু উহা হস্তান্তর করিবার কোনো অধিকার ক এর ছিল না। খ ইহা জানিত না এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ক কে প্রদান করেন। পরবর্তীতে পণ্যের প্রকৃত মালিক গ খ এর বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং পণ্যের জন্য মূল্য ও খরচাদি আদায় করেন। খ, গ-কে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং নিজে যে ব্যয় করিয়াছেন উহা ক ক্ষতিপূরণ হিসাবে খ-কে পরিশোধ করিতে বাধ্য।

২২৪। **প্রতিনিধির ফৌজদারি অপরাধের জন্য নিয়োগকারীর দায়হীনতা**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে ফৌজদারি অপরাধমূলক কার্য করিবার জন্য নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী ঐ কর্যের ফলাফলের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে, জন্য প্রতিনিধিকে দায়মুক্তি প্রদানের জন্য তাহার নিকট দায়ী হইবেন না।

উদাহরণ

(ক) ক, গ-কে শারীরিক আঘাত করিবার জন্য খ কে নিয়োগ করেন এবং কাজের ফলাফলের জন্য তাহাকে দায়মুক্তি প্রদান করিতে সম্মত হন। অতপর খ গ কে আঘাত করেন এবং তজ্জন্য গ কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। ক ঐরূপ ক্ষতির জন্য খ কে দায়মুক্তি প্রদান করিতে দায়ী হইবেন না।

(খ) ক এর অনুরোধে, খ, একটি সংবাদপত্রের মালিক, তাহার পত্রিকায় গ এর কুৎসা বিষয়ক খবর প্রকাশ করেন, এবং ক এইরূপ প্রকাশনার ফলাফলের জন্য খ-কে দায়মুক্তি প্রদান করিতে এবং এতৎসম্পর্কিত মামলার সকল খরচ ও ক্ষতি বহন করিতে সম্মত হন। গ কর্তৃক খ অভিযুক্ত হন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন ও ব্যয়ের সম্মুখীন হন। খ কে দায়মুক্তি প্রদান করিতে ক দায়ী হইবেন না।

২২৫। **নিয়োগকারীর অবহেলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিনিধির ক্ষতিপূরণ**।- নিয়োগকারীর অবহেলা বা অদক্ষতার জন্য প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নিয়োগকারী তাহার প্রতিনিধিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

উদাহরণ

ক বাড়ি নির্মাণের জন্য খ কে রাজমিস্ত্রি হিসাবে নিয়োগ করেন, এবং নিজেই মাচা তৈরি করেন। মাচাটি অদক্ষতার সহিত তৈরি হইয়াছিল, এবং ফলশ্রুতিতে খ আহত হন। ক খ-কে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

তৃতীয় ব্যক্তির সহিত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের প্রভাব

২২৬। **প্রতিনিধির চুক্তি বলবৎকরণ এবং ফলাফল**।-প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তি, এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পাদিত কার্য হইতে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা এমনভাবে বলবৎ হইবে এবং এইরূপ আইনগত ফলাফলের সৃষ্টি হইবে যেন তাহার নিয়োগকারী স্বয়ং উক্ত চুক্তি ও কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

উদাহরণ

(ক) নিয়োগকারীকে না চিনিয়া, খ-কে ঐ পণ্য বিক্রয়ের প্রতিনিধি মনে করিয়া, ক তাহার নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করেন। ক এর নিকট খ এর নিয়োগকারী পণ্যের মূল্য দাবি করিতে পারিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ক উক্ত দাবির বিরুদ্ধে খ এর নিকট তাহার নিজের প্রাপ্য অর্থের জন্য পাল্টা দাবি উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

(খ) খ এর পক্ষে অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া খ এর প্রতিনিধি ক, গ এর নিকট হইতে খ এর প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করেন। গ উক্ত অর্থ খ কে প্রদানের পর তাহার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।

২২৭। **প্রতিনিধির ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যের জন্য নিয়োগকারী কতটুকুন দায়ী**।- যখন কোনো প্রতিনিধি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক কিছু করেন, এবং তাহার ক্ষমতার মধ্যে সম্পাদিত কার্যের অংশ ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যের অংশ হইতে পৃথক করা যায়, তখন কেবল তাহার ক্ষমতার মধ্যে সম্পাদিত কার্য তিনি এবং তাহার নিয়োগকারীর মধ্যে বাধ্যকর হইবে।

উদাহরণ

ক একটি জাহাজ ও পণ্যের মালিক হিসাবে খ কে ৪,০০০ টাকার একটি জাহাজি বীমা করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। খ ৪,০০০ টাকার একটি জাহাজি বীমা করেন এবং পণ্যের উপর একই পরিমাণ টাকার একটি বীমা করেন। ক জাহাজি বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করিতে বাধ্য, কিন্তু পণ্যের বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করিতে বাধ্য নহেন।

২২৮। **প্রতিনিধির ক্ষমতা বহির্ভূত কার্য যখন পৃথক করিবার যোগ্য নয় তখন নিয়োগকারী উহা মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন**।- যখন কোনো প্রতিনিধি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক কিছু করেন, এবং তাহার ক্ষমতার মধ্যে সম্পাদিত কাজের অংশ ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের অংশ হইতে পৃথক করা না যায়, তখন নিয়োগকারী উহা মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন।

উদাহরণ

ক তাহার জন্য ৫০০ ভেড়া ক্রয় করিবার জন্য খ কে ক্ষমতা প্রদান করেন। খ ৫০০ ভেড়া ও ২০০ ভেড়ার বাচ্চা একই পরিমাণ ৬,০০০ টাকায় ক্রয় করেন। ক সম্পূর্ণ লেনদেনটি প্রত্যাখান করিতে পারিবেন।

২২৯। **প্রতিনিধির প্রতি প্রদত্ত নোটিশের ফলাফল**।- নিয়োগকারীর পক্ষে ব্যবসায়িক লেনদেনকালে কোনো প্রতিনিধি যদি কোনো নোটিশ প্রাপ্ত হন বা কোনো তথ্য লাভ করেন, তাহা হইলে উহা নিয়োগকারী এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে লেনদেনের এইরূপ আইনানুগ ফলাফল হয় যেন নিয়োগকারী স্বয়ং ঐ নোটিশ পাইয়াছেন বা তথ্য অবগত হইয়াছেন।

উদাহরণ

(ক) গ যে পণ্যের দৃশ্যমান মালিক এইরূপ কিছু পণ্য গ এর নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য ক খ কর্তৃক নিযুক্ত হন, এবং সে অনুসারে উহা ক্রয় করেন। বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের সময় ক জানিতে পারেন যে, পণ্যের প্রকৃত মালিক ঘ, কিন্তু খ বিষয়টি অবগত নহেন। খ পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য গ এর নিকট প্রাপ্য ঋণের পাল্টা দাবি উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

(খ) গ যে পণ্যের দৃশ্যমান মালিক এইরূপ কিছু পণ্য গ এর নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য ক খ কর্তৃক নিযুক্ত হন। ক প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্তির পূর্বে গ এর কর্মচারী ছিলেন এবং তখন জানিতেন যে, পণ্যের প্রকৃত মালিক ঘ, কিন্তু খ বিষয়টি অবগত নহেন। প্রতিনিধির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও খ পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য গ এর নিকট প্রাপ্য ঋণের পাল্টা দাবি উত্থাপন করিতে পারিবেন।

২৩০। **নিয়োগকারীর পক্ষে প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে চুক্তি কার্যকর করিতে পারিবেন না বা উহা দ্বারা তিনি বাধ্য নহেন**।- বিপরীত কোনো চুক্তির অবর্তমানে, কোনো প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারীর পক্ষে কোনো চুক্তি সম্পাদন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে উহা কার্যকর করিতে পারিবেন না বা চুক্তি অনুসারে তিনি কার্য করিতে বাধ্য নহেন।

বিপরীত কোনো চুক্তির অনুমান।- নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এইরূপ চুক্তির অনুমান করা যাইবে:-

(১) যেক্ষেত্রে বিদেশে বসবাসরত কোনো ব্যবসায়ির পক্ষে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হয়;

(২) যেক্ষেত্রে প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারীর নাম প্রকাশ করেন না;

(৩) যেক্ষেত্রে নিয়োগকারীর নাম প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না।

২৩১। **অপ্রকাশিত প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে অপর পক্ষের অধিকার**।- যদি কোনো প্রতিনিধি এমন কোনো ব্যক্তির সহিত চুক্তি করেন, যিনি তাহাকে প্রতিনিধি বলিয়া জানেন না বা প্রতিনিধি বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী চুক্তিটি প্রতিপালনের দাবি করিতে পারিবেন; কিন্তু প্রতিনিধি স্বয়ং নিয়োগকারী হইলে চুক্তির অপরপক্ষের জন্য তাহার উপর যেইরূপ অধিকার থাকিত, উক্ত নিয়োগকারীর উপরও সেইরূপ অধিকার থাকিবে।

যদি চুক্তিটি সম্পন্ন হইবার পূর্বে নিয়োগকারী নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে চুক্তির অপরপক্ষ ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে, যদি চুক্তির নিয়োগকারীকে তিনি পূর্বে চিনিতেন বা যদি বুঝিতেন যে, প্রতিনিধি মালিক নহেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তিটি সম্পাদন করিতেন না, তাহা হইলে এইক্ষেত্রে চুক্তির অপর পক্ষ চুক্তিটির প্রতিপালন সম্পন্ন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩২। **প্রতিনিধিকে নিয়োগকারী ভাবিয়া চুক্তি প্রতিপালন**।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বলিয়া জানেন না বা প্রতিনিধি বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই, এবং তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন, সেইক্ষেত্রে যদি নিয়োগকারী চুক্তি প্রতিপালনের দাবি করেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি এবং অপরপক্ষের মধ্যে ঐ চুক্তি অনুসারে যতটুকু অধিকার বা বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান শুধু ততটুকু কার্যকর করিবার দাবি করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

ক, যিনি খ এর নিকট ৫০০ টাকার ঋণী, ১,০০০ টাকা মূল্যের চাল খ এর নিকট বিক্রয় করেন। এই লেনদেনে ক, গ এর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন, কিন্তু খ ইহা জানেন না বা যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ করেন নাই। ক এর ঋণ সমন্বয় না করিয়া খ-কে ঐ চাল নিতে গ বাধ্য করিতে পারিবেন না।

২৩৩। **ব্যক্তিগতভাবে দায়ী প্রতিনিধির সহিত লেনদেনে জড়িত ব্যক্তির অধিকার**।- যেক্ষেত্রে প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, সেইক্ষেত্রে তাহার সহিত লেনদেনে জড়িত ব্যক্তি প্রতিনিধিকে বা তাহার নিয়োগকারীকে বা তাহাদের উভয়কে দায়ী করিতে পারিবেন।

উদাহরণ

ক ১০০ বেল তুলা বিক্রয় করিবার জন্য খ এর সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে জানিতে পারেন যে, গ এর প্রতিনিধি হিসাবে খ কার্য করিতেছেন। তুলার দামের জন্য খ বা গ বা উভয়ের বিরুদ্ধে ক মামলা করিতে পারিবেন।

২৩৪। **নিয়োগকারী বা প্রতিনিধি এককভাবে দায়ী হইবেন এই বিশ্বাসে প্ররোচিত করিবার ফলাফল**।- যেক্ষেত্রে প্রতিনিধির সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধিকে এইরূপ বিশ্বাসে কার্য করিতে প্ররোচিত করেন যে, ঐ কার্যের জন্য কেবল নিয়োগকারী দায়ী হইবেন বা নিয়োগকারীকে এইরূপ বিশ্বাসে কার্য করিতে প্ররোচিত করেন যে, ঐ কার্যের জন্য কেবল প্রতিনিধি দায়ী হইবেন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তীতে যথাক্রমে প্রতিনিধি বা নিয়োগকারীকে দায়ী করিতে পারিবেন না।

২৩৫। **ভান করা প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব**।- কোনো ব্যক্তি নিজেকে অন্য ব্যক্তির প্রতিনিধি বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান করেন এবং এইভাবে প্রতিনিধি সাজিয়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার সহিত লেনদেন করিতে প্ররোচিত করেন, সেইক্ষেত্রে তাহার কথিত নিয়োগকারী যদি তাহার কার্যের অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে এইরূপ লেনদেনের জন্য অপর ব্যক্তিকে যে সকল লোকসান বা ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

২৩৬। **প্রতিনিধির মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া চুক্তি সম্পাদনকারী চুক্তিটি কার্যকর করিবার অধিকারী নহেন**।- প্রতিনিধি মনে করিয়া যাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে যদি সেই ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসাবে কার্য না করিয়া প্রকৃতপক্ষে নিজের দায়িত্বে কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তিটি কার্যকর করিবার অধিকারী নহেন।

২৩৭। **প্রতিনিধির অননুমোদিত কার্য অনুমোদিত ছিল বিশ্বাসে প্ররোচিত করায় নিয়োগকারীর দায়-দায়িত্ব**।- যখন প্রতিনিধি, নিয়োগকারীর ক্ষমতা ব্যতীত, নিয়োগকারীর পক্ষে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সহিত লেনদেন করেন বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেন, তখন নিয়োগকারী তাহার কথা বা কার্য দ্বারা যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাসে কার্য করিতে প্ররোচিত করেন যে, অনুরূপ কার্য বা বাধ্যবাধকতা প্রতিনিধিকে প্রদত্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা হইলে নিয়োগকারী এইরূপ কার্য বা বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী হইবেন।

উদাহরণ

(ক) ক পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য খ এর নিকট সমর্পণ করেন, এবং উহা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের নিম্নে কোনো মূল্যে বিক্রি না করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। খ এর প্রতি নির্দেশনা সম্পর্কে গ জ্ঞাত না হইয়া ঐ পণ্য সংরক্ষিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য খ এর সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক এই চুক্তি দ্বারা বাধ্য হইবেন।

(খ) ক ফাঁকা পৃষ্ঠাঙ্কন করিয়া হস্তান্তরযোগ্য দলিল খ এর নিকট অর্পণ করেন। খ, ক এর গোপন আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গ এর নিকট সেগুলি বিক্রয় করেন। বিক্রয়টি যথাযথ।

২৩৮। **সম্মতির উপর প্রতিনিধির মিথ্যা বর্ণনা বা প্রতারণার ফলাফল**।- নিয়োগকারীর কার্য পরিচালনা করিবার সময় প্রতিনিধি যদি মিথ্যা বিবরণ প্রদান বা প্রতারণা করেন, তাহা হইলে প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে এইরূপে প্রভাবিত করেন যেন নিয়োগকারী নিজে ঐ মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন বা প্রতারণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিনিধির যখন ক্ষমতা বহির্ভূত কোনো বিষয়ে মিথ্যা বিবরণ দেন বা প্রতারণা করেন তখন উহা নিয়োগকারীকে প্রভাবিত করিবে না।

উদাহরণ

(ক) পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য খ এর প্রতিনিধি হিসাবে ক এইরূপ একটি মিথ্যা বিবরণ দ্বারা গ কে পণ্য ক্রয় করিবার জন্য প্ররোচিত করেন, যাহার জন্য খ তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। গ এর ইচ্ছা অনুসারে খ ও গ এর মধ্যকার চুক্তি বাতিলযোগ্য।

(খ) ক, খ এর জাহাজের ক্যাপ্টেন, বিল অব লেডিং এ বর্ণিত পণ্য জাহাজে উঠাইবার পূর্বেই উহাতে স্বাক্ষর করেন। খ এবং পণ্যের ভুয়া প্রেরকের মধ্যে বিল অব লেডিংটি বাতিল।

একাদশ অধ্যায়।- *[অংশীদারি আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯নং আইন) এর ৭৩ ধারা ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]*

তফসিল- *[রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১০নং আইন) এর ৩ ধারা ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]*